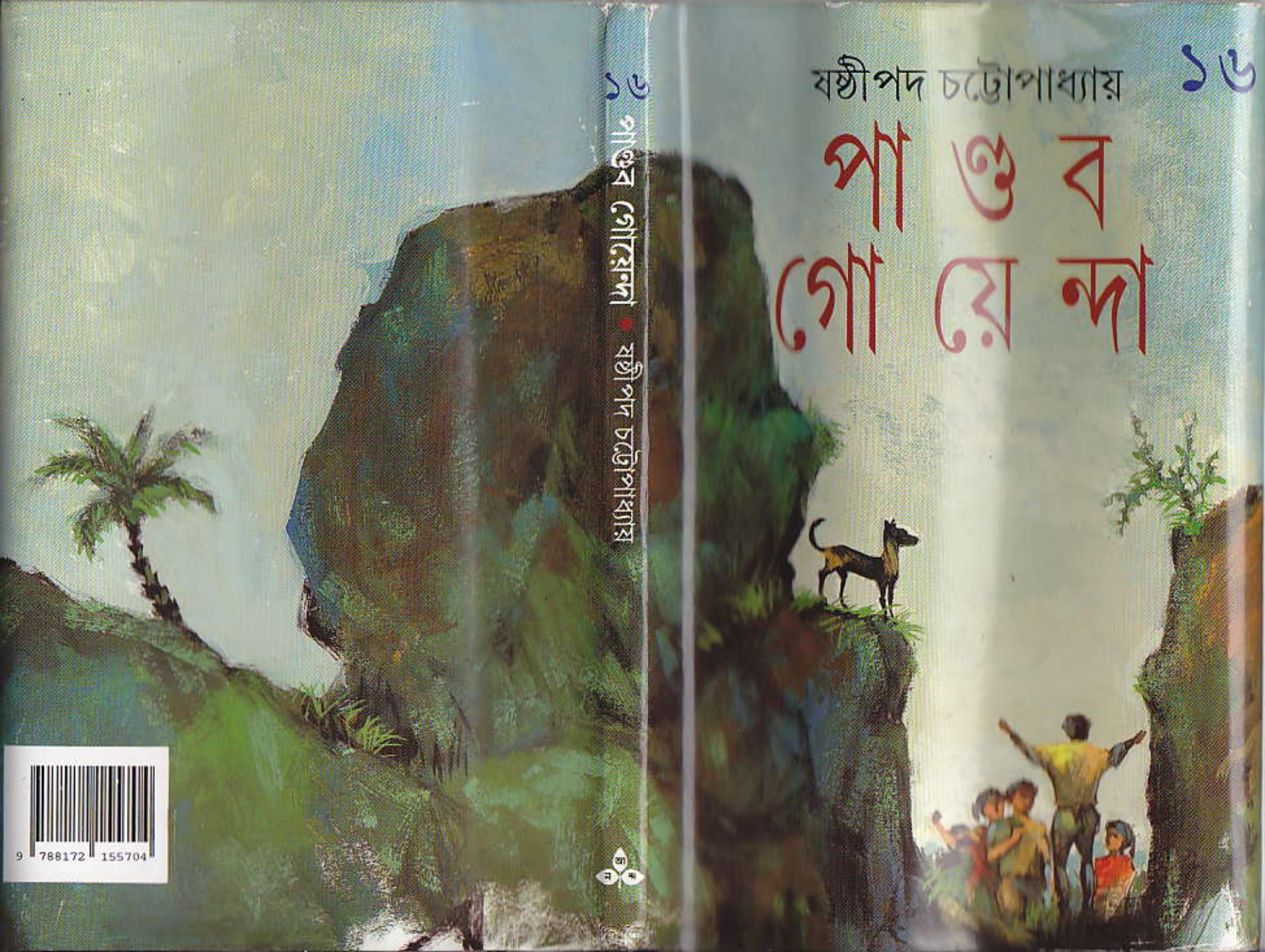

১৬

পাণ্ডব গোয়েন্দা

• ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

9 788172 155704

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

১৬

পা ণ্ড ব গো য়ে ন্দা

পাণ্ডব গোয়েন্দা

ষোড়শ খণ্ড
(সপ্তবিংশ অভিযান)

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

আনন্দ

প্রথম সংস্করণ এপ্রিল ১৯৯৬ থেকে দ্বিতীয় মুদ্রণ এপ্রিল ২০০৪ পর্যন্ত
মুদ্রণ সংখ্যা ৬০০০
তৃতীয় মুদ্রণ মার্চ ২০০৭ মুদ্রণ সংখ্যা ১০০০

© ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনও রূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ISBN 81-7215-570-0

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং
বসু মুদ্রণ ১৯এ সিকদার বাগান স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০৪
থেকে মুদ্রিত।

৫০.০০

অমর্ত্য বন্দ্যোপাধ্যায়
কল্যাণীয়েষু

এই লেখকের অন্যান্য বই

পাণ্ডব গোয়েন্দা ৭-৩০
পাণ্ডব গোয়েন্দা সমগ্র ১
পাণ্ডব গোয়েন্দা সমগ্র ২
চতুর গোয়েন্দা চতুরভিযান
দশটি কিশোর উপন্যাস
পঞ্চাশটি ভূতের গল্প
সোনার গণপতি হিরের চোখ
সেরা রহস্য পঁচিশ

পাণ্ডব গোয়েন্দা

সকালে ঘুম থেকে উঠে খবরের কাগজের প্রথম পাতায় মনোনিবেশ করে বাবলু তন্ময় হয়ে আছে, এমন সময় মা এসে ওর টেবিলের ওপর খাবারের প্লেটটা রাখলেন। বাবলু আড়চোখে তাকিয়ে দেখেই অবাক। "ব্যাপার কী মা! এতসব কোত্থেকে এল?"

"ও-বাড়ির সেজো বউদি পাঠিয়েছেন। ওঁর বাবা কাল কাশী থেকে এসেছেন।"

বাবলু দেখল, বড়-বড় দুটো প্যাঁড়া, একটা চমচম আর ইয়া বড় ক্ষীর মাখানো মিষ্টি। কী নাম, ও জানে না।

বাবলু এমনিতেই খুব মিষ্টি খায়, তাই এতসব খাবার পেয়ে আনন্দের আর অবধি রইল না ওর।

ও সবে গুছিয়ে বসে একটা প্যাঁড়ায় কামড় দিয়েছে এমন সময় কে যেন ছুটে এসে আর-একটা প্যাঁড়া তুলে নিয়ে মুখে পুরে দিল। তারপরই হাত বাড়াল চমচমটার দিকে।

বাবলু প্রথমটায় হকচকিয়ে গেলেও পরে হাসতে-হাসতে বলল, "বাবা ব্রহ্মরাক্ষস, খাচ্ছ খাও। তবে একটু ধীরেসুস্থে খাও। নাহলে যে গলায় আটকাবে।"

ভোম্বল কতকটা আপনমনেই বলল, "বাঃ। বেশ খেতে রে! কোত্থেকে এল?"

"ও-বাড়ির সেজো বউদি পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

"আমাদের বাড়ি পাঠাননি তো?"

"কেন পাঠাবেন? আমাদের সামনা-সামনি বাড়ি। তার ওপর আমাকে খুব ভালবাসেন, তাই পাঠিয়েছেন। তাই বলে পাড়াসুদ্ধু

লোককে বিলোবেন নাকি ?"

ভোম্বল প্যাঁড়া আর চমচম খেয়েই বলল, "বেশ তো দিব্যি বসে-বসে বেনারসী খাবার ওড়াচ্ছ, ওদিকে যে কেলেঙ্কারিয়াস ব্যাপার ঘটে গেছে।"

"কী হয়েছে ?"

"মিত্তিরদের বাগানটা নাকি বিক্রি হবে। তাই একদল লোক এসে বাগানের সব গাছপালা কেটে সাফ করে দিচ্ছে।"

বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হলেও বুঝি এতটা চমকাত না বাবলু। বলল, "অ্যাঁ ! সে কী ! গাছ কেটে দিচ্ছে ? আমাদের সেই গুলঞ্চ গাছটা আছে না কেটে দিয়েছে ?"

"তা জানি না। সবাই বলাবলি করছে তাই শুনলুম। কয়েকজন লোককেও কোদাল-কুড়ুল হাতে যেতে দেখলুম বাগানের দিকে।"

"সর্বনাশ !' বাবলু লাফিয়ে উঠল। খাওয়া ফেলে রেখে গেঞ্জিটা গায়ে দিয়েই ছুটে গিয়ে চটিটা পায়ে দিল।

এমন সময় বাবলুর মা চা নিয়ে এলেন।

বাবলু বলল, "তুমি চা নিয়ে যাও মা, এখন খাবার সময় নেই। সর্বনাশ হতে চলেছে আমাদের।"

মা অবাক হয়ে বললেন, "কী হতে চলেছে ?"

"মিত্তিরদের বাগানটা নাকি বিক্রি হবে। তাই মাপজোক করবার জন্য লোক এসেছে। মিতা লেগেছে জঙ্গল সাফ করবার জন্য।"

"সে কী রে ! তোদের এতদিনের ঘাঁটি। এইভাবে নষ্ট হয়ে যাবে ?"

বাবলু আর ভোম্বল ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তারপর বিলুদের বাড়ি গিয়ে বিলুকে ডেকে বাচ্চু, বিচ্ছুদের বাড়ি যাওয়ার পথেই দেখা হয়ে গেল ওদের সঙ্গে। বাচ্চু, বিচ্ছুও আসছিল বাবলুদের বাড়ির দিকে।

বাচ্চু বলল, "বাবলুদা শুনেছ, কী সর্বনাশটা ঘটতে চলেছে ?"

"হ্যাঁ, শুনেছি রে ! তাই তো তোদের বাড়ির দিকেই যাচ্ছিলাম তোদের খবর দেব বলে।"

"এখন উপায় ?"

"কিছুই তো মাথায় আসছে না। তবু চল। দেখি কতদূর কী করা

যায়। যেভাবেই হোক গাছ কাটা বন্ধ করাতেই হবে। আর আমাদের ওই ঘাঁটিও ভাঙা চলবে না। এই সেবার নতুন বোর্ড লাগালাম।"

বিলু বলল, "আমি তো কিছুই ভেবে পাচ্ছি না। কী করব। কী বলব ! যাদের জমি তারা কি শুনবে আমাদের কথা ? এমন যে কখনও হবে, এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা দ্রুত পায়ে বাগানের দিকে চলল।

ওরা ছুটে গিয়ে আগে সেই ভাঙা বাড়িটার সামনে দাঁড়াল। পাণ্ডব গোয়েন্দাদের কীর্তিমন্দির যে বাড়িটা। না, বোর্ডটা এখনও খোলেনি ওরা। কিন্তু কই ? লোকজন সব কোথায় গেল ? কেউ কোথাও তো নেই। চারদিকেই যেন শ্মশানের নীরবতা। একটি কাঁঠাল গাছের বড় ডাল শুধু আধকাটা অবস্থায় পড়ে আছে একপাশে।

সকলেই অবাক !

হঠাৎ বাবলুর নজর পড়ল একটা কুড়ুলের দিকে। আর একটু এগিয়েই দেখতে পেল একটা কোদাল পড়ে আছে। তার পাশেই পড়ে আছে একটা গামছা বাঁধা পুঁটুলি।

ভোম্বল বলল, "কী ব্যাপার বল তো ?"

বাচ্চু, বিচ্ছু বলল, "খুবই রহস্যময়।"

বিলু বলল, "আরও একটু এগিয়ে চল দেখি।"

বাবলুরা আরও এগোতে লাগল।

বাবলু বলল, "মনে হচ্ছে যে লোকেরা এখানে এসেছিল তারা নির্ঘাত কোনও কিছুর ভয়ে পালিয়েছে। হয় তারা বাগান ছেড়ে চলে গেছে, নয়তো এখানেই কোথাও কারও ভয়ে লুকিয়ে আছে। কিন্তু এই বাগানে, কী এমন দেখল তারা যে, এইভাবে সব ফেলে পালাল ?"

বাচ্চু বলল, "ওই দেখো বাবলুদা, একটা কুড়ুল কীভাবে মাটি চটিয়ে গেঁথে আছে। তার মানে কারও তাড়া খেয়ে তাকে মারবার জন্য ওরা ওই কুড়ুলটা ছুড়েছিল।"

"তাই তো !"

বিচ্ছু বলল, "'ওই দেখো, এক পাটি জুতো।"

"সত্যিই তো ! কার যেন একটা টায়ার-কাটা-চটি পড়ে আছে এক

জায়গায়।"

থমকে দাঁড়াল ওরা। কাউকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। ব্যাপারটা কী। যা জঙ্গল চারদিকে। তবে কি কোনও জন্তু-জানোয়ার ঢুকে পড়েছে, না সাপে তাড়া করেছে ওদের ?

এমন সময় একটা গোঁ-গোঁ শব্দ শুনে ওরা চারদিকে তাকাতে লাগল। কোথা থেকে আসছে শব্দটা ? ঠিক যেন একটা গোঙানির মতো।

বাবলু হেঁকে বলল, "কে কোথায় আছ সাড়া দাও শিগ্‌গির।"

বলার সঙ্গে-সঙ্গেই মনে হল এক জায়গা থেকে একসঙ্গে অনেক চাপা গলার আওয়াজ উঠল। কিন্তু কোথায় তারা ?

এই সময় বিলু হঠাৎই বলে উঠল, "দেখ দেখ বাবলু, পঞ্চুটার কাণ্ড দেখ।"

সবাই সবিস্ময়ে দেখল একটা কালকাসুন্দের ঝোপের পাশে বহুদিনের পুরনো সেই আধবোজা কুয়োটার পাড় ধরে ঝুঁকে পড়ে নীচের দিকে তাকিয়ে কী যেন দেখছে পঞ্চু। আর ঘন-ঘন লেজ নাড়ছে। এবং ওই কুয়োর ভেতর থেকেই ভেসে আসছে শব্দটা।

বাবলু বলল, "কি রে পঞ্চু ! তুই এখানে ?"

পঞ্চু সেখান থেকে সরে না এসেই ডেকে উঠল, "গোঁ-ও-ও।"

বাবলু ছুটে গিয়ে কুয়োর ভেতরে তাকাতেই অবাক। দেখল, পাঁচ-সাতজন মজুর শ্রেণীর লোক তার ভেতরে ঢুকে ভয়ে থরথর করে কাঁপছে।

বাবলু বলল, "এই, তোমরা কারা ! এর ভেতরে কী করছ ?"

লোকগুলো এতক্ষণে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। বলল, "কুত্তা সে বচাইয়ে বাবু।"

একজন বলল, "বপালো, মরি গেলা। তমর কুত্তাকু সামালে।"

আর-একজন বলল, "আইয়ে বাবোই। মী কুক্কোনি কাট্টিয়ে এত্তি। লেকুঠে নেনু চানিপোতানো।"

বাবলু বুঝল, এরা কেউ বিহারী, কেউ উৎকলবাসী, কেউ-বা অন্ধ্রের লোক। এরাই এসেছিল গাছ কাটতে। তারপর পঞ্চুর তাড়া খেয়ে

প্রাণের দায়ে পালিয়ে এসে লাফিয়ে পড়েছে কুয়োর ভেতর। কুয়োর ভেতর থেকে সবাই একসঙ্গে চেঁচাচ্ছিল বলে ওইরকম বিটকেল একটা শব্দ বের হচ্ছিল।

বাবলু পঞ্চুর পিঠে হাত বুলিয়ে বলল, "তোর তো দেখছি সবদিকে নজর। তুই কী করে জানলি এরা এখানে এসেছিল গাছ কাটতে ? যাক, কাউকে কামড়ে-টামড়ে দিসনি তো ? এ বেচারারা নির্দোষ।"

পঞ্চু ঘাড় নেড়ে 'না' বলল।

বাবলু কুয়োর ভেতর ঝুঁকে পড়ে বলল, "তোমরা উঠে এসো এবার। আর কোনও ভয় নেই। ও আমাদের পোষা কুকুর। আমরা এসে গেছি যখন কিচ্ছু বলবে না ও।"

লোকগুলো সুড়সুড় করে উঠে এল।

বাবলু বলল, "ক'টা গাছ কেটেছ তোমরা ?"

ওদের মধ্যে একজন বলল, "সবে একটা গাছের ডাল কেটেছি বাবু, এমন সময় যমের মতো এই কুকুরটা কোথা থেকে ছুটে এসে এমন তাড়া লাগাল যে, প্রাণ নিয়ে পালাতে পথ পেলাম না। ওঃ। কুকুর নয় তো, যেন নেকড়ে বাঘ। দিশি কুকুরের এমন তেজ কোনওকালে দেখিনি। তবু তো দেখছি এক চোখ কানা। যাই হোক, এখন দয়া করে আমাদের একটু বাগানটা পার করে দিন। আমরা চলে যাই।"

বাবলু বলল, "তোমরা নির্ভয়ে যাও। আর তোমাদের কোনও ভয় নেই।"

কিন্তু ওরা যেই না এগোতে যাবে অমনই দেখা গেল পাশের একটি জামরুল গাছের ডাল থেকে কালকাসুন্দের ঝোপের ভেতর কী যেন একটা টিপ করে পড়ল। তারপর সেটা থুড়িলাফ খেতেই দেখা গেল মাথাজোড়া টাক সমেত একটি কুতকুতে মুখ এবং বেঁটে মোটা ভুঁড়িওয়ালা একজন লোক। লোকটি গাছ থেকে লাফিয়ে পড়েই ছোটা শুরু করল। কিন্তু ছুটলে কী হবে ? বেশিদূর যেতে হল না। পঞ্চু ছুটে গিয়ে পেছনদিক থেকে আঁকড়ে ধরল তাকে। লোকটির তো ভয়ে দাঁতকপাটি লাগবার জোগাড় !

বাবলু কাছে গিয়ে বলল, "এই যে মশাই ! কে আপনি ?"

উনি হাঁফাতে-হাঁফাতে বললেন, "আ—আমি কেউ নই বাবা। মনুষ্যৎ বৎসৎ।"

"তার মানে ?"

"আমার নাম বৃন্দাবন চোংদার। এই বারো বিঘে বাগানের মালিক ল্যাংচা মিত্তিরের জামাই।"

"এখানে আপনি কী করছিলেন ?"

"কী আর করব ভায়া ? আমার শ্বশুরমশাই তো বাইরে থাকেন, তাই ভাবলাম দিনকাল খারাপ পড়েছে কবে কখন বাগানটা দখল হয়ে যায় তাই সময় থাকতে-থাকতে এটাকে প্লট করে বেচে দিই। কিছু টাকা পয়সার মুখ দেখা যাবে। কিন্তু এই কাজ করতে এসে যা কাণ্ডটা হয়ে গেল, বাপরে বাপ। এখনও মনে পড়লে গায়ে কাঁটা দেয়। কী সাঙ্ঘাতিক কুকুর রে বাবা !"

বাবলু বলল, "আপনি নামে বৃন্দাবন অথচ এখানে এসেছিলেন বন কেটে বসত তৈরি করতে ?"

"ঠিক তাই।"

"তা গাছ কেটে বাগান বিক্রি না করে আর কোনও উপায়ে কি টাকা রোজগার করা যেত না ?"

"যেত। কিন্তু ভুল হয়ে গেছে বাবা। এখন দয়া করে কুকুরটাকে সামলাও। পালিয়ে বাঁচি।"

বাবলু পঞ্চুকে কাছে ডেকে নিয়ে বলল, "শুনুন বৃন্দাবনবাবু, এই বাগান আমাদের অনেকদিনের ঘাঁটি। এর অধিকাংশ গাছও আমাদের লাগানো। আমরা বেঁচে থাকতে এই বাগানের একটি গাছও কাটতে দেব না।"

"সে কী ! এখনকার দিনে এই বারো বিঘে জমির দাম কত জানো ?"

"সে জানবার আমাদের দরকার নেই।"

"এটা মগের মুলুক নাকি ?"

বাবলু ডাকল, "পঞ্চু।"

পঞ্চু 'হেঁক' করে একটা হাঁক দিয়েই সটান দু'পায়ে উঠে দাঁড়িয়ে বৃন্দাবনবাবুর দু কাঁধে থাবা রাখল।

বৃন্দাবনবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, "এই—এই ! কী হচ্ছে ? ধরে নাও ওকে। এই দুষ্টুগুলো। আর কখনও আসব না বাবা তোমাদের বাগানে। এই বাগান আজ থেকে তোমাদের।"

"ঠিক তো ?"

"হ্যাঁ বাবা।"

বাবলু পঞ্চুকে ডেকে নিল আবার।

বৃন্দাবনবাবু আর এক মুহূর্ত না দাঁড়িয়ে কেটে পড়লেন। মজুররা আগেই সরে পড়েছিল।

এর পর পাণ্ডব গোয়েন্দারা অনেকক্ষণ ধরে ঘুরে বেড়াল বাগানময়। এই বিশাল বাগান এবং এর প্রতিটি গাছপালার সঙ্গে কতদিন ধরে একটা নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। এ কখনও নষ্ট হতে দেওয়া যায় ?

ওরা এদিক-সেদিক ঘুরে একসময় ওদের সেই প্রিয় গুলঞ্চ গাছের ডালে উঠে বসল।

বাবলু বলল, "সত্যি ! কত সাধের বাগান আমাদের। কত সুখ-দুঃখের স্মৃতি জড়িয়ে আছে এর আনাচে-কানাচে। এই মিত্তিরদের বাগান যদি হাতছাড়া হয়ে যায় পাণ্ডব গোয়েন্দাদের, তা হলে রইল কী ?"

বিলু বলল, "তবে বাবলু, চিল যখন উড়ছে কুটো তখন নেবেই। একবার যখন এই বাগান বিক্রি করবার মতলব ওদের মাথায় চেপেছে তখন এটা না বেচে ওরা ছাড়বে না। হয়তো ভেতরে-ভেতরেই কোনও ঠিকাদার কিংবা ব্যবসাদারকে বিক্রি করে দেবে। কারণ হাওড়া শহরে এখন কোথাও কোনও জমি নেই। যদিও দু'-এক কাঠা কোথাও পড়ে থাকে, তারও দাম অনেক। চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার টাকা কাঠা। আর এই হচ্ছে গিয়ে বারো বিঘে জমি। কুড়ি কাঠায় এক বিঘে হলে টাকার অঙ্কটা একবার হিসেব করতে পারিস ?"

বাবলু বলল, "দেখ ভাই, আমি জানি মিত্তিরদের অনেক শরিক। তার ওপর ওদের সবাই বাইরে-বাইরেই থাকে। কাজেই এই বাগান রাতারাতি বিক্রি হওয়ার কোনও সম্ভাবনাই নেই। এখন ওদের এই জামাই বাবাজী যদি টাকার লোভে সব শরিককে এক করে কিছু একটা করতে চায় তা হলেও সময়সাপেক্ষ। তবু যেভাবেই হোক এদের একজন শরিককে

অন্তত খুঁজে বার করতেই হবে। এবং তাঁর কাছ থেকেই শুনতে হবে তাঁদের অভিপ্রায়টা কী।"

সবাই বলল, "ঠিক। কিন্তু এঁদের একজন শরিককেই বা খুঁজে বার করা যায় কীভাবে?"

বাবলু বলল, "তা হলে এখন সর্বাগ্রে আমাদের বৃন্দাবন চোংদারকে খুঁজে বার করতেই হবে।"

বিলু বলল, "ভদ্রলোকের ঠিকানাটা তো জানা নেই। কাছেপিঠে থাকেন না নিশ্চয়ই। তবে একটাই আশা, গাছ থেকে লাফিয়ে পড়বার সময় যদি তার পকেট থেকে কোনও কাগজপত্তর পড়ে গিয়ে থাকে তবে তারই সূত্র ধরে একটু খোঁজখবর নেওয়া যেতে পারে।"

ভোম্বল বলল, "ঠিক বলেছিস বিলু। চল তো ওখানে গিয়ে একটু খুঁজে দেখি।"

বাবলুরা তখন সদলবলে সেই গাছটার কাছে গিয়ে হাজির হল। মানে যেখানে বৃন্দাবনবাবু গাছ থেকে লাফিয়ে পড়েছিলেন। সেখানে গিয়ে তন্নতন্ন করে সব কিছু খুঁজে দেখেও লাভ হল না বিশেষ। কেননা একটা খালি সিগারেটের প্যাকেট ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না সেখানে।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা হতাশ হয়ে ফিরে এল।

এর পর অনেক চেষ্টা করেও পাড়ার লোকেদের কাছে খোঁজখবর নিয়েও কোনও হদিস পেল না। এমনকী ওদের মা-বাবাও বলতে পারলেন না মিত্তিরদের বাগানের ওই বারো বিঘে সম্পত্তির মালিক কে বা কারা এবং তাঁরা কোথায় থাকেন।

॥ ২ ॥

সে-রাতে বাবলু বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করতে লাগল। কী এক অশুভ চিন্তায় কিছুতেই ঘুম আসছে না তার।

রাত তখন কত তা কে জানে? ঘরের ব্লু রঙের জিরো পাওয়ারের আলোটা জ্বালাই ছিল। বাবলু হঠাৎ দেখল একটি ছায়ামূর্তি ওর জানলার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

বাবলু মশারির ভেতর থেকেই টর্চটা ছায়ামূর্তির মুখের ওপর ফেলতে চকিতে সরে গেল সে।

পঞ্চু শুয়ে ছিল খাটের নীচে। সে তখনই সগর্জনে ছুটে গেল জানলার দিকে।

বাবলুও এক লাফে মশারির বাইরে এসেই দরজাটা খুলে ফেলল। আগন্তুক তখন ছুটে চলেছে গেটের দিকে।

বাবলু একবার পিস্তলটা নিতে এল। পরক্ষণেই ওর দেরির সুযোগে আগন্তুক চলে যাবে ভেবে আবার ফিরে এল। কিন্তু পঞ্চু তখন বাঘের মতো তাড়া করেছে তাকে। তবু দেরি হয়ে গেছে। লোকটি গেটের বাইরে গিয়েই একটা মোটরবাইকে চেপে ঝড়ের বেগে পালাল।

বাবলু ফিরে এল। কেননা অযথা বোকার মতো মোটরবাইকের পেছনে ছোটার কোনও মানে হয় না। ফিরে আসবার সময়ই ঘটে গেল আর-এক বিপর্যয়। ও দেখল আশপাশ থেকে জনা তিনেক লোক ওকে অদ্ভুত কায়দায় ঘিরে ফেলেছে। লোকগুলোর মুখ কালো কাপড়ে ঢাকা ছিল বলে কারও মুখই চেনা গেল না। এই অপ্রত্যাশিত বিপদে নিতান্ত অসহায়ভাবেই আত্মসমর্পণ করতে হল ওকে। পঞ্চু নেই। পিস্তলটাও কাছে নেই। কিন্তু থাকলেও কি এই মুহূর্তে কিছু করা যেত? ও দেখল লোকগুলোর কারও হাতে ছোরা, কারও হাতে রিভলভার। এতটুকু গোলমাল করতে বা পালাবার চেষ্টা করলে ওরা ওকে হত্যা করতেও দ্বিধা করবে না।

পঞ্চুর চিৎকার, বাবলুর দরজা খোলার শব্দ এবং মোটরবাইকের আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল বাবলুর মা-বাবার। অন্যান্য পাড়াপড়শীরাও সজাগ হয়ে উঠলেন। কিন্তু তাঁরা যখন বাইরে এলেন তখন কোথায় কে? না কোনও আগন্তুক, না পঞ্চু, না বাবলু।

পঞ্চু অবশ্য অনেক পরে হাঁফাতে-হাঁফাতে ফিরে এল। কিন্তু বাবলুর সন্ধান পাওয়া গেল না।

পাণ্ডব গোয়েন্দাদের কাছে বাবলুর অন্তর্ধান রহস্যটা বড়ই মর্মান্তিক। পরদিন সকালে পুলিশ এসে যখন সকলকে জেরা করতে লাগল তখন

সবাই মিলে এক-এক করে বৃন্দাবন বৃত্তান্ত শোনাল পুলিশকে।

বাবলুর বাবা বললেন, "কিন্তু আমার যেন ব্যাপারটা একটু অন্যরকম মনে হচ্ছে। ওই সামান্য কারণের জন্য বাবলুকে নিয়ে গেলে ওদের কোন উদ্দেশ্যটা সফল হবে ?"

দারোগাবাবু বললেন, "বলেন কি মশাই! এই বাজারে অতখানি সম্পত্তির লোভ কেউ কি ছাড়তে পারে ? তার ওপর পাণ্ডব গোয়েন্দারা ওই বাগানে দিব্যি ওদের রাজত্ব চালিয়ে যাচ্ছে। এখন ওদের ওখান থেকে উৎখাত করতে না পারলে ও জমি বিক্রি করার অসুবিধে আছে বইকী!"

"তাই বলে ওকে গুম করবে ? এত বড় কাঁচা কাজ করবে ওরা ?"

দারোগাবাবু বললেন, "আচ্ছা মশাই বলুন তো কবে কোন ক্রিমিন্যাল অপরাধ করতে গিয়ে পাকা কাজ করেছে ? বিশেষ করে পাণ্ডব গোয়েন্দারা ফালতু ছেলেমেয়ে নয়। পুলিশ প্রশাসনের বিশেষ সুনজরে আছে ওরা। এ-পর্যন্ত কত গুণ্ডা-বদমাশকে শায়েস্তা করেছে বা কত বদ লোককে জেলের ঘানি টানিয়েছে একবার ভেবে দেখুন তো ? কে না জানে পাণ্ডব গোয়েন্দাদের, কে না চেনে পঞ্চুকে, আর কে না শুনেছে মিত্তিরদের বাগানের কথা ?"

বাবলুর বাবা বললেন, "তা হলে কি আপনি মনে করেন আমার ছেলের নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারে ওই বৃন্দাবন চোংদারের হাত আছে ?"

"অবশ্যই। এইরকম একটা সম্ভাবনাকে কোনওরকমেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অতএব, আমাদের এখন যেভাবেই হোক খুঁজে বার করতে হবে বৃন্দাবনবাবুকে। বাবলু উদ্ধারের চেয়ে ওঁকে গ্রেফতার করাই এখন আমাদের প্রথম কাজ হবে।"

ভোম্বল বলল, "সে কী!"

দারোগাবাবু বললেন, "বাবলুর জন্য তো তোমরা আছ ? পঞ্চু আছে। ভেতরে-ভেতরে তোমরা চেষ্টা করো। পেছনে আমরা তো আছিই।" এই বলে দারোগাবাবু তাঁর কনস্টেবলদের নিয়ে চলে গেলেন।

বাবলুর বাবা বসে রইলেন মাথায় হাত দিয়ে।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু আর বিচ্ছু তখন পঞ্চুকে নিয়ে শুরু করল ওদের কাজ। পঞ্চু গত রাত্রে সেই বাইকের পেছনে যতদূর পর্যন্ত তাড়া করেছিল ততদূর নিয়ে গেল বিলুদের। তারপর পথের ধুলো শুঁকতে লাগল।

ওরা যে পর্যন্ত এসে থামল সে-জায়গাটার নাম ইছাপুর। পঞ্চু ঠিক জানবাড়িটা পেরিয়েই ভৌ-ভৌ করে চেঁচাতে লাগল সামনের দিকে তাকিয়ে। ওরা তাই আরও একটু এগিয়ে ইছাপুরের চৌমাথায় এল। ওরা বুঝল পঞ্চু এই পর্যন্ত এসে আর ধাওয়া করতে পারেনি।

এখন মুশকিল হল ওরা এবার যাবে কোন দিকে ? পেছনের রাস্তাটা যেটা মল্লিক ফটক থেকে বেরিয়ে এখানে এসেছে, সে-পথে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। কারণ মোটরবাইক এই পথেই এসেছে। সোজা পথটা কলাবাগান হয়ে এগিয়ে গিয়ে দু' ভাগে ভাগ হয়েছে আবার। একটা পথ চলে গেছে রামরাজাতলার দিকে। আর একটা বেতড়ে। বাঁ দিকের পথটা বেলেপোল হয়ে চলে গেছে চ্যাটার্জিহাট। ডান দিকের পথটা আবার তিনভাগ হয়ে দাশনগর, সানপুর আর কদমতলায়। যাই হোক, এভাবে তো ঘোরা সম্ভব নয়। এইসব পথে টহল দিতে গেলে সাইকেলের দরকার।

ওরা যখন নানারকম আলোচনা করতে-করতে বেলেপোলের দিকে এগোচ্ছে তখন হঠাৎ দেখল যমদূতের মতো একটা মোটরবাইক পঞ্চুকে চাপা দেওয়ার জন্য ছুটে আসছে।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু লাফিয়ে সরে গেল একপাশে।

পঞ্চুও ভল্ট খেয়ে ছিটকে পড়ল বিপরীত দিকে।

সকলের বুকের ভেতর যেন ধকধকানি শুরু হয়ে গেল তখন। ওরা দেখল যে-লোকটা মোটরবাইক নিয়ে পঞ্চুকে চাপা দিতে আসছিল সে লোকটা খুব লম্বা চওড়া এবং লোকটার মুখময় বসন্তের দাগ।

এ পথে লোকজন খুব কম। তাই এখানে একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়ে দিয়ে কেউ পালালে তাকে ধরা খুবই কঠিন ব্যাপার। কিন্তু কে ও ? কী চায় ? কেনই-বা চাপা দিয়ে মারতে যাচ্ছিল পঞ্চুকে ? আর কেনই-বা বাবলুকে ধরে নিয়ে গেল ওরা ?

লোকটার চোখ কালো চশমায় ঢাকা।

যেন মূর্তিমান বিভীষিকা।

বিলু বলল, "আর এখানে নয়। চটপট এখান থেকে সরে পড়ি চল। মনে রাখিস, শুধু পঞ্চু নয়, আমাদের সকলেরই জীবন এখানে বিপন্ন। এরা যখন আমাদের মারবার চেষ্টা করছে তখন খুবই সতর্ক থাকতে হবে। পঞ্চুকেও রাখতে হবে নজরে।"

এই বলে ওরা যেই না ফিরে আসতে যাবে অমনই দেখা গেল সেই যমদূত আবার ছুটে আসছে ওদের দিকে। সেবার এসেছিল পেছন থেকে, এবার এল সামনে-সামনি।

বিলু ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু তাড়াতাড়ি একটা কৃষ্ণচূড়া গাছে উঠে পড়ল। আর পঞ্চু করল কি, ভয়ঙ্কর একটা ডাক ছেড়ে এগিয়ে আসা মোটরবাইকের দিকে ছুটে চলল উন্মত্ত আক্রোশে। ওর জেদ দেখে মনে হল নিজের জীবন বিপন্ন করেও আরোহী সমেত মোটরবাইকের মোকাবিলা করবে।

ঠিকমতো সাহস নিয়ে রুখে দাঁড়ালে প্রবল প্রতিপক্ষও যে ঘাবড়ে যায়, পঞ্চু তা প্রমাণ করে দিল।

গতিক সুবিধের নয় বুঝে আরোহী এবার বৃত্তাকারে ঘুরিয়ে নিল বাইকটিকে, পালাবার জন্য।

আর সেই সুযোগে বিলু গাছের ডাল থেকে টুক করে লাফিয়ে পড়ল ওর পিঠের ওপর। ফলে বাইক সমেত রাস্তার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল লোকটা। চোট লেগে কপালের একটা পাশ কেটে গেছে। সেখান দিয়ে রক্ত ঝরছে গলগল করে। পঞ্চুর নখও বসে গেছে পিঠের ওপর। তা ছাড়া পড়ে গিয়ে সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত। লোকটির অবস্থা তখন এমনই যে, ভাল করে উঠে দাঁড়াবারও আর ক্ষমতা নেই।

বিলু, ভোম্বল কাছে গিয়ে ওর চশমাটা খুলে নিল। তারপর বলল, "বাবলু কোথায়?"

লোকটি সভয়ে বলল, "কে বাবলু?"

"চালাকি হচ্ছে? কাল রাতে যাকে নিয়ে গেছ তোমরা।"

"আমি এসবের কিছুই জানি না ভাই।"

বিলু ওর মুখে সজোরে একটা ঘুসি মেরে বলল, "কিছুই জানো না যদি, তো এই ফাঁকা জায়গায় আমাদের চাপা দিয়ে মারতে এসেছিলে কেন?"

"আমি কাউকেই মারতে আসিনি। আসলে এর ব্রেকটা ঠিকমতো কাজ করছিল না বলে আমি ওটাকে এখানে একটু চালিয়ে দেখছিলাম।"

ভোম্বল বলল, "দেখাচ্ছি দাঁড়াও। বিলু! যা তো, একটা ট্যাক্সি ডেকে আন। ব্যাটাকে থানায় নিয়ে গিয়ে মেজো দারোগার মার না খাওয়ালে দেখছি মুখ খুলবে না।"

লোকটি সঙ্গে-সঙ্গে লাফিয়ে উঠল, "আমি চোর না ডাকাত যে পুলিশে খবর দেবে?"

"তা হলে বলো বাবলু কোথায় আছে?"

"চলো নিয়ে যাচ্ছি।"

ভোম্বল বলল, "এতক্ষণ তা হলে সাধু সাজছিলে কেন?"

বিলু তখনই চলে গেল ট্যাক্সি ডাকতে। ভাগ্য ভাল যে, বেশিদূর যেতে হল না। হাওড়াগামী একটা ট্যাক্সিকে ইছাপুরের মোড়েই পেয়ে গেল।

পাঞ্জাবি ড্রাইভার। মিটার ঠিক করে বলল, "কাঁহা যাওগে?"

বিলু বলল, "সর্দারজী, আমরা খুব বিপদে পড়েছি। ঠিক কোথায় যাব তা জানি না। আমাদের এক সঙ্গীকে কিছু দুষ্ট লোক চুরি করে নিয়ে গেছে। তাদেরই একজনকে ধরে ফেলেছি আমরা। সে যেখানে নিয়ে যাবে তুমি সেখানেই যাবে, কেমন? তোমার গাড়িভাড়ার টাকা পেতে কোনও অসুবিধে হবে না।"

সর্দারজী বলল, "সমঝ গিয়া। কোঈ বাত নেহি, চলিয়ে।"

বিলুরা তখন সকলে মিলে সেই লোকটিকে ধরাধরি করে এনে ট্যাক্সিতে বসাল।

লোকটি বলল, "আমার বাইকের কী হবে? ওটা যে এখানেই পড়ে রইল।"

বাচ্চু বলল, "গোল্লায় যাক তোমার বাইক। এখন আমাদের যেখানে নিয়ে যাচ্ছ সেখানে নিয়ে চলো তো দেখি।"

ভোম্বল বলল, "ও বাইক কি তোমার ? না কারও চুরি করে এনেছ ?"

বিচ্ছু বলল, "যারই হোক, তাতে আমাদের কিছু যায়-আসে না।"

সর্দারজী বলল, "কিধার যানা হোগা, বোলিয়ে।"

লোকটি বলল, "সদর বক্সী লেন।"

"ও কিসি তরফ হোগা ?"

বিলু বলল, "সদর বক্সী লেন আমরা চিনি। চলুন, দেখিয়ে দেব। কদমতলা বাজার হয়ে চলুন।"

সর্দারজী দ্রুত ট্যাক্সি চালিয়ে ইছাপুর জলের ট্যাঙ্কের পাশ দিয়ে নতুন রাস্তা ধরে এগিয়ে চলল। তারপর বাজার ফেলে বাঁ দিকে ঘুরতেই বিলু বলল, "এদিকে নয় সর্দারজী। ডান দিকে।"

সর্দারজী একটা ধমক দিয়ে বলল, "চুপচাপ্ বৈঠো তুম। বকোয়াস মাৎ করো। হামারা কাম করনে দো হামকো।" বলে নিজের ইচ্ছেমতোই ট্যাক্সিকে ব্যাঁটরা থানায় ঢুকিয়ে দিল। তারপর বলল, "উতারো। উতারো সব। চলো থানেমে।"

বিলু বলল, "এখানে কে নিয়ে আসতে বলল তোমাকে ?"

ক্ষতবিক্ষত লোকটি তখন রক্তাক্ত কলেবরে নেতিয়ে পড়ছিল।

সর্দারজী বলল, "বোলেগা কৌন ? তুম সব ঝুমমুট এ আদমিকা অ্যায়সা হাল বনায়া কিঁউ ?" বলে লোকটিকে ধরে ট্যাক্সি থেকে নামাতেই হঠাৎ গুলির শব্দে চমকে উঠল সবাই।

হইহই করে ছুটে এল পুলিশের লোকেরা। কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ। এক অজ্ঞাত আততায়ীর গুলিতে ঝাঁজরা হয়ে গেছে আহত লোকটির বুক।

বিলুরা তখন এখানকার থানার দারোগাবাবুকে সব কথা জানিয়ে ফিরে এল মধ্য হাওড়ায় ওদের নিজেদের বাড়িতে।

॥ ৩ ॥

দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর সকলে যখন ভারাক্রান্ত মনে ভাবছে মিত্তিরদের বাগানে গিয়ে বাবলু উদ্ধারের ব্যাপারে পরিকল্পনা করবে, তখন হঠাৎ খবর এল বৃন্দাবন চোংদার অ্যারেস্ট হয়েছেন। এই খবর শুনে আনন্দের আর অবধি রইল না ওদের। বাচ্চু আর বিচ্ছুকে ঘরে থাকতে বলে বিলু আর ভোম্বল ছুটল থানায়।

থানায় দারোগাবাবুর সামনে বসে যে ভদ্রলোক কথা বলছিলেন তাঁকে দেখেই অবাক হয়ে গেল ওরা। ইনি কে ? ইনি তো সে লোক নন। ঘাড় অবধি লটকানো চুল। মুখে মিষ্টি হাসি। কপালে তিলক।

দারোগাবাবু বললেন, "দেখো তো বিলু, ইনিই সেই লোক কিনা ?"

বিলু, ভোম্বল দু'জনেই বলল, "না। ইনি নন। আপনারা ভুল করে অন্য লোককে ধরেছেন।"

"সে কী ! উনি তো নিজেই ধরা দিয়ে স্বীকার করেছেন সব।"

ভদ্রলোক হেসে বললেন, "এই তো সেই ছেলেগুলো। এদের সঙ্গে দুটো মেয়েও ছিল। কিগো বাবারা, চিনতে পারছ না আমাকে ? আমি কিন্তু তোমাদের ভুলব না। বাবাঃ,.যা তোমাদের কুকুরের কাণ্ড !"

বিলু বলল, "কিন্তু আপনার— ?"

"টাক ! এই তো ?" বলেই হাঃ হাঃ করে হেসে বললেন, "ও জিনিস কি হারাবার ? এই দেখো।" বলেই পরচুল খুলে ফেলতে আসল চেহারা বেরিয়ে গেল।

বিলুরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল।

দারোগাবাবু বললেন, "শোনো। ইনি বলছেন ইনি একজন শৌখিন যাত্রাভিনেতা। নাম করুণাসিন্ধু ভট্টাচার্য। আমিনের কাজও উনি করেন। গৌড়ীয় মঠের কাছে বৈষ্ণব সম্মিলনী লেনের একটি বাড়িতে ভাড়া থাকেন উনি।"

"তা হলে বৃন্দাবন চোংদার ?"

করুণাবাবু বললেন, "ও নামে কেউ নেই। আমার বানানো নাম ওটা। আর মিত্তিরদের জামাই হওয়া দূরের কথা, ওদের কখনও চোখেও

দেখিনি আমি।"

ভোম্বল বলল, "বেশ, তা না হয় হল। কিন্তু কাল ওই বাগানে ওই সময়ে কোন নাটক করতে আপনি গিয়েছিলেন?"

"সেই কথা বলব বলেই তো এসেছি বাবা। কয়েকদিন আগে আমি যখন হাজার হাত কালীতলায় একটা জমি মাপজোক করছিলাম তেমন সময় হঠাৎ জনাচারেক লোক এসে আমাকে তাদের সঙ্গে যেতে বলল। লোকগুলোর চেহারা দেখে খুব একটা ভাল লোক বলে মনে হল না আমার।"

বিলু বলল, "তাদের একজনের মুখে বসন্তের দাগ?"

"হ্যাঁ, ঠিক বলেছ।" বলেই আঁতকে উঠলেন, "তোমরা কী করে জানলে?"

"সেই লোকটাকে একটু আগে আমরা ধরেছিলাম। এখন তার ডেডবডি ব্যাঁটরা থানায় পড়ে আছে।"

করুণাবাবুর চোখ দুটো কপালের ওপর উঠে গেল, "বলো কী!"

বিলু তখন সব কথা খুলে বলল দারোগাবাবুকে।

দারোগাবাবু বললেন, "একটু আগে আমিও ফোনে খবর পেয়েছি। এখনই একবার দেখতে যাব।"

করুণাবাবু বললেন, "যাক। এবার আমার কথা বলি। সেই লোকগুলো আমাকে ওই বাগানটায় নিয়ে এল, সব ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখাল, তারপর বলল, এই বাগানটা যাতে প্লট করে বেচা যায় সেজন্য এর একটা ম্যাপ আর কতকগুলো নকশা তৈরি করতে।"

দারোগাবাবু বললেন, "জমি বেচতে গেলে দলিল চাই তো।"

"তা তো চাই। দলিলের কপি ওদের কাছেই ছিল। তবে তা আসল কি নকল জানি না। ওরা বলল, চুপিচুপি কাজ সারতে হবে। কেউ যেন টের না পায়। টের পেলে আমার ভুঁড়ি ফুটো করে দেবে। যাক। ওই কাজ করতে গিয়েই ঝামেলায় পড়লাম। এখন চারদিকে হইচই পড়ে গেছে তোমাদের ব্যাপারটা নিয়ে। তোমরাই যে পাণ্ডব গোয়েন্দা তা আমিও জানতুম না বাবা। তাই যেই না শুনেছি তোমাদের বাবলুকে দুর্বৃত্তরা অপহরণ করেছে তখনই বুঝেছি এ কাদের কাজ। ওরা ছাড়া

আর কেউ নয়। তাই নিজেই ছুটে এলাম। সব কথা জানিয়ে দিলাম পুলিশকে। কেননা যদি ছেলেটার কিছু হয় বা ওরা ধরা পড়ে তখন তো আমাকে নিয়েও টানাটানি হবে।"

ভোম্বল বলল, "বেশ করেছেন। এজন্য আপনাকে ধন্যবাদ। কিন্তু দয়া করে বলতে পারবেন কি ওদের ঘাঁটিটা কোথায়?"

"তা তো পারব না বাবা। ওরা তো আমাকে কখনও সেখানে নিয়ে যায়নি। তবে তোমরা একটা কাজ করতে পারো, আমার সঙ্গে গিয়ে আমার বাড়িটা দেখে আসতে পারো। ওদের অনেক দরকারি কাগজপত্তর আমার কাছে আছে। সেগুলো নিতে ওরা আসবেই। তোমরা দূর থেকে লক্ষ্য করে ওদের পিছু নিয়ে বরং ওদের ঘাঁটিটা চিনে এসো। তা হলে আমিও ওদের সন্দেহে পড়ব না, তোমরাও শত্রুপুরীর খোঁজ পাবে।"

বিলু আর ভোম্বল দারোগাবাবুর মুখের দিকে তাকাল এবার।

দারোগাবাবু বললেন, "এ যুক্তিটা মন্দ নয়। যদি দরকার হয় তো বলো, আমি সঙ্গে দু'জন লোকও দেব।"

করুণাবাবু বললেন, "না না। ওই কাজটি করবেন না। তা হলেই ওরা বুঝতে পেরে সতর্ক হয়ে যাবে। মাছের আঁশটে গন্ধ যেমন লুকনো যায় না তেমনই পুলিশের অস্তিত্বও ওরা টের পেয়ে যায়।"

বিলু বলল, "কাউকে পাঠাবার দরকার হবে না। আমরা দু'জনেই এ কাজ করতে পারব।"

দারোগাবাবু বললেন, "খুব সাবধানে কাজ করবে কিন্তু। তোমরা যাও। আমি একবার ব্যাঁটরা থানা থেকে ঘুরে আসি।"

করুণাবাবু বললেন, "তোমরা তা হলে এসো আমার সঙ্গে।"

বিলু আর ভোম্বল করুণাবাবুর সঙ্গে তাঁর বাড়ি দেখতে চলল। টোপ হিসেবে ওই বাড়িটাই ওদের কাজে লাগবে।

করুণাবাবু লোকটি মন্দ নন। বেশ মজারও। তাঁর বাড়িটা বৈষ্ণব সম্মিলনী লেনের একেবারে শেষ মাথায়। বহুদিনের পুরনো শ্যাওলার ছোপ ধরা প্লাস্টারহীন বাড়ি। বাড়িটা একতলা। পাশেই নর্দমার ধারে একটা লাইটপোস্ট আছে। যেটা ধরে অনায়াসে বাড়ির ছাদে ওঠা যায়।

কয়েকটি বড়-বড় গাছের ডাল ঝুঁকে আছে ছাদের একদিকে। পেছনদিকে পোড়ো বাগান। বাড়ির একটা অংশ ভেঙে গেছে। ছাদে ওঠার সিঁড়ির পাশে যে ঘরটা, তার একদিকের ছাদ নেই। একটি ঘর ওরই মধ্যে একটু পদে আছে। করুণাবাবু পঁচিশ টাকা ভাড়ায় সেই ঘরেই থাকেন।

বিলু বলল, "এইরকম বাড়িতে আপনি থাকেন কী করে?"

"পঁচিশ টাকা ভাড়ায় এর চেয়ে ভাল ঘর কোথায় পাব? এখন তো দেড়শ টাকাতেও ঘর পাওয়া যায় না। তবে শুধু বর্ষার ক'টা দিনই যা একটু কষ্ট। ছাদ চুঁইয়ে জল পড়ে। অন্য সময় বেশ থাকি।"

ভোম্বল বলল, "কিন্তু আপনার জানলার পেছনদিকের দরজায় তো একটা পাল্লা নেই দেখছি। লাইটপোস্ট বেয়ে যে-কোনও লোক ছাদে উঠে ঘাপটি মেরে বসে থাকতে পারে, বা আপনার ঘরে ঢুকে চুরি করতে পারে।"

করুণাবাবু হেসে বললেন, "করে দেখুক না, তবে তো শিক্ষা হবে। আমার ঘরে যে চোর একবার চুরি করতে ঢুকবে সে তার জীবনে কখনও এ-মুখো হবে না।"

বিলু বলল, "কেন?"

"আরে, আমি একা মানুষ। চাকরিবাকরি করি না। আমার ঘরে আছে কী যে, চুরি করবে? সামান্য দু-দশ টাকা যা থাকে তা আমার কাছেই থাকে। শুধু মেকাপ নেওয়ার মতো সামান্য একটু সাজ-সরঞ্জাম যা ঘরে আছে। তাও যাত্রাদলের রিজেক্ট মাল।"

যাই হোক, বিলুরা করুণাবাবুর বাড়ি দেখে বলল, "ঠিক আছে। আমরা নজর রাখব।"

করুণাবাবু বললেন, "এলে তোমরা দিনের বেলায় এসো না। রাত্রিবেলা আসবে। কেমন?"

ভোম্বল বলল, "এখনই তো সন্ধে হয়ে এল।"

"ওরা আমার কাছে রাত দশটার পর আসে। তোমরা ওই সময়ের একটু আগে এসো। পারো তো কুকুরটাকেও এনো। ও তোমাদের সাহায্য করতে পারবে।"

বিলু আর ভোম্বল ঘর থেকে বেরোতেই তক্তাপোশের তলা থেকে দু'জন লোক বেরিয়ে এসে বলল, "সাব্বাশ গুরু। তুমি তো কামাল করে দিলে।"

লোক দুটোকে দেখেই করুণাবাবুর বুকের ভেতরটা ধক্ করে উঠল। কাগজের মতো সাদা মুখে হাসি আনবার চেষ্টা করে বললেন, "আরে, তোমরা কখন এর ভেতরে এসে লুকিয়ে ছিলে?"

"যখন থেকে তুমি থানায় গেছ চুকলি করতে, তখন থেকে।"

করুণাবাবু বললেন, "থানায় চুকলি করতে যাব কেন? পুলিশের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য এই চাল আমি চেলেছিলাম। এখন রাত্রিবেলা ছেলেগুলো এলে তোমরা ওদের সহজেই ধরে ফেলতে পারবে।"

"আমরা ছেলেগুলোকে ধরব, না ওরা আমাদের ধরবে? ওদের সঙ্গে থাকবে একটা সাঙ্ঘাতিক কুকুর আর পেছনে নিশ্চয়ই সাদা পোশাকের পুলিশ।"

"না। মানে তোমরা বিশ্বাস করো।"

"বিশ্বাস করতাম। কিন্তু আমাদের নির্দেশ না নিয়েই যারা নিজের থেকে আমাদের ভাল কিছু করবার চেষ্টা করে তাদের আমরা বিশ্বাস করি না।"

করুণাবাবুর মুখ দিয়ে কথা সরল না আর।

"আমাদের কাগজপত্তর যা কিছু আছে দিয়ে দাও।"

"কিন্তু এখনও তো অনেক কাজ বাকি।"

"তোমার কাজ শেষ। এবার তোমার ছুটি।" বলেই একজন একটি ধারালো ছোরা করুণাবাবুর পেটে ঠেকিয়ে ধরল, আর একজন হাতড়াতে লাগল ঘরময়।

কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর কাগজগুলো বার করল ওরা। তারপর যাওয়ার জন্য তৈরি হল।

করুণাবাবু বললেন, "তোমরা এইরকম শয়তান জানলে অনেক আগেই আমি পুলিশকে সব জানাতাম।"

যে লোকটা করুণাবাবুর পেটে ছুরি ধরেছিল সে বলল, "তাতেও কোন লাভ হত না চাঁদু। আমরা দু'জন ধরা পড়লে আর দু'জন এসে তোমার

ভুঁড়িটা ঠিক এমনি-এমনি করে ফাঁসিয়ে দিত। বলেই যা করল সে-দৃশ্য আর দেখা গেল না।

যন্ত্রণায় চিৎকার করে রক্তাক্ত কলেবরে মেঝেয় লুটিয়ে পড়লেন করুণাবাবু।

বিলু আর ভোম্বল এতক্ষণ সিঁড়ির আড়াল থেকে সব কিছু দেখছিল। এখন এই মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে শিউরে উঠল ওরা। আসলে পঞ্চু না থাকায় এবং ওরা নিরস্ত্র হওয়ায় প্রতিরোধ করতে পারেনি। ভাগ্যে ওরা পেছনদিক দিয়ে ছাদে উঠে এসেছিল, তাই তো সব কিছু দেখতে-শুনতে পেল। ওরা বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই 'সাব্বাশ গুরু' কথাটা কানে এসেছিল ওদের। আর তখনই মনের মধ্যে সন্দেহ নিয়ে বাড়ির পাশের লাইটপোস্ট বেয়ে ছাদে উঠেছিল। ভাগ্যে বুদ্ধি করে এসেছিল, না হলে সবই রহস্যে ঢাকা থাকত।

এইসব দেখেশুনে বিলু ভোম্বলকে বলল, "তুই এক কাজ কর ভোম্বল, চুপিচুপি থানায় চলে যা। পুলিশকে খবরটা দে। আমি ওদের পিছু নিই। ভাগ্যে থাকলে বাবলু উদ্ধার আজই হবে।"

ভোম্বল বলল, "তুই বরং থানায় যা বিলু। আমি ওদের পিছু নিই। খালি গা হয়ে হাফ প্যান্ট পরে এমনভাবে রাস্তা দিয়ে যাব যে, ওরা আমাকে পেটমোটা মাথামোটা একটা বোগাস মনে করবে।"

বিলু হঠাৎ হিস্‌স করে উঠল।

ভোম্বল চোখ দুটো বড়-বড় করে বলল, "সর্বনাশ। ওরা যে এইদিকেই আসছে।"

"লুকিয়ে পড়। শিগ্‌গির।"

"কিন্তু লুকবো কোথায়, ন্যাড়া ছাদ।"

"তা হলে চুপ করে শুয়ে পড় একপাশে।"

ওরা তাই করল, সিঁড়ির আড়াল থেকে সরে এসে ছাদের গায়ে যেসব গাছের ডালপালাগুলো ঝুঁকে ছিল তারই ফাঁকে-ফাঁকে লুকিয়ে পড়ল ওরা। কিন্তু কেন যে লোক দুটো ওপরে আসছে কিছু ভেবে পেল না। সামনের দরজাটা খুলেও চলে যেতে পারত। আসলে ওরা বোধ হয় দরজায় খিল দিয়ে পেছনদিক দিয়ে পালাতে চায়। যাতে পচে গন্ধ না

ওঠা পর্যন্ত করুণাবাবুর মৃত্যুটা কেউ টের না পায়। কী শয়তান!

যাই হোক, লোক দুটি ধীরে-ধীরে চুপিসারে উঠে আসছে ওপরে। আবছা অন্ধকারে এখন আর ওদের মুখ চেনা যাচ্ছে না।

একজন লাইটপোস্ট ধরে নেমে যেতেই আর একজন নামতে গেল। যেই না পেছন ফিরে নামবার চেষ্টা করা অমনই ভোম্বল করল কি বিলুকে না জানিয়েই মারল তাকে এক লাথি। লাথির ঘায়ে লোকটা ডিগবাজি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল ড্রেনের ভেতর।

যে লোকটা আগে নেমেছিল সে বলল, "কী হল রে বোতল? পড়লি কী করে?"

বোতলের মুখ দিয়ে 'রা' সরল না। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "জানি না। মনে হল পেছনদিক থেকে কে যেন লা-লাথি মারল।"

"তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে? এখানে কে আছে যে, লাথি মারবে তোকে?"

"তুই বিশ্বাস কর শিশি। সত্যিই লাথি মেরেছে।"

শিশি বলল, "হুঁ। তোকে তা হলে ভূতে লাথি মেরেছে।"

বিলু আর ভোম্বল ছাদের ওপর থেকে ঝুঁকে পড়ে মজা দেখছিল তখন। ওরা এবার আরও মজা করবার জন্য নাকিসুরে বলল, "হ্যাঁ। ওঁ ঠিক কঁথাই বঁলেছে। আঁমরাই মেরেছি।"

শিশি ঘাবড়ে গিয়ে ওপরদিকে তাকিয়ে বলল, "কে! কে তোমরা!"

"আঁমরা ভূঁত। দেঁখবি আঁমরা আঁছি কিঁনা? এঁই দেঁখ।" বলেই একটা আধলা ইঁট ছাদের ওপর থেকে টুপ করে ফেলে দিল লোকটার মাথায়।

চোখে সরষেফুল দেখে মাথায় হাত দিয়ে 'বাবা রে' বলে বসে পড়ল শিশি।

বিলু আর ভোম্বল চটপট লাইটপোস্টটা ধরে নীচে নেমে পড়ে বলল, "তোরাই বলতে পারবি আমাদের বাবলুর খবর। বল, কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস তাকে?"

যে লোকটাকে লাথি মেরে ফেলে দেওয়া হয়েছিল, অর্থাৎ কিনা যার

নাম বোতল, সে একবার উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল এবার। কিন্তু পারল না। তার ডান পায়ের হাড়টা ভেঙে চামড়া ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে।

শিশির মাথায় ইট পড়েছিল। রক্তে ভেসে যাচ্ছে ওর সারা শরীর। সেও কথা বলতে পারছে না ভালভাবে। কে জানে ইট পড়ার দরুন লোকটার ভেতরে-ভেতরে 'ইন্টারন্যাল হ্যামারেজ' হয়ে গেছে কিনা। তবু সে অতিকষ্টে বলল, "বলছি। আমাকে একটু জল খাওয়াতে পারো ?"

ভোম্বল বলল, "আগে বল বাবলু কোথায় ? তারপরে অন্য কথা।"

শিশি কী যেন বলতে গেল। কিন্তু বলতে গিয়েও বলতে না পেরে জ্ঞান হারাল।

বোতল বলল, "তোমাদের বাবলুকে আমরাই নিয়ে গেছি ভাই।"

"কোথায় ? সদর বক্সী লেনে ?"

"না না। ওখানে কেন ? ওখানে আমাদের কোনও কিছু নেই।"

"কিন্তু তোমাদের একজন লোক তো সকালবেলা আমাদের ওইখানে নিয়ে যেতে চেয়েছিল।"

"ও, ভোঁদড়া বুঝি ? ওখানে ওর এক ভাই থাকে।"

ভোম্বল বলল, "বেশ, তা হলে বলেই ফেলো বাবলু কোথায় ?"

"বাবলুকে পেতে হলে তোমরা চলে যাও মৌড়িগ্রামে। পাঁচতারা বাড়ি।"

"ঠিক তো ?"

"সত্যি বলছি।"

"যদি মিথ্যে হয় ?"

বোতল আর কথা বলতে পারল না। সেও যেন নেতিয়ে পড়তে লাগল ক্রমশ।

বিলু আর ভোম্বল তখন ওদের দু'জনের পকেট হাতড়ে কাগজপত্তর যা কিছু ছিল সব বার করে নিল। পকেট হাতড়ে একটি রিভলভার ও একটি ছোরাও পেল। সব কিছু নিয়ে বিলু বলল, "বাছাধনরা, এবার একটু শান্তিতে বিশ্রাম করো তোমরা। করুণাবাবুর হত্যাকারী এবং ভোঁদড় হত্যার জন্য তোমাদের দু'জনেরই ব্যবস্থা করে দিচ্ছি এখনই।

আগে গিয়ে পুলিশে খবর দিই।"

বোতল আতঙ্কিত হয়ে বলল, "পু-পু-পুলিশ।"

"হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ। পুলিশ।"

বোতলও জ্ঞান হারাল।

বিলু, ভোম্বল সেই অন্ধকারের ঘোঁজ থেকে বেরিয়ে গলিতে এসে পড়ল। তারপর দ্রুতপায়ে এগিয়ে চলল বড় রাস্তার দিকে।

চারদিকে ঘুটঘুট করছে অন্ধকার।

উঃ। কী লোডশেডিং রে বাবা!

ওরা গলির মুখ থেকে যেই না বেরোতে যাবে অমনই দেখল একটা পুলিশের গাড়ি সেখানে ঢুকছে। আর সেই গাড়ির ভেতর থেকেই শোনা যাচ্ছে পঞ্চুর গলা। অর্থাৎ পঞ্চু দেখতে পেয়েছে ওদের।

গাড়ি থামতেই বাচ্চু, বিচ্ছু আর পঞ্চু নেমে এল গাড়ি থেকে।

দারোগাবাবুও নামলেন। বললেন, "কী ব্যাপার তোমাদের ? সেই যে বিকেলবেলা ভদ্রলোকের সঙ্গে তোমরা এলে তারপর আর কোনও সাড়াশব্দ নেই। আমি তো রীতিমতো ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।"

"ভয় পাওয়ার মতো ঘটনাই হয়ে গিয়েছিল সার। দারুণ অঘটন ঘটে গেছে এখানে।"

"কীরকম!"

বিলু, ভোম্বল সব কথা খুলে বলল। শুধু চেপে গেল মৌড়িগ্রামের কথা। আর দুষ্কৃতীদের কাছ থেকে উদ্ধার করা কাগজগুলোর কথা। শুধু ছোরা আর রিভলভারটা দারোগাবাবুর হাতে জমা দিয়ে ওরা সকলকে নিয়ে গেল করুণাবাবুর বাড়িতে। সেখানে করুণাবাবুর রক্তাপ্লুত মৃতদেহটা পড়ে ছিল। বাড়ির পেছনদিক থেকে আহত শিশি-বোতলকে উদ্ধার করে গ্রেফতার করা হল।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু ও পঞ্চু পুলিশের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এল এবার।

গলি থেকে রাজপথে এসেই দুটো রিকশা নিল ওরা।

একবার বাড়ি যেতে হবে। তারপর দু'-পাঁচ মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে

চলে যাবে মৌড়িগ্রামে। দেখাই যাক, পাঁচতারা বাড়ি থেকে বাবলুকে উদ্ধার করা যায় কিনা।

॥ ৪ ॥

ওরা যে যার বাড়িতে এসে সর্বাগ্রে পেট ভরে খেয়ে নিল। তারপর সবাই চলে এল বিলুদের বাড়ি। ওখানে বিলুর ঘরের দরজা বন্ধ করে শিশি ও বোতলের কাছ থেকে উদ্ধার করা কাগজপত্তরগুলো পড়তে বসল সবাই। মিত্তিরদের বাগানের একটা বড় ম্যাপ, জেরক্স করা একটা দলিলের কপি, এ ছাড়া টুকরো প্লটের কতকগুলো নকশাও ওরা পেয়ে গেল। আর পেল কয়েকটা চিঠি। যা ওদের খুবই কাজে লাগল।

প্রথম চিঠির এক কোণে লেখা ছিল 'পচম্বা'। কী তার মানে, কে জানে? তারপর লেখা আছে কয়েকটি ছত্র "না। আমি এর ভেতরে নেই। তা ছাড়া ঈশ্বরের কৃপায় অর্থেরও অভাব নেই আমার। আর আমাদের পৈতৃক সম্পত্তি ওই বাগানের ওপরও আমার লোভ নেই। অতএব কেন আমি ওইসব জালিয়াতির মধ্যে যাব?"

দ্বিতীয় চিঠিতেও লেখা আছে 'পচম্বা/গিরিডি।'

পচম্বা তা হলে কোনও জায়গার নাম। চিঠিটা এই—

"আবার তোমরা আমাকে বিরক্ত করছ? আমি তো বারবার বলেছি ওই জমি আমার একার বিক্রি করবার অধিকার নেই। আমাদের দশজন শরিকের একমাত্র আমি ছাড়া সবাই ভারতের বাইরে থাকে। তা ছাড়া পাণ্ডব গোয়েন্দারা তো ওইখানে ঘাঁটি করে খুব ভাল কাজ করছে। বাগানটার দেখাশোনা করছে। যত্ন নিচ্ছে। বাজে আড্ডা হতে দিচ্ছে না। অযথা ওদের উৎখাত করে লাভ কী? ওই বাগান এখন ওদেরই হওয়া উচিত।"

তৃতীয় চিঠি—"হ্যাঁ। আমি দলিল দেব। আসল দলিল আমার কাছেই আছে। আমার সর্বস্ব দেব। শুধু দয়া করে আমার কাননকে তোমরা ফিরিয়ে দাও। ও আমার বড় আদরের মেয়ে। আমার একমাত্র সন্তান। তোমরা ওই জমি নিয়ে জালিয়াতি করো, যা খুশি করো, আমি বাধা দেব না। শুধু আমার মেয়েকে ফিরিয়ে দাও। ওর মা

মৃত্যুশয্যায়।"

চতুর্থ চিঠি—"আমি কথা দিচ্ছি পুলিশকে জানাব না। তোমরা যাকে-যাকে দাঁড় করাবে আমি তাদের প্রত্যেককেই আমার আত্মীয় বলে মেনে নেব। এবং নিজেও ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে দাঁড়িয়ে সই দেব। এর বিনিময়ে কোনও অর্থই আমি চাইব না। শুধু আমার মেয়েকে ফেরত পেলে পচম্বার বাস তুলে দিয়ে আমার ছোট ভাইয়ের কাছে রেঙ্গুনে চলে যাব।"

পঞ্চম চিঠি—"স্টেশনের কাছেই পাঁচতারা বাড়ি? অবশ্যই যাব। যা করবার তাড়াতাড়ি করবে। ভয় নেই। আমি একাই যাব। আমার কানন ভাল আছে তো?"

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই ঝুঁকে পড়ে চিঠিগুলো পড়ছিল এতক্ষণ, এবার সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল।

বিলু বলল, "গো অ্যাহেড। চলো সব।"

ওরা প্রয়োজনীয় সব কিছু সঙ্গে নিল। টর্চ থেকে আরম্ভ করে আংটায় বাঁধা দড়ি, ছোরাছুরি সব। এমনকী দেশলাই, মোমবাতি, টর্চও। তারপর পঞ্চুকে নিয়ে রিকশায় চেপে একেবারে রামরাজাতলায়। সেখান থেকে লোক্যাল ট্রেনে মৌড়িগ্রাম।

চারদিকে ঘুটঘুট করছে অন্ধকার।

তবু ওরা এগিয়ে চলল। কিন্তু পাঁচতারা বাড়ি? সেটা কোনদিকে?

ওরা যখন অন্ধকারে এলোমেলোভাবে এদিক-সেদিক ঘুরছে তেমন সময় বাচ্চু বলল, "বিলুদা একটা জিনিস লক্ষ করেছ?"

"কী জিনিস?"

"আমরা ট্রেন থেকে নামার পরই একজন লুঙ্গিপরা ডাকাতের মতো চেহারার লোক খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে দেখছিল।"

বিলু উৎসাহিত হয়ে বলল, "তাই নাকি? বলবি তো তখন।"

"বাঃ রে। তখন কি বলা যায়? যদি শত্রুপক্ষেরই কেউ হয় তাহলে সন্দেহ করবে না? তা ছাড়া আমরা তো বেশিদূর আসিনি। ওই—ওই দেখো, বিড়ি খাচ্ছে লোকটা। আর একজন লোকও এসে ওর পাশে দাঁড়িয়ে চারদিকে কী যেন খুঁজছে।"

বিলু বলল, "তোরা এইখানেই ঘাপটি মেরে থাক। আমি চুপিচুপি পঞ্চুকে নিয়ে ওদের ওপর একটু নজরদারি করে আসি।" এই বলে অতি সন্তর্পণে এগিয়ে চলল বিলু।

এখানে বড় রাস্তার পাশেই ধানখেত।

ওরা লোক দুটের কাছাকাছি গিয়ে অন্ধকারে ধানখেতে নেমে কান পেতে শুনতে লাগল সব।

একজন বলল, "আমি বলেছি এরা তারাই।"

আর-একজন বলল, "কখনও না। তুমি ভেবে দেখো, এরা যদি তারাই হবে তা হলে শিশি আর বোতলও তো থাকবে ওদের সঙ্গে? কিন্তু কোথায় তারা? ওরা না থাকলে এরা মৌড়িগ্রামের খবর জানবে কী করে?"

"আমি কিন্তু অন্যরকম ভাবছি। করুণাবাবুর দিকে নজর রাখতে গিয়ে ওরা কোনও বিপদে পড়ে গেল না তো?"

"করুণাবাবুর দিকে নজর রাখবে কেন?"

"তুমি জানো না? শিশি আমায় ফোন করে বলেছে আজ দুপুরে করুণাবাবু নাকি থানায় গিয়েছিল। ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমি অবশ্য ওদের বলেই দিয়েছি, যদি কোনওরকম উলটোপালটা বোঝো, তা হলে শত্রুর শেষ রেখো না।"

"সে কী!"

"তাই ভাবছি ওইখানেই কোনও গোলমাল হয়ে গেল না তো?"

"তুমি খেপেছ? যারা প্রকাশ্য দিবালোকে থানার সামনে একজন লোককে গুলি করে মেরে ফেলতে পারে তারা পড়বে বিপদে? আর-একটু অপেক্ষা করো, ওরা ঠিকই এসে পড়বে।"

"দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে পা যে ব্যথা হয়ে গেল আমার!"

"তবে আমার কিন্তু মাথায় আসছে না ডেভিড কার বুদ্ধিতে এমন কাঁচা কাজটা করতে গেল। জমি নিয়ে জালিয়াতি যা হওয়ার তা হচ্ছিল। এখন ওই ছেলেটাকে তুলে আনার কুবুদ্ধি কে দিল? সামান্য একটা ব্যাপারে পুলিশি ঝামেলায় পড়ে গেলাম আমরা। শুধু তাই নয়, নিজেদের দলের লোকও একটা মার্ডার হয়ে গেল। কী লাভ হল?"

অন্য লোকটা বলল, "কাঁচা কাজ মোটেই করেনি ডেভিড। যা করেছে আমার পরামর্শেই করেছে। ছেলেটাকে ধরে এনে ঘা কতক দিতেই ও কবুল করেছে আর কখনও ওই বাগানে ঢুকবে না ওরা। এখন বাকিগুলোকে পেলেই কেল্লা ফতে। মেয়ে দুটোকে নিয়ে ঝামেলা হবে না। কুকুরটাকেও কাজে লাগাব আমাদের। আর পুলিশ যাতে খুব বেশি পেছনে না লাগে সে-ব্যবস্থাও করেছি। নোটের বাণ্ডিলগুলো সিন্দুকে ঠাসা আছে। শুধু পকেটে গুঁজে দেওয়ার অপেক্ষা।"

"তুমি একটা বুদ্ধু, তাই এই কথা বলছ।"

"খবরদার রুহিতন। আমার সঙ্গে এইভাবে কথা বলবে না।"

রুহিতন বলল, "কেন বলব না? নেহাত তোমার মতিচ্ছন্ন হয়েছে তাই এইসব দুর্বুদ্ধি চাপছে তোমার মাথায়। পুলিশকে ঘুষ দিয়ে তুমি 'পাণ্ডব গোয়েন্দা' হরণ করবে? জষ্টি মাসের দুপুরবেলা তুমি চাঁদ দেখতে চাও, তাই না?"

"আবার, আমি সাবধান করে দিচ্ছি, আমাকে জ্ঞান দিতে আসবে না।"

রুহিতন ধমক খেয়ে চুপ করে গেল।

ইতিমধ্যে আরও কয়েকটি ট্রেন এল গেল। ওরা কাউকেই দেখতে না পেয়ে হাল ছেড়ে দিয়ে ফিরে চলল নিজেদের ডেরার দিকে।

বিলু পঞ্চুর পিঠ চাপড়ে ইশারায় ওকে এগোতে বলে নিজে চলে এল ভোম্বল, বাচ্চু ও বিচ্ছুর কাছে।

বিলুকে দেখেই ভোম্বল বলল, "কী রে! কোনও হদিস পেলি?"

"পেলুম বইকী। একেবারে ঠিক জায়গাতেই এসে পড়েছি।"

"পঞ্চু কই?"

"পঞ্চু ওদের পিছু নিয়েছে। ও এলেই আমরা রওনা হব।"

বেশ কিছুক্ষণ পরে পঞ্চু ছুটতে-ছুটতে এসে হাজির হল ওদের কাছে। তারপর ওর ভাষায় কুঁই-কুঁই করে ওর সঙ্গে যাওয়ার জন্য সংকেত করতে লাগল।

ওরা নিঃশব্দে অনুসরণ করল পঞ্চুকে।

সামান্য একটু এগিয়েই ওরা দেখতে পেল সেই বাড়িটা।

সাবেককালের পুরনো বাড়ি। বাড়ির মাথায় ছোট্ট বিন্দুর মতো পাঁচটি তারার (টুনি আলো) সংকেত। কিন্তু এই লোডশেডিংয়েও ওই আলো ওখানে জ্বলছে কী করে? জেনারেটরের শব্দ তো শোনা যাচ্ছে না। তবে কি ব্যাটারিতে?

বিলুরা পাঁচিল-ঘেরা সেই মস্ত পাঁচতারা বাড়ির একপাশে দাঁড়িয়ে অন্ধকারে লুকিয়ে রইল।

লোহার গেটটা ভেতর থেকে বন্ধ।

ওদের কাছে আংটা লাগানো নাইলনের দড়িটা ছিল। সেটা ছুড়ে গেটের মাথায় আটকে ভোম্বল চড়চড় করে উঠে পড়ল ওপরে। তারপর চারদিক বেশ ভাল করে দেখে ওই দড়িটা তুলে নিয়ে ওপাশে ঝুলিয়ে দিয়েই টুক করে নেমে পড়ল। গেটে তালা নেই। মোটা ছিটকিনি আঁটা। সেটা খুলে গেটটা একটু ফাঁক করতেই বিলু, বাচ্চু, বিচ্ছু ও পঞ্চু ঢুকে পড়ল ভেতরে। তারপর আবার সেটা আলতো করে ভেজিয়ে পা টিপে-টিপে এগোতে লাগল বাড়ির দিকে।

খানিকটা বাগান পেরিয়ে তবেই বাড়ির কাছে যাওয়া যায়। বাগানে নানারকমের গাছ। টগর, চাঁপা, করবী, ম্যাগ্‌নোলিয়া, কত কী। জায়গাটা শত্রুপুরী হলেও লুকোবার পক্ষে ভাল। কিন্তু এখন কথা হল, শুধু বাগানে ঢুকলেই তো হবে না, এর ভেতরে ঢুকে বাবলুর কাছে যাওয়া যায় কী করে?

বিলু বলল, "বাচ্চু, বিচ্ছু এখানেই একটা চাঁপা গাছের ডালে উঠে পাতার আড়ালে লুকিয়ে থাকুক। পঞ্চু লুকিয়ে থাকুক যে-কোনও একটা গাছের আড়ালে। আমরা দু'জনে দরজা খোলা না পেলে পাইপ বেয়ে ছাদে উঠে ভেতরে ঢুকব।"

এই বলে বিলু আর ভোম্বল চুপিচুপি এগিয়ে গিয়ে দরজাটা একবার ঠেলে দেখল। কিন্তু না। সেটা ভেতর থেকেই বন্ধ।

ওরা তখন সেই আলো-আঁধারেই পাইপ বেয়ে কার্নিশ ধরে ওঠা শুরু করল।

চারদিকে লোডশেডিং হলেও এই বাড়িতে তখন মিটমিট করে আলো জ্বলছে।

যাই হোক, ওরা ওপরে ওঠার মুখে হঠাৎ একটি ঘরের ভেতর কয়েকজনের গলা শুনতে পেল। ওরা কান খাড়া করে চুপচাপ কার্নিশে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে সব শুনতে লাগল।

একজন বলছে, "আসলে আমার মনে হয় ছেলেমেয়েগুলোকে ওরা কব্জা করতে পারেনি।"

রুহিতন বলল, "তবে ডেভিড, আমি কিন্তু এখনও বলছি তোমরা এক সর্বনাশা খেলায় মেতে উঠেছ। ভাল চাও তো এখনও ছেলেটাকে ছেড়ে দাও। ওদের গায়ে হাত দেওয়া মানেই মৌচাকে ঢিল ছোড়া।"

ডেভিড বলল, "শোনো রুহিতন, তুমি যা বলছ তা ঠিকই। ছেলেমেয়েগুলোর ব্যাপারে আমিই খুব ভালভাবে খোঁজ নিয়েছি। এবং সেইজন্যই বলছি ওদের না আটকে ওই জমির দখল নেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।"

"কিন্তু এখনও কি এই ব্যাপারটাকে তোমরা খুব সহজ কাজ বলে মনে করছ? ওদের আটক করে তোমরা যাবে ওই জমি প্লট করে বেচতে?"

"আমরাই যে ছেলেটাকে চুরি করেছি তার কোনও প্রমাণ আছে?"

"আছে বইকী। করুণাবাবু নিশ্চয়ই থানায় দারোগাবাবুর কাছে চিকেন বিরিয়ানি খেতে যায়নি? তা ছাড়া আজ সকালে ভোঁদড়কে তোমরা খুন করলে। শিশি আর বোতলকে পাঠিয়েছ করুণাবাবুর বেচাল দেখলে তাকে খতম করতে। শুধু তাই নয়, শিশি বোতলকে নির্দেশ দিয়েছ বাকি ছেলেমেয়েগুলোকেও ধরে আনতে। এবং আরও বিপজ্জনক ব্যাপার এই যে ওদের মতো করিৎকর্মা লোকেরা এখনও ফিরল না। তোমাদের দু'জনের খামখেয়ালিপনার জন্য আমরা সবাই ধরা পড়ব।"

ডেভিড চুপ করে ছিল।

অন্যজন বলল, "রুহিতন, ইদানীং তুমি কিন্তু একটু বেশি বুঝছ। তুমি কি জানো না এই ধরনের কাজে একটু বেশি ধরনের ঝুঁকি নিতে হয়? তা ছাড়া খুনটা কোনও ব্যাপারই নয়। ধূর্জটিবাবু জমিটা আমাকে বিক্রি করছেন। আমি ওই জমি দশ লাখ টাকায় কিনছি। যদিও টাকা দিতে হবে না। শুধু ডিড অব এগ্রিমেন্টেই টাকার কথা লেখা থাকবে। এবারে অন্য শরিকদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার লোকও আমি ঠিক করে

রেখেছি। জমিটা আমার নামে রেজিস্ট্রি হলেই আমি ওটাকে প্লট করে বেচবার অধিকার পাব। তবে ওই ছেলেমেয়েগুলোর সবক'টাকে হাতে পেলেই শুরু হবে আমাদের কাজ। মিঃ নায়ারের সঙ্গে আমাদের কন্ট্রাক্ট হয়ে গেছে। এক-একটা বিক্রি হবে বিশ হাজারে। মেয়ে দুটোকে বেচে দেব। আর ছেলে তিনটেকে পটাসিয়াম সায়ানাইড খাইয়ে ফেলে দেব সাঁতরাগাছির ঝিলে। কুকুরটাকে যেভাবেই হোক পোষ মানাব আমরা। যতই হোক, দেশি কুকুর। দু'বেলা পেট ভরে মাংস-ভাত খেতে পেলেই আমাদের পায়ে-পায়ে ঘুরবে। যা করতে বলব তাই করবে।"

"বাঃ! চমৎকার একটা প্ল্যান এঁটেছ তো গুরু। ওই কুকুর পোষ মানলে তো ব্যাঙ্কের লকার থেকেও গোছা-গোছা নোটের তাড়া নিয়ে এসে ও তোমাদের হাতে তুলে দেবে। আর তোমরা তাই পেয়ে ফুর্তি করবে। বাঃ বাঃ, বেশ।"

"তুমি কি বিদ্রূপ করছ আমাদের?"

"আরে না না। বুদ্ধির তারিফ করছি। শোনো ডেভিড, নিজেদের মৃত্যুর বীজ তোমরা নিজেরাই কিন্তু বপন করছ। এবং সেটা বেশ ভালভাবেই। এও জেনে রেখো, ওই কুকুর তোমাদের পোষ মানা দূরের কথা, দশ বছর বাদেও যদি ছাড়া পায় তো পুলিশে খবর দিয়ে তোমাদের হাতে হাতকড়া পরাবে।"

ডেভিড বলল, "তুমি আজকাল কুকুরের মনস্তত্ত্বও বুঝে ফেলেছ নাকি?"

"না, আমি আর কী বুঝব? বুঝবে তোমরা। তা ধূর্জটিবাবুর ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত নিয়েছ একবার শুনি।"

"আপাতত একটাই সিদ্ধান্তে এসেছি। আগামীকাল রেজিস্ট্রির ঝামেলাটা মিটে গেলে রাতের গাড়িতে ওদের চলে যেতে বলব। ওরা নিশ্চিন্ত হয়ে চলে যাবে। দানাপুর এক্সপ্রেসে গিরিডি কোচে রিজার্ভেশন করা আছে ওদের। মধুপুরে বগিটাকে যখন সান্টিংয়ে রাখা হবে তখন কিউল আর মোকামা একটা প্যানিক সৃষ্টি করবে। ধূর্জটিবাবু মারা যাবেন তাইতে। আর কানন পাচার হয়ে যাবে মিঃ নায়ারের কব্জায়।"

রুহিতন বলল, "ভাল পরিকল্পনা। তবে জেনে রাখো আমি আর এর

ভেতরে নেই।"

"রুহিতন!"

বিলু আর ভোম্বল পাইপ ধরে কার্নিশে দাঁড়িয়ে মন্ত্রমুগ্ধর মতো শুনছিল ওদের কথাবার্তা। এবার ভেতরের মানুষগুলোকে দেখবার জন্য খুব আস্তে জানলার খড়খড়িটা তুলে ধরল। দু'জনকে আগেই দেখেছিল বিলুরা। তবে অন্ধকারে। এখন আলোয় ভাল করে দেখল।

কী ভয়ঙ্কর মুখের গড়ন ডেভিডের। অনেকটা ওলের মতো লালমুখ।

ডেভিড বলল, "রুহিতন, তুমি না বললেও আমি জানতাম একদিন তুমি এই কথাই বলবে।"

ভোম্বল বিলুকে চাপা গলায় বলল, "সত্যি, বাবলুর মতো একটা পিস্তল যদি আমাদেরও হাতে থাকত রে।"

বিলু বলল, "চুপ চুপ। এখানে কথা বলিস না।"

কিন্তু কান হচ্ছে ডেভিডের।

এত আস্তে কথা বলা সত্ত্বেও শুনতে পেয়ে লাফিয়ে উঠল ডেভিড, "কে! কে কথা বলে ওখানে?" বলেই ছুটে এল জানলার ধারে।

বিলু আর ভোম্বল তখন দেওয়ালের সঙ্গে সেঁটে গিয়ে বসে পড়েছে।

ডেভিড ছুটে এসে এদিক-সেদিকে তাকিয়ে অনেক চেষ্টা করেও কাউকে দেখতে না পেয়ে ফিরে গেল। এমনিতেই আলো থেকে বাইরের অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না। তায় ওরা দেওয়ালে লেপ্‌টে ছিল।

একজন বলল, "ও কিছু না। ওখানে কে আসবে?"

রুহিতন বলল, "তোমরা এতটা নিশ্চিন্ত হোয়ো না। একটা কণ্ঠস্বর আমারও কানে এসেছে। ছাদে উঠে টর্চ ফেলে দেখো। যে কাজ করতে চলেছি আমরা, তাতে এই খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলোকেও উড়িয়ে দেওয়া যায় না।"

ডেভিড বলল, "এত ভয় তোমার?"

"তুমি ভুল করছ ডেভিড।"

অন্যজন বলল, "ভুল আমরা অনেক করেছি। তবে তোমাকে বাঁচিয়ে

রাখার মতো ভুল আমরা আর করব না। তুমি মৃত্যুর জন্য তৈরি হও রুহিতন। কিউল আর মোকামা একটু পরেই তোমার লাশটা হাই রোডের ধারে শুইয়ে দিয়ে আসবে। কাল দিনের আলোয় লোকে দেখবে একটা মাংসর তাল রাস্তায় পড়ে আছে।"

রুহিতন বলল, "তোমরা আমাকে ভুল বুঝো না। আমি তোমাদের...।"

'ডিস্যুম।' ডেভিড ততক্ষণে ট্রিগার টিপে দিয়েছে।

রুহিতন 'আঃ' করে লুটিয়ে পড়ল মেঝেয়।

ডেভিড একটা সুইচ টিপতেই দুটো ভয়ঙ্কর চেহারার লোক এসে দাঁড়াল।

ডেভিড বলল, "যাও এটাকে ছাদে রেখে এসো। রাত একটা নাগাদ ওকে শুইয়ে দিয়ে এসো হাই রোডের ওপর।"

ওরা রুহিতনকে নিয়ে চলে গেল।

বিলু আর ভোম্বল দেখল এই সুযোগ। ওরা একটুও কালক্ষেপ না করে পাইপ বেয়ে উঠে এল ছাদে। ছাদের দরজা ভেতর থেকেই বন্ধ। ওরা দরজার পাশে অন্ধকারে ঘাপটি মেরে রইল।

যে দু'জন লোক রুহিতনের লাশ বয়ে আনছিল ওদেরই নাম কিউল আর মোকামা। ওরা দরজা খুলে লাশ নিয়ে ছাদের মাঝখানে চলে যেতেই বিলু ভোম্বল টুক করে ঢুকে এল ভেতরে। তারপর আস্তে করে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে খিল এঁটে তরতর করে নেমে এল নীচে।

নীচে নেমেই বড় দরজাটা খুলে দিল।

দরজা খুলতেই ছুটে এল পঞ্চু।

সেইসঙ্গে গাছের ডাল থেকেও ঝুপঝাপ করে নেমে পড়ল বাচ্চু, বিচ্ছুও।

বিলু বলল, "না না। তোরা আসিস না। পঞ্চু বরং সঙ্গে থাকুক। তোরা একেবারে বাড়ির বাইরে অন্ধকারে লুকিয়ে থাক। যদি আমরা কোনও বিপদে পড়ি তোরা পালাতে পারবি। তা ছাড়া পুলিশের গাড়ি এলে দেখিয়ে দিবি বাড়িটা।"

বাচ্চু অবাক হয়ে বলল, "পুলিশের গাড়ি! কী করে আসবে? পুলিশ

কি জানে?"

"পুলিশকে জানাবার ব্যবস্থা এইখান থেকেই করছি। এখন বেশি কথা বলবার সময় নেই। যা বলছি কর।"

এদিকে ছাদের ওপর তখন দাপাদাপি লেগে গেছে। কিউল আর মোকামা তো ছাদের দরজা ভেঙে ফেলবার উপক্রম করছে। শুধু লাথির পর লাথি ছুটছে দরজার ওপর।

বিলুরাও ততক্ষণে নীচের তলায় ছুটোছুটি শুরু করে দিয়েছে। বাবলু কোথায়? কোথায় বাবলু?

এমন সময় ওদের দেখে একটা ওড়িয়া চাকর ছুটে এল।

বিলু বলল, "এই, বাবলু কোথায়? কোথায় রেখেছিস তাকে?"

চাকরটা বলল, "তোমরা আবার কে?"

ভোম্বল গায়ের জোরে ওর বুকে একটা ঘুষি মেরে বলল, "কে তা পরে বুঝবি। আগে বল কোন ঘরে রেখেছিস?"

চাকরটা মার খেয়ে হাউমাউ করে বলল, "আই বপালো। মরি গলারে...।"

ততক্ষণে ওর মুখের ওপর আর-এক ঘুষি।

চাকরটি 'বাবারে মারে' করে দেওয়ালের হুক থেকে একটা চাবি নিয়ে পাশের একটি ঘরের দরজা খুলে দিতেই দেখা গেল ঘরের মেঝেয় দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছে বাবলু।

বাবলু ওদের দেখেই লাফিয়ে উঠল, "আরে! বিলু, ভোম্বল!"

"বেরিয়ে আয়। কুইক!"

বাবলু বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

তারপর সেই চাকরটাকে ধরে এক ধাক্কায় ঘরে ঢুকিয়ে শিকল তুলে দিল।

বিলু বলল, "এবার দেখতে হবে ধূর্জটিবাবু কোথায় আছেন।"

এই বলে ওরা সব ঘরে ঢুকে দেখল। না, নেই। তার মানে উনি ওপরের ঘরেই আছেন।

ওরা একটুও দেরি না করে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল।

ওরা যখন ওপরে অর্থাৎ দোতলায় উঠল তখন দেখল ছাদের সিঁড়ির

কাছে দরজার সামনে তুলকালাম কাণ্ড হচ্ছে।

কিউল আর মোকামা ভেঙে ফেলেছে দরজা।

ডেভিডও গিয়ে দাঁড়িয়েছে সেখানে। তার পাশে অন্য লোকটা।

ভালই হল। দোতলাটা অন্তত দু'-পাঁচ মিনিটের মতো বিপন্মুক্ত।

কিউল চিৎকার করে বলছে, "বেইমান, বিশ্বাসঘাতক। রুহিতনকে মেরে আমাদেরও মারবার তাল করেছিলি তোরা।"

ডেভিড বলল, "তোরা আমাদের ভুল বুঝিস না। বিশ্বাস কর, ওরকম কোনও মতলব মনের কোণেও উঁকি দেয়নি আমাদের।"

মোকামা বলল, "তা হলে ছাদের দরজায় কেন খিল এঁটে দিয়েছিলি বল?"

"আমরা নয়।"

"তা হলে কি ভূতে?"

"ভাই, তোরা বিশ্বাস কর। এ নিশ্চয়ই চাকরটার কাজ। কোন সময়ে উঠেছিল বন্ধ করে নেমে গেছে।"

মোকামা তখন অন্য লোকটার পেটে একটা লাথি মেরে বলল, "মিথ্যে কথা বলবার জায়গা পাসনি? আমরা দু-দু'জনে যখন ছাদে উঠলুম তখন কেউ ছিল না এখানে। যেই আমরা উঠলুম অমনই দরজায় খিল পড়ল।"

"তা হলেই বোঝ!"

কিউল বলল, "বোঝাবুঝির কিছু নেই। তোদের চালাকি আমরা ধরে ফেলেছি। একটার পর একটা বদ বুদ্ধি খাটিয়ে ভোঁদড়াকে মারলি, রুহিতনকে মারলি, এবার আমাদের সঙ্গে ধান্দাবাজি। শিশি আর বোতলকে কোথায় পাঠিয়েছিস বল? নাহলে তোদের দুটোকেই শেষ করব।"

বাবলু, বিলু আর ভোম্বল আনন্দে নেচে উঠল।

বাবলু বলল, "খেলা জমেছে ভাল।"

বিলু বলল, "আমরা তো ছাদ দিয়ে নেমেছি। নামবার সময় আমরাই খিল দিয়েছি। এখন মরুক ওরা মারামারি করে। আমরা ততক্ষণে দেখি কোনওরকমে থানায় একটা ফোন করা যায় কিনা।"

এই বলে পাশের ঘরে, মানে যে-ঘরে ডেভিডরা একটু আগে বসে-বসে কথাবার্তা বলছিল, সেই ঘরে ওরা ঢুকে পড়ল। ঘরের এক কোণে টেবিলের ওপর টেলিফোন ছিল। বাবলু সেখানে গিয়ে ডায়াল ঘুরিয়েই ফোন করল, "হ্যালো...হ্যালো পুলিশ স্টেশন...।"

ওপরের কথা-কাটাকাটি সঙ্গে-সঙ্গে থেমে গেল।

ডেভিড বলল, "কে? কে যেন পুলিশে ফোন করছে মনে হল। নিশ্চয়ই বাইরের কেউ ঢুকে পড়েছে এর ভেতর।"

কিউল আর মোকামা বলল, "যাঃ বাবা! এতক্ষণ তা হলে ভুল বুঝে অযথা আমরা নিজেদের মধ্যেই মারামারি করে মরলাম। চল তো দেখি কোথায় কে?" এই বলে যেই না ওরা ছাদের সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে যাবে অমনই পঞ্চু বিকট চিৎকার করে তেড়ে গেল তাদের দিকে।

কিউল, মোকামা আর ডেভিড পঞ্চুর তাড়া খেয়ে ছাদে উঠে পড়ল। কিন্তু উঠলে কী হবে! ছাদের দরজা যে বন্ধ করবে সে উপায়ও নেই। কেননা দরজাটা আগেই ভেঙে ফেলেছিল ওরা।

এদেরই ভেতর থেকে অন্য লোকটা পঞ্চুকে টপকে লাফিয়ে পড়ল সিঁড়ি থেকে। তার হাতে তখন দোনলা একটা রিভলভার। তবে সেই রিভলভার তাগ করবার সময় আর পেল না সে। এক জায়গায় একটা পিতলের ফুলদানি ছিল, ভোম্বল চোখের পলকে সেটা তুলে নিয়ে ছুড়ে মারল তার মুখে। হাত থেকে রিভলভার খসে পড়ল তার। দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়ল সে।

এই সুযোগে বাবলু কুড়িয়ে নিল রিভলভারটা।

লোকটা চেঁচিয়ে বলল, "ওর ভেতরে গুলি পোরা আছে। সাবধান!"

বাবলু বলল, "কাকে সাবধান করছ? থাকুক না গুলি পোরা। ওটা তো এখন আমার হাতে। আর এসব আমি খুব ভালভাবেই চালাতে পারি। যদি বাঁচতে চাও তো ঢোকো ঘরের ভেতর। ঢোকো।"

বাবলু বলার সঙ্গে-সঙ্গেই লোকটা লাফিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে দরজায় খিল দিল।

বিলু অমনই টপ করে তুলে দিল শিকলটা।

বাবলুরা লোকটাকে শিকলবন্দী করে দেখল সিঁড়ির ওপারে একেবারে শেষ ঘরখানির জানলায় এক সুশ্রী কিশোরীর মুখ উঁকি দিচ্ছে। তার চোখ দুটি জলে ভরা। সে এতক্ষণ অবাক বিস্ময়ে সব কিছু চেয়ে-চেয়ে দেখছিল। এবার চোখে চোখ পড়তেই বলল, "এই তোমরা কারা ভাই? আমাদের ঘরের দরজাটা খুলে দেবে? এই শয়তানগুলো আমাদের এখানে আটকে রেখেছে।"

বিলু আর ভোম্বল ছুটে গিয়ে দরজাটা খুলে দিতেই মেয়েটি বেরিয়ে এল।

বিলু বলল, "তোমার নামই কি কানন?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। কিন্তু তোমরা কী করে আমার নাম জানলে?"

"আমরা পাণ্ডব গোয়েন্দা। আমরা জানতে পেরেছি তোমরা এখানে আছ।"

"আমিও মনে-মনে সেইরকমই ভাবছিলাম। তোমরা ছাড়া এমন সাহসী কে হবে? আমাদের বাগানটা তো এখন বলতে গেলে তোমাদেরই।"

"কিন্তু তোমার বাবা কই?"

"উনি ভেতরে আছেন। খুব অসুস্থ। তা আমরা এখান থেকে বার হব কী করে ভাই?"

"সেজন্য কোনও চিন্তা নেই। পুলিশে ফোন করে দিয়েছি। তা ছাড়া আমরা তো আছি।"

ওদিকে তখন ঘেউ-ঘেউ করে পঞ্চু বাড়ি মাথায় করে তুলেছে। কিউল, মোকামা আর ডেভিডকে আঁচড়ে কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করে ছাদময় ছোটাচ্ছে তখন।

এরই মধ্যে মোকামাটা ডিগবাজি খেয়ে একসময় সিঁড়ির মুখে লাফিয়ে পড়ে তরতর করে নেমে এল বারান্দায়।

বাবলু, বিলু আর ভোম্বল তখন ওর অবস্থা দেখেই শুরু করল নাচ।

মোকামা রুদ্রমূর্তিতে ওদের দিকে এগোতেই রিভলভার তাগ করল বাবলু।

অন্য লোকটা তখন ঘরের জানলা থেকে চেঁচাচ্ছে, "ওর হাত থেকে

রিভলভারটা কেড়ে নে মোকামা। ও মহা বিচ্ছু। এখনই হয়তো গুলি করে দেবে।"

তাই না শুনেই মোকামা ঝাঁপিয়ে পড়ল বাবলুর ওপর।

বাবলুও সঙ্গে-সঙ্গে ট্রিগার টিপে দিল।

'গুড়ুম' করে একটা শব্দ। তারপরই মোকামার দেহটা বারাউনি প্যাসেঞ্জারের ব্রেক কষার মতো পড়ে গেল নীচে নামবার সিঁড়ির মুখে।

একটু পরে পুলিশও এসে গেল। গাড়িভর্তি পুলিশ। বাচ্চু, বিচ্ছু বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল। তারাই বাড়ি দেখিয়ে পুলিশকে ডেকে আনল ভেতরে।

পুলিশ এসেই কিউল, ডেভিড আর বন্দী লোকটার হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিল। বিলু আর ভোম্বল সব কথা খুলে বলল পুলিশকে।

বাবলু বলল, "বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু আর বিচ্ছুর জন্যই আমি মুক্তি পেলাম। আর পঞ্চুর কৃতিত্বটাও কম নয়! ও না থাকলে তো সবাই অক্ষম আমরা। ওকে ছাড়া ওই দুর্দান্ত প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়া সম্ভবই হত না।"

কানন বলল, "সত্যি, তোমাদের নামই শুধু এতদিন শুনেছিলাম আমি। কিন্তু চোখে তো দেখিনি। তোমাদের ঋণ আমি শোধ করতে পারব না ভাই। এখন আমার বাবার জন্য একটু কিছু করো। খুব অসুস্থ উনি।"

বাবলু বলল, "ভয় নেই। তোমার বাবাকে নিয়ে আমাদের বাড়ি চলে এসো তুমি। আমাদের বাড়ির ডাক্তারবাবুকে দিয়েই দেখাব।" এই বলে ডাক্তারখানায় ফোন করে আগে থেকেই খবর দিয়ে দিল বাবলু।

এর পর পুলিশের সহযোগিতায় পুলিশের গাড়িতেই অসুস্থ ধূর্জটিবাবুকে নিয়ে চলে এল পাণ্ডব গোয়েন্দারা।

বাড়ির বাইরে আসতেই বিজয়গর্বে ডেকে উঠল পঞ্চু "ভৌ। ভৌ-ভৌ।"

পুলিশ তখন বাড়ির ভেতরে-বাইরে জোর তল্লাশি চালাচ্ছে।

॥ ৫ ॥

এই ঘটনার বেশ কিছুদিন পরে কোনও একটা ছুটির দুপুরে মিত্তিরদের বাগানে পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবাই জড়ো হয়েছে। পঞ্চুও আছে সঙ্গে। গুলঞ্চগাছের সেই ধনুকের মতো বাঁকানো ডালে দোলনা বেঁধে বাচ্চু, বিচ্ছু মনের আনন্দে দোল খেয়ে যাচ্ছে। বাবলুও অনেকদিন পর বসেছে তার মাউথ অর্গানটা নিয়ে। পঞ্চু করছে কি, বাচ্চু, বিচ্ছুর দোল খাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ছুটে একবার এদিক একবার ওদিক যাচ্ছে।

এমন সময় হঠাৎ সেখানে যার আবির্ভাব হল তাকে দেখবে বলে বাবলু মোটেই আশা করেনি। তাই সবিস্ময়ে বলল, "এ কী, চিনুমামা! আপনি কখন এলেন?"

রোগা কালো ডিগডিগে প্যান্ট-শার্ট পরা চিনুমামা হেসে বললেন, "ঘাঁটিটা বেড়ে জায়গায় গেড়েছিস তো তোরা? বাঃ।"

বাবলু বলল, "কিন্তু মামা আপনি এখানে কী করে এলেন? কে দেখিয়ে দিল আপনাকে?"

"আরে দেখিয়ে দেওয়ার কি লোকের অভাব, না এটা সীমান্তের বাইরে যে, খুঁজে পাব না?"

"না, না। তা নয়। মানে আপনি তো এখানে আসেননি কখনও, তাই।"

"না এলেই বা! তোর মা বলল, আর আমিও একে-ওকে-তাকে জিজ্ঞেস করতে-করতে চলে এলুম। এখানে তো দেখছি তোরা খুবই পপুলার। তাই যাকেই জিজ্ঞেস করি পাণ্ডব গোয়েন্দারা কোথায় বা মিত্তিরদের বাগান কোনখানে, সে-ই দেখিয়ে দেয়। কাজেই তোদের খুঁজে বার করতে কোনও অসুবিধেই হয়নি।"

চিনুমামাকে দেখে বাবলুর খুব আনন্দ হল। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু ও পঞ্চুর সঙ্গে চিনুমামার পরিচয় ছিল না। তাই বাবলু একে-একে সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল চিনুমামার।

পঞ্চু তো বিগলিত হয়ে লেজ নেড়ে-নেড়ে চিনুমামার পা শোঁকাশুঁকি করতে লাগল।

চিনুমামা লাফিয়ে উঠলেন, "মাই গড! বাবলু, আগে তোর এই কুকুরটাকে সামাল দে দিকিনি। আমার সুড়সুড়ি লাগছে। তা ছাড়া কুকুর দেখলেই আমার জলাতঙ্ক হয়।"

বাবলু হেসে বলল, "আমাদের এ-কুকুর সে-কুকুর নয় মামা, বুঝলেন তো? একেবারে মানুষের মতো আদব-কায়দায় তৈরি। দেখবেন?" বলেই ডাকল, "পঞ্চু!"

পঞ্চু ছুটে গেল বাবলুর কাছে।

"স্ট্যান্ড আপ।"

পঞ্চু দু' পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

"চিনুমামার সঙ্গে হ্যান্ডশেক্ করো।"

বলার সঙ্গে-সঙ্গেই সামনের পায়ের থাবাটা এগিয়ে দিল পঞ্চু।

চিনুমামা কাঁপা-কাঁপা গলায় বললেন, "থা—থা—থাক বাবা। খুব হয়েছে। আমার অত সার্কাসী ব্যাপারে কাজ নেই। তা যাক। তুই একটু তাড়াতাড়ি বাড়িতে আয়। তোর নামে একটা চিঠি এসেছে। রেজিস্ট্রি চিঠি। পিওন এসে দাঁড়িয়ে আছে। বলছে তুই না সই করলে চিঠি দেবে না।"

"সে কী! নতুন পিওন নাকি? আগেকার পিওন তো দরকার হলে এই বাগানে এসেও আমাদের চিঠি দিয়ে যেত। মায়ের কাছেও দিয়েছে কত চিঠি।"

"হয়তো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ চিঠি বলে দিচ্ছে না। তোর মা বলল, শিগ্‌গির তোদের খবর দিতে। তাই নিজেই এলাম।"

বাবলু বলল, "এসেছেন বেশ করেছেন। চলুন যাই। কী চিঠি দেখি।" বলে সকলকে বলল, "আয় তোরাও আয়। এবার বাড়িতে বসে গল্প করব। এই প্রথম চিনুমামা এসেছেন আমাদের বাড়িতে। চুটিয়ে গল্প করা যাবে।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা পঞ্চু সহ সদলবলে সকলেই এসে হাজির হল বাবলুদের বাড়ি। এসে দেখল একজন নতুন পিওন সবে চাকরিতে ঢুকেছে বোধ হয় এসে বসে আছে ওদের গেটের পাশে।

বাবলুকে দেখেই বলল, "এই চিঠিটা সই করে নাও।"

বাবলু হেসে বলল, "আপনি নতুন বুঝি ?"

"হ্যাঁ। চিঠিটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তাই পোস্টমাস্টারমশাই বলে দিয়েছিলেন এটা তোমার হাতেই দিতে। সেইজন্যই এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলাম তোমার জন্য। নাহলে তোমার মায়ের হাতেই দিয়ে যেতাম।"

বাবলু সই করে চিঠি নিতেই পিওন চলে গেল।

মা বললেন, "একদম ঘরে থাকিস না তুই। দেখ দিকিনি চিনুটা এল অতদূর থেকে, কোথায় একটু চা করে দেব, জল-টল খাওয়াব, তা আসতে না আসতেই ওকে পাঠালাম তোদের খোঁজে।"

চিনুমামা বিনয়ের হাসি হেসে বললেন, "তাতে কী হয়েছে ? ভাগ্যে এসে পড়লাম। নাহলে পিওন চলে যেত।"

চিনুমামা বাবলুর ঠিক আপন মামা নন। ওর মায়ের খুড়তুতো ভাই। চাঁইবাসায় থাকেন। কী করেন তা ভগবানও জানেন না। তবে কাজের থেকে পাগলামিটাই বেশি করেন। বাবলুদের এখানে আসবেন বলে বছরে দু'বার-তিনবার চিঠি দেন। কিন্তু নির্দিষ্ট দিনে আসছি বলেও আসেন না। এবারে তাই চিঠিপত্তর না দিয়েই ধূমকেতুর মতো চলে এসেছেন।

বাবলুরা মুখ-হাত-পা ধুয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে ঘরে ঢুকলে চিনুমামা বললেন, "দিদি, তোর ছেলে তো এসে গেছে। ওর বন্ধু-বান্ধবরাও এসেছে সব। এবারে তা হলে আমি যেগুলো এনেছি সেগুলো বার করে এদের সবাইকে ভাগ করে দে।"

বাবলু বলল, "কী এনেছ মামা ?"

"প্যাঁড়া। চাঁইবাসার প্যাঁড়া। তোরা দেওঘরের প্যাঁড়া খেয়েছিস তো ? এবার চাঁইবাসার প্যাঁড়া খেয়ে দেখ।"

ভোম্বল তো প্যাঁড়ার নাম শুনেই মুখে চাকুম-চুকুম শব্দ করে জিভ দিয়ে ঠোঁটটাকে চেটে নিল একবার।

বাবলুর মা নিজেদের জন্য সামান্য কিছু রেখে বাকি সব প্যাঁড়াই সকলকে সমান ভাগে ভাগ করে দিলেন।

ততক্ষণে বাবলু সেই রেজিস্ট্রি চিঠিটা খামের মুখ খুলে পড়তে শুরু

করে দিয়েছে। কয়েক ছত্র পড়েই লাফিয়ে উঠল সে, "আরে! এ যে দেখছি মেঘ না চাইতেই জল।"

সবাই বাবলুর মুখের দিকে উৎসুক চোখে তাকিয়ে বলল, "কীরকম!"

বাবলু বলল, "কাননের চিঠি।"

সবাই উৎসাহিত হয়ে উঠল, "কাননের! কী লিখেছে রে ?"

বাবলু জোরে-জোরে চিঠিটা পড়ে সকলকে শোনাতে লাগল। চিঠিটা এইরকম :

প্রিয় পাণ্ডব গোয়েন্দারা,

তোমাদের ঋণ আমরা কখনও শোধ করতে পারব না। আগামী ২রা ফেব্রুয়ারি আমার জন্মদিন। বাবার এবং আমার খুব ইচ্ছে যে, তোমরা সকলে ওইদিন আমাদের এখানে আসো। তোমাদের টাকাপয়সা দিয়ে ছোট করতে পারব না। তবু আমার প্রীতির নিদর্শন হিসেবে তোমাদের যাতায়াতের দায়িত্বটা আমিই নিলাম। শ্রীমান পঞ্চুচন্দ্রকেও সঙ্গে এনো কিন্তু। ওকে তোমরা কীভাবে আনবে জানি না, তবু তোমরা পাঁচজন এবং পঞ্চুর মোট ছ'টা বার্থ ১লা ফেব্রুয়ারি দানাপুর এক্সপ্রেসের থ্রি-টিয়ারে রিজার্ভ করিয়েছি। গিরিডি কোচে। তোমাদের আসা চাই। না এলে দুঃখ পাব। তোমরা যথাসময়ে স্টেশনে চলে এলেই রেলের চার্টে তোমাদের নাম দেখতে পাবে। আর বগির কাছে এলেই দেখবে রায়বাবু নামে একজন ভদ্রলোক তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। ওঁর কাছে টিকিট থাকবে। তোমরা গেলেই টিকিট দিয়ে দেবেন উনি। তবে হ্যাঁ, একটু সময় নিয়ে স্টেশনে আসবে কিন্তু, কেমন ?

ইতি—কানন

চিঠি পড়া শেষ হতেই যেন আনন্দের বন্যা বয়ে গেল ওদের ভেতর। ওঃ, কী আনন্দ। কাননের জন্মদিন। তায় আবার ছোটনাগপুরের হাজারিবাগ জেলার সুন্দর ছোট্ট শহর গিরিডিতে। কী মজা! এ আনন্দ কি রাখা যায় ? স্বাস্থ্যকর স্থান হিসেবে এই জায়গার যেমনই সুনাম তেমনই আকর্ষক এর উশ্রী ফল্‌স্‌টি। কাননের জন্মদিনে গেলে হই-হুল্লোড় আনন্দ এবং নতুন জায়গায় ঘুরে বেড়ানো, সবই হবে।

টিকিট কাটার ঝামেলা নেই, কোনও কিছু নেই। শুধু কষ্ট করে স্টেশনে গেলেই ট্রেনে চেপে পৌঁছে যাওয়া।

চিনুমামা বললেন, "তা হলে তো কালই তোদের যেতে হচ্ছে?"

"হ্যাঁ, কালই যাচ্ছি আমরা দানাপুর এক্সপ্রেসে রাতের গাড়িতে।"

বিলু বলল, "কী মজা না? এই তো কিছুদিন আগে আমরা দিল্লি এক্সপ্রেসে চেপে ঘুরে এলাম। এবার যাচ্ছি গিরিডি।"

চিনুমামা বললেন, "যা বাব্বাঃ! আমি কোথায় এলুম তোদের নিয়ে একটু হইচই, আনন্দ করব বলে, আর তোরাই পালাচ্ছিস? আমিও তা হলে পালাই। কালই রাতের সম্বলপুর ধরব আমি।"

বাবলুর মা বললেন, "তোদের কি যেতেই হবে?"

চিনুমামা বললেন, "যেতে তো হবেই। না গিয়ে উপায়ই বা কী? পাছে না যায় সেইজন্য ওরা একেবারে টিকিট কেটে রিজার্ভেশন করে চিঠি দিয়েছে। না গেলে অত টিকিট নষ্ট হবে।"

বাবলু বলল, "আচ্ছা চিনুমামা, এক কাজ করলে হয় না?"

"কী কাজ?"

"যদি আপনিও আমাদের সঙ্গে যান?"

"ওরে বাবা। তোরা যাচ্ছিস নেমন্তন্ন পেয়ে মাছ-মাংস-দই-মিষ্টি ওড়াতে, আমি সেখানে 'হংস মধ্যে বক যথা' হয়ে কী করব বল?"

"তাতে কী হয়েছে? আপনি হচ্ছেন আমাদের গেস্ট। কাজেই আপনি সঙ্গে থাকলে তো কারও কিছু মনে করবার কথা নয়। দু'-চারদিন থেকে আবার ফিরে আসব আমরা। চলুন যাবেন?"

বাবলুর মা-ও আগ্রহ দেখিয়ে বললেন, "যা না তুই। ঘুরে আয়। কানন মেয়েটি খুব ভাল। ওদের সঙ্গে তুই গেলে খুব খুশি হবে ও।"

"বলছিস?"

"হ্যাঁ। তুই গেলে আমিও একটু নিশ্চিন্ত থাকি। কেননা ওরা এই ক'জনে বাইরে গেলেই যেন যত রাজ্যের ঝামেলা এসে ওদের ঘাড়ে পড়ে।"

চিনুমামা বললেন, "গেলে অবশ্য মন্দ হয় না। ঠিক আছে, আমিও যাব।"

বাবলুদের আনন্দের আর অবধি রইল না।

॥ ৬ ॥

পরদিন রাত্রিবেলা যথাসময়ে ওরা হাওড়া স্টেশনে এসে পৌঁছল। চিঠিতে নির্দেশ দেওয়াই ছিল দানাপুর এক্সপ্রেসের থ্রি-টিয়ারে গিরিডি কোচের সামনে এসে দাঁড়াবার জন্য। সেই নির্দেশমতোই ওরা এল।

চিনুমামার তো রিজার্ভেশন ছিল না। তাই একটা টিকিট কেটে নিলেন।

স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ঢুকে প্রথমেই ওরা চার্টে ওদের নাম খুঁজে নিল। হ্যাঁ, আছে। পর-পর নাম আছে ওদের। বাবলু, বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু এবং মিঃ পঞ্চুর।

চিনুমামা বললেন, "ভালই হয়েছে। তোদের পঞ্চুর বার্থটা আমি নেব।"

বাবলু বলল, "একটা আশ্চর্য ব্যাপার দেখুন, যে-কোনও রিজার্ভেশন টিকিটেই নামের সঙ্গে বয়সের উল্লেখ থাকে। এখানে পঞ্চুর টিকিটে কিন্তু তা নেই। শুধু একটা জিজ্ঞাসার চিহ্ন আছে।"

চিনুমামা বললেন, "তাতে তোর কী? এসব নিয়ে মাথা ঘামাস না। না থেকে বরং ভালই হয়েছে। চেকার এলে আমি বলব আমারই নাম মিঃ পঞ্চু। কে অত খতিয়ে দেখছে?"

সবাই হেসে উঠল।

এমন সময় একজন মধ্যবয়সী ভদ্রলোক হাসতে-হাসতে ওদের দিকে এগিয়ে এসে বললেন, "এই যে। তোমরা এসে গেছ দেখছি। তোমরাই পাণ্ডব গোয়েন্দা তো?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"মিত্তিরবাবু আমার বন্ধু হন। তাঁর নির্দেশমতো ছ'টা টিকিট কেটে রেখেছি। এই নাও। তোমাদের পঞ্চুচন্দ্রের জন্যও আলাদা একটা টিকিট কাটা হয়েছে বার্থসমেত। দেখি, এ-গাড়ির কোচ অ্যাটেনডেন্ট কে আছে, তাকে একটু বলে দিই যেন ওকে তোমাদের সঙ্গেই যেতে দেয়।"

বলতে-বলতেই চার্ট হাতে একজন কোচ অ্যাটেনডেন্ট এসে দাঁড়ালেন। তারপর ভদ্রলোককে দেখেই বললেন, "আরে রায়দা ? কী খবর ?"

"ও, তুমি আছ ? ভালই হয়েছে।"

"মধুপুরে যাচ্ছেন নাকি ?"

"না। আজকে যাচ্ছি না। আজ এই ছেলেমেয়েগুলোকে তুলতে এসেছি। আমার বড় নাতিটার খুব অসুখ। তাই ভাবছি এ-সপ্তাহটা কসবাতে থেকেই যাই।"

"এরা কারা ?"

"এরা হচ্ছে বিখ্যাত পাণ্ডব গোয়েন্দারা। তা শোনো, এই ছেলেমেয়েগুলো গিরিডি যাচ্ছে। মিত্তিরবাবুর বাড়ি। এদের সঙ্গে একটা কুকুরও আছে। অনেক ঝামেলা করে ওর জন্যে একটা বার্থ ম্যানেজ করিয়েছি। তা ভাই তুমি একটু দেখেশুনে নিয়ে যেও ওদের।"

অ্যাটেনডেন্ট বললেন "এমনিতে তো নিয়ে যেতে আমার কোনও আপত্তি নেই। তবে রেলের আইনে এইভাবে কুকুর নিয়ে যাওয়া চলে না। বিশেষ করে আসানসোল জায়গাটা খুব খারাপ। ডি. এস.-এর লোক যদি হঠাৎ উঠে পড়ে তা হলে কিন্তু কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে। তবু আপনার লোক বলেই চেষ্টা করব।"

বাবলু বলল, "তা হলে এক কাজ করুন না, আমাদের সঙ্গে আমাদের এই মামাও যাচ্ছেন। এঁকে পঞ্চুর বার্থটা দিয়ে দিন।"

"টিকিট দেখি ?"

চিনুমামা টিকিট দেখাতেই অ্যাটেনডেন্ট বললেন, "নিন, উঠে পড়ুন। এখনও দশ-বারোটা বার্থ এমনিতেই ফাঁকা পড়ে আছে। কাজেই অসুবিধের কিছু নেই। তবে তোমরা বরং এক কাজ করো, কুকুরটাকে বার্থের নীচে শুইয়ে দাও। যাতে কারও চোখে না পড়ে।"

ওরা তাই করল। রায়বাবুকে অভিনন্দন জানিয়ে হইহই করে উঠে পড়ল ট্রেনে।

দানাপুর এক্সপ্রেসের গিরিডি কোচের বার্থে শুয়ে গিরিডি যাওয়ার আনন্দে ভোম্বল তো গানই শুরু করে দিল গলা ছেড়ে।

চিনুমামাও আনন্দের আতিশয্যে একটা আপার বার্থ দেখে শুয়ে পড়লেন লম্বা হয়ে।

রায়বাবু বাবলুর হাতে টিকিটগুলো দিয়ে বললেন, "আমি তা হলে আসি ? তোমরা যাও।"

বাবলু ঘাড় নেড়ে জানাল, "আচ্ছা।"

রায়বাবু বললেন, "শোনো, এই বগিটা মাঝরাত্তিরে মধুপুরে কেটে রেখে দানাপুর এক্সপ্রেস চলে যাবে। তোমরা যেন ঘাবড়ে যেও না। তারপর ওখানকার একটা লোক্যাল ট্রেন এসে বগিটাকে তার সঙ্গে জুড়ে নিয়ে পৌঁছে দেবে গিরিডিতে। খুব ভোরবেলা।"

বাবলু বলল, "বেশ। আমরা তা হলে পরম নিশ্চিন্তে শয্যা নিতে পারি এবার ?"

রায়বাবু ঘাড় নেড়ে চলে গেলেন।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা রাতের গাড়িতে কোথাও গেলে ওদের খাওয়াদাওয়ার একটা আলাদা ব্যবস্থা থাকে। যেমন, মুরগির মাংস, তন্দুরি রুটি অথবা লুচি, আর থাকে বড়-বড় সন্দেশ। এ ছাড়া জলযোগের জন্য বিস্কুট চানাচুর তো থাকেই।

ট্রেন ছাড়তেই ওরা গোল হয়ে ঘিরে বসল সকলে। তারপর শুরু করল খাওয়াদাওয়া। খাবার সময় চিনুমামাও ওপর থেকে নেমে এলেন।

গাড়ির দুলুনিতে দুলে-দুলে এইসব ভাল-ভাল খাবার খেতে কী ভাল যে লাগে তা যে উপভোগ করেনি তাকে বোঝানো যাবে না।

এদিকে ওদের ঠিক পেছনদিকে তিন থাকের বার্থে বসে ছিল গায়ে নামাবলি দেওয়া কপালে তিলক আঁকা এক বুড়ি। এবং তার এক সঙ্গিনী। সম্ভবত প্রতিবেশী কেউ। বুড়ি মালা জপছিল আর মাঝে-মাঝে বলছিল, "হরেকৃষ্ণটিও।" হঠাৎ মুরগির মাংসের গন্ধ নাকে যেতেই লাফিয়ে উঠল বুড়ি, "অ্যাঁ ! এ কী কাণ্ড ! গাড়িতে বসে আর কিছু খাবার জিনিস পেল না শেষকালে মুরগির মাংস ! ছ্যাঃ ছ্যাঃ ছ্যাঃ। গৌর শ্রীহরি, গৌর শ্রীহরি। বলি হ্যাঁগা ল্যাংচার মা, তুমি একবার উঠে গিয়ে দেখে এসো তো মুখপোড়ারা ক'জন আছে ?"

ল্যাংচার মা বলল, "তুমি চুপ করো দেখি বামুন মা, গাড়িতে কতরকমের লোক উঠবে, কত কী খাবে। তাই নিয়ে রাগ করলে চলে কখনও ? ওরা শুনবে কেন তোমার কথা ?"

"শুনবে না মানে ? শুনবে না বললেই হল ? এটা কি হোটেল যে, যা ইচ্ছে তাই করে খাবে ? যা খুশি তাই খাবে ?"

বাবলুরা সবাই শুনল। আর মুখ টিপে হাসতে লাগল। বুড়ি খেপেছে খুব। বিলু বলল, "এবার হয়তো লাঠি নিয়ে তেড়ে আসবে।"

হয়তো কেন, সত্যি-সত্যিই তেড়ে এল বুড়ি। বলল, "হ্যাগা বাছারা, বলি তোমাদের ব্যাপারটা কী ? গাড়ির মধ্যে কী এসব। এই যে নামের মালা নিয়ে বসে আছি, তা ওই গন্ধ নাকে এলে আমার খাওয়া হবে ?"

চিনুমামা বুড়িকে দেখেই খাওয়ার স্পিড বাড়িয়ে দিলেন। গপাগপ, গপাগপ। তারপর চটপট সব মুখে পুরে যেই না বুড়ির পাশ কাটিয়ে কলে মুখ ধুতে যাবেন, বুড়ি অমনই রুখে দাঁড়াল, "দেখো ভাল হবে না বলছি। এদিককার কলে আসবে তো কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে দেব। ওই ওদিকে যাও। এত বড় বুড়ো দামড়া, গাড়িতে বসে মুরগি খেতে লজ্জা করল না ? ওই হাতে সর্বস্ব করবে তোমরা। তোমাদের ঘরে কি ঠাকুর দেবতা নেই ?"

চিনুমামা বললেন, "সব আছে। শুধু তোমার মতো একটি দিদিমা আমাদের নেই। এইরকম একটি ছুঁচিবাই দিদিমা থাকলে তো আমাদের এত অধঃপতন হত না। তা দিদিমা, একটু পায়ের ধুলো দেবে ?" বলেই ঝুঁকে পড়ে বুড়িকে প্রণাম করতে গেলেন চিনুমামা।

বুড়ি তো লাফিয়ে উঠল, "হরেকৃষ্টিও, হরেকৃষ্টিও। এ কী করো বাছা ! ছুঁয়ো না আমাকে। মুরগির হাত তোমার। এখনই গায়ে গঙ্গাজল ছিটোতে হবে। অত আদিখ্যেতায় কাজ নেই। খুব হয়েছে, থাক।" তারপর বাবলুদের বলল, "এই ছেলেগুলো, তোমরা মুরগি খেয়ে ঠ্যাং-ম্যাংগুলো সব জানলা দিয়ে বাইরে ফেলবে। বুঝলে ? আর এদিককার কলে একদম আসবে না। ওই ওদিককার কলে যাবে।"

বাবলু বলল, "বুঝেছি।"

চিনুমামা তখন হঠাৎ ছেলেমানুষের মতো নেচে-নেচে গান

ধরেছেন।

বুড়ি তো তেলে-বেগুনে। আরও রেগে বলল, "এই মুরগি হাত নিয়ে যদি সর্বস্ব ছোঁয়া-ন্যাপা করবে তা হলে কিন্তু খুব খারাপ হয়ে যাবে বলে দিচ্ছি।"

চিনুমামা আবার গান ধরল।

বুড়ি বলল, "তবে রে ! ফাজলামি বের করছি, দাঁড়া। কোথায় গেল লাঠিটা। ল্যাংচার মা—অ ল্যাংচার মা ! একবার লাঠিটা নিয়ে এদিকে এসো তো।"

চিনুমামা তখন এক ছুটে ওদিকের কলে।

এমন সময় কোচ অ্যাটেনডেন্ট ভদ্রলোক এসে পড়লেন সেখানে। তারপর সব কিছু দেখেশুনে বুড়িকে বললেন, "তা দিদিমা, আপনার যদি অসুবিধে হয় তো বলুন। আমি ওইদিকের সিটে সরিয়ে দিচ্ছি আপনাকে। ওদিকটা খালি আছে।"

"না বাবা। আমাদের জায়গা ছেড়ে আমরা কারও জায়গায় যাব না। আমার গণেশ এসে যেখানে বসিয়ে দিয়ে গেছে আমরা সেইখানেই বসব। তারপর রাতদুপুরে কে কখন এসে তুলে দেয় তার ঠিক নেই।"

"কে তুলবে ? আমি তো আছি গাড়িতে।"

"তোমাদের বিশ্বাস নেই বাবা। কখন কোন স্টেশনে নেমে যাও তার ঠিক নেই। পরে অন্য চেকার এসে গাড়ি থেকে নামিয়ে দিক আর কী। তুমি যাও তো। বেশি বকিও না।" এই বলে বুড়ি আর ল্যাংচার মা মুখ ঘুরিয়ে বসল।

একটু পরে যে দৃশ্য দেখা গেল তা দেখলে কেউই জিভের জল ঠিক রাখতে পারবে না। বুড়ি আর ল্যাংচার মা করল কি, সিটের ওপর কলাপাতা বিছিয়ে সাবুর খিচুড়ি, তরকারি, চাটনি আর ইয়া বড়-বড় মালপো টিফিন কৌটো থেকে বার করে সাজাতে লাগল।

তাই না দেখেই চিনুমামা করলেন কি সটান লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লেন বুড়ির পায়ের তলায়।

বুড়ি তো হাঁ-হাঁ করে উঠল, "আরে এ কী ! এ কী ! করো কি বাছা ? গায়ে ধুলো লাগবে যে !"

চিনুমামা বললেন, "লাগুক। তোমাকে একটা পেন্নাম করবার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল আমার। তাই করলাম। আমার ছোঁয়া তো তুমি নেবে না, তা হলে পায়ে হাত দিয়ে পেন্নাম করতাম।"

"তা হঠাৎ এত পেন্নামের ঘটা কেন শুনি?"

"ওই মালপো আর খিচুড়ির ভাগ যে আমার চাই। আঃ, কতদিন খাইনি এসব।"

বুড়ি বলল, "এই কথা? তা বললেই তো হত বাছা। একটু খিচুড়ি আর মালপো খাবে এ এমন কী?" এই বলে একটা কলাপাতায় একটু খিচুড়ি, তরকারি আর মালপো নিয়ে যেই না চিনুমামাকে দিয়েছে অমনই পঞ্চুবাবু সিটের তলা থেকে বেরিয়ে একেবারে বুড়ির সামনে হাজির।

বুড়ি আবার হাঁ-হাঁ করে উঠল। পঞ্চুকে দেখেই 'হ্যাট হ্যাট' করতে লাগল। তারপর চেঁচাতে লাগল, "টি. টি. বাবু! অ টি. টি. বাবু! বলি গেলে কোথায়! কী কুক্ষণেই যে ঘর থেকে বেরিয়েছিলুম! একদিকে মুরগির হল্লা, একদিকে কুকুরের মচ্ছব। হরেকৃষ্টিও। ট্রেনের ভেতর কুকুর এল কোত্থেকে রে বাবা!"

চিনুমামা বললেন, "যেখান থেকেই আসুক। হাজার হলেও কৃষ্ণের জীব। দিন না একটু। খাবার পেলেই চলে যাবে।"

বুড়ি তবু চেঁচাতে লাগল, "এই টি. টি.গুলোই হচ্ছে পাজির পা-ঝাড়া। ট্রেন ছাড়বার সময় কিছুতেই দেখবে না এর ভেতর চোর ডাকাত কুকুর বাঁদর কোথায় কী ঢুকে আছে! ব্রিটিশও গেছে, রেলেও যেন আগুন লেগেছে। ব্রিটিশ থাকলে এইসব লোকের সঙ্গে-সঙ্গে চাকরি চলে যেত।"

চিনুমামা বললেন, "ব্রিটিশ আমলে ট্রেনে তো এমন শুয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা ছিল না দিদিমা। এমন মজা তখন পেতে?"

"তখন তার দরকারও ছিল না। এত লোকও ছিল না তখন। এমনই শুয়ে যেত লোকে।"

পঞ্চু তখনও নড়েনি দেখে বুড়ি একটা মালপো ওর দিকে ছুড়ে দিল। পঞ্চু সেটা মুখে নিয়েই আবার চলে গেল যথাস্থানে।

ট্রেন তখন বর্ধমানে থেমেছে।

খাওয়াদাওয়ার পর শোওয়ার পালা। চিনুমামা একটি আপার বার্থে উঠে শুয়ে পড়লেন। আর পাণ্ডব গোয়েন্দারা যে যার পছন্দসই বার্থে। পুরো কামরাটাই খালি বলতে গেলে। মাঝেমধ্যে কয়েকজন লোক শুয়ে আছে শুধু। আর বাবলুর বার্থের নীচে ওদের মালপত্তরগুলো আগলে শুয়ে আছে পঞ্চু।

॥ ৭ ॥

রাত তখন কত তা কে জানে? হঠাৎ পঞ্চুর বিকট চিৎকারে ঘুম ভেঙে গেল সকলের। সবাই ঝেড়ে-মেড়ে উঠে বসে দেখল সম্পূর্ণ বগিটা ঘন অন্ধকারে ভরা। তারই মাঝে দু'-তিনজন প্রাণের দায়ে এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করছে। আর তাদের ভয়ঙ্করভাবে তাড়া করে চলেছে পঞ্চু।

ওরা কে বা কারা এবং কেনই-বা পঞ্চু ওদের তাড়া করছে, তা ভেবেই পেল না কেউ। কেননা এই অন্ধকারে মনে হচ্ছে এটা রেলের কামরা নয়, যেন একটা প্রেতপুরী। এদিক-ওদিক থেকে যাত্রীদের কণ্ঠস্বরও শোনা যাচ্ছে, "ওরে বাবারে, আমার কি সর্বনাশ হয়ে গেল রে! আমার যথাসর্বস্ব নিয়ে গেল ওরা।" কেউ-বা, "আমার সুটকেস! সুটকেস নেই কেন?" এরই মধ্যে বুড়ির গলাও শোনা গেল, "ওরে বাবারে আমার নামের ঝুলি কে নিয়ে গেল!"

ব্যাপারটা যে কী ঘটছে সেটা বুঝতেই বাবলু টর্চ বার করে জ্বালাল। টর্চ জ্বেলেই দেখল যেন একটা দক্ষযজ্ঞ শুরু হয়ে গেছে। বাবলু বলল, "বিলু, ভোম্বল, কুইক। মার, মার ব্যাটাদের।"

বাবলুর পিস্তলও রেডি। কিন্তু কাকে গুলি করবে তাই দিয়ে? এই হুটোপুটিতে কে যে চোর আর কে যে যাত্রী, তা বোঝাই মুশকিল!

এতক্ষণে হঠাৎই একজনের হাতে একটা ছোরা দেখা গেল। পঞ্চুর তাড়া খেয়ে লোকটি ছুটতে-ছুটতে এদিকে আসছে। যেই না আসা বাবলু অমনই লোকটাকে ফেলবার জন্য ওর একটা পা এগিয়ে দিল। লোকটি হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল সেখানে। আর পঞ্চু অমনই তার

পিঠের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে গোঁ-গোঁ করতে লাগল।

বিলু লোকটির হাত থেকে ছোরাটা কেড়ে নিল।

বাবলু চেঁচিয়ে বলল, "আমি যাত্রীসাধারণকে অনুরোধ করছি আপনারা অযথা ছুটোছুটি না করে যে যার জায়গায় চুপ করে বসুন। নাহলে আমাদের কুকুরের কামড়ে অসুস্থ হয়ে পড়বেন। আপনারা যে যার সিটে না বসলে আমরা আসল চোরেদের চিনতে পারব না।"

বাবলুর কথায় কাজ হল। যে যার সিটে বসে পড়তেই দু'জন লোককে এদিকে আসতে দেখা গেল। তারা নিশ্চয়ই পড়ে যাওয়া লোকটিকে তুলতে আসছিল। কিন্তু তারা কাছে আসার আগেই পঞ্চু ঘাউ-ঘাউ করে ঝাঁপিয়ে পড়ল তাদের ওপর। মোট তিনজন। দলে আর কেউ থাকলেও তারা পালিয়েছে।

বাবলুরা টর্চের আলোয় দেখল বগিটা সানটিং-এ আছে। অর্থাৎ এই জায়গাটা মধুপুর। দানাপুর এক্সপ্রেস বগি কেটে রেখে চলে গেছে। এখানে চারদিকে শুধু এঞ্জিনের যাওয়া-আসা আর মালগাড়ির ঝন-ঝন শব্দ।

বিলু বলল, "বগিটা প্ল্যাটফর্মেই পড়ে থাকলে এই দুর্ঘটনা ঘটত না। আসলে এরা এই অন্ধকারে ঘুমন্ত যাত্রীদের অচেতনতার সুযোগটা নেয়।

বাবলু যাত্রীদের বলল, "আপনারা সবাই টর্চের আলোয় আগে দেখুন কার কী খোয়া গেছে। কারণ চোর যখন ধরা পড়েছে তখন মালপত্তর পাবেনই।"

বুড়ি চেঁচিয়ে বলল, "বাবা, আমার তোরঙ্গ আর নামের ঝুলি দুই-ই গেছে। একটু দেখো না বাবা খুঁজে-পেতে।"

পঞ্চু হঠাৎ সেই অন্ধকারে কোথা থেকে নামের ঝুলিটা কুড়িয়ে এনে বুড়িকে দিল। বুড়ি তো আনন্দে গদগদ।

বাবলু বলল, "আমার মনে হয় এরা মালপত্তর চুরি করে লাইনের ধারেই কোথাও নামিয়ে রেখেছে। যদি এদের দলের লোকেরা নিয়ে চলে গিয়ে না থাকে তা হলে সবার সব কিছু পাওয়া যাবে।"

বাবলু এই কথা বলতেই কয়েকজন লোক এদিক-ওদিক করে ঝুপঝাপ নেমে পড়ল লাইনের ধারে। বাবলুরাও নামল। বাবলুর অনুমানই

ঠিক। টর্চের আলোয় দেখা গেল একগাদা মাল লাইনের ধারে নামানো আছে।

বাবলু বলল, "তার মানে এটা একটা ছিঁচকে চোরের দল। চুরির ব্যাপারে এই তিনজনই তা হলে ছিল। সবার সব মালপত্তর চুরি করে আমাদের সম্পত্তিতে হাত দিতে গিয়েই মজা টের পায়। কেননা পঞ্চু ছিল আমাদের সম্পত্তির পাহারাদার। কাজেই হাতেনাতে ফল পেয়ে যায় ওরা।"

কয়েকজন লোক খোয়া যাওয়া মালপত্তরগুলো কামরায় ওঠাতে লাগল। আর কয়েকজন চেপে ধরল সেই আহত লোক দু'জনকে। একজন তো মেঝেয় শুয়ে ছটফট করছিল। তাকেও ধরে ওঠালো সকলে। তারপর চলল মারধোর ও জিজ্ঞাসাবাদের পালা।

ইতিমধ্যে একটি কয়লার এঞ্জিন এসে কামরাটাকে কট করে কামড়ে ধরল। তারপর সেটাকে টানতে টানতে নিয়ে চলল যথাস্থানে পৌঁছে দেওয়ার জন্য।

বাবলু বলল, "আর ভয় নেই। প্ল্যাটফর্মে আরও লোকজন পাব। কামরাতেও এবার আলো জ্বলবে।"

সত্যিই তাই। কামরাটা গিরিডি প্যাসেঞ্জারে জুড়ে দিতেই আলোয় ভরে উঠল চারদিক। সবাই তখন আহত লোক তিনজনকে মারতে-মারতে প্ল্যাটফর্মে নামাল।

মধুপুরের প্ল্যাটফর্মে যাত্রী পুলিশ সবাই ছুটে এল হইহই করে।

কে যেন একজন ছড়া কেটে বলল, "বারেবারে ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান, এইবারে ঘুঘু তব বধিব পরাণ। রোজই বাবা তোমরা কারও না কারও মালপত্তর হাপিস করে দাও। আজ বোঝো ঠেলা। এবার এসো তো মানিক সবাই মিলে তোমাদের খাস্তার গজা বানিয়ে দিই।" বলেই কী মার, কী মার, কী মার!

বাবলু বলল, "আরে দাদারা করছেন কী? মরে যাবে যে! ওদের পুলিশে দিন।"

কে যেন বলল, "পুলিশে দিয়ে কী হবে? এখন দিলে তো সকালে ছাড়া পেয়ে যাবে। তার চেয়ে আজই ওদের শুভরাত্রি হয়ে যাক।" এই

বলে ওরা মারতে-মারতে লোকগুলোকে প্ল্যাটফর্মের বাইরে অন্ধকারে নিয়ে গেল।

এমন সময় দেখা গেল বাবলুদের চিনুমামাকে দু'জন রেলপুলিশ হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নামাল।

চিনুমামা চেঁচাতে লাগলেন, "এই কি করতা হ্যায়? ছেড়ে দাও হামকো। হাতে লাগতা হ্যায়।"

"ছোড়েগা? নেহি ছোড়েগা। ডাকু কাঁহাকা। চলো হামারা সাথ।"

সবাই বলল, "কী হল?"

"আউর এক ডাকু থা। পাকড় লিয়া।"

বাবলু বলল, "কোথায় ডাকু? এ তো আমাদের চিনুমামা।"

ভোম্বল বলল, "ছাড়ো, ছাড়ো বলছি। কে ডাকাত আর কে ভালমানুষ তাও চেনো না? একজন নিরীহ লোককে ধরে টানতে-টানতে নামালে?"

ওরা তবু বলে, "নেহি ছোড়েগা। এ ভি ডাকু হ্যায়। এ আদমি ডাকু নেহি হ্যায় তো সিট কা অন্দর মে ঘুসা থা কাহে? পহলে ইনকো পুছিয়ে।"

চিনুমামা বললেন, "বাবা, সিট কা অন্দর মে ঘুসা থা কি সাধে? আমি ডাকুকা ভয়েতে সিটের তলা মে ঢুকে পড়া থা। আর তুমি লোক আমাকে হাত ধরে টানতে-টানতে নিয়ে আসতা হ্যায়।"

চিনুমামার হিন্দি শুনেই বোধ হয় হিন্দুস্থানী পুলিশ দু'জন চোখ বড়-বড় করে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর অবাক হয়ে বলল, "তো তুম ডাকু নেহি হো?"

চিনুমামা বললেন, "ভোঃ।"

স্টেশনে তখন ট্রেন ছাড়বার ঘন্টি পড়েছে। বাবলুরা সবাই উঠে পড়ল কামরায়। কিন্তু এ কী! এটা কি থ্রি-টিয়ার বগি? ওরা উঠে দেখল অজস্র যাত্রীতে ভরে গেছে কামরাটা। এবং যে যেখানে পেরেছে শুয়ে ঘুমোতে শুরু করে দিয়েছে। বাবলুরা কথাপ্রসঙ্গে জেনে নিল এরা সবাই ডেলি প্যাসেঞ্জার এবং গিরিডি চলেছে। ওদের কেউ অভ্র চেরাইয়ের কাজ করে, কেউ মিলে, কেউ-বা অন্য কোথাও। এখন

যায়। ফেরে সন্ধ্যার গাড়িতে।

যাই হোক, ট্রেন চলতে শুরু করলে ডাঁই করা মালপত্তরগুলো থেকে যার জিনিস তাকে ফেরত দেওয়া হল।

মধুপুর থেকে ছেড়ে ট্রেন থামল জগদীশপুরে। তারপর মহেশমুণ্ডায়। তারও পরে আলো ফোটার সঙ্গে-সঙ্গেই গিরিডিতে। স্টেশনের নাম অবশ্য গিরিডি নয়। গিরিডিহি।

॥ ৮ ॥

গিরিডি স্টেশন থেকে দু'-তিন মিনিট হেঁটে গেলেই মাড়োয়ারীদের একটি চমৎকার ধর্মশালা আছে। নাম রাজঘরিয়া ধর্মশালা। ভারী সুন্দর ব্যবস্থা এখানকার। মেঝেয় পুরু গদি পাতা তাকিয়া, বালিশ সব কিছুই আছে। আর আছে আলো, পাখা। সুন্দর শাওয়ারযুক্ত বাথরুম এবং অফুরন্ত জল।

বাবলুদের ইচ্ছে ছিল ওই ধর্মশালায় উঠে বিশ্রাম নিয়ে সন্ধের সময় বারগণ্ডাতে কাননদের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হবে। এই মনে করে ওরা প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে যেই না রাস্তায় নেমেছে অমনই এক সুন্দরী ফুটফুটে কিশোরী বেণী দুলিয়ে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল বাচ্চু, বিচ্ছুকে। তারপর বাবলুর দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমরা প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরোতে এত দেরি করলে কেন বাবলুদা? আমি তো ভাবলাম বুঝি এলেই না!"

বাবলু হেসে বলল, "একে তোমার জন্মদিন। তার ওপর তুমি যেভাবে টিকিটের ব্যবস্থা করে নেমন্তন্ন জানিয়েছ, তাতে কি না এসে থাকতে পারি?"

বিলু বলল, "তুমি টিকিটের ব্যবস্থা না করলেও অবশ্য আমরা আসতাম। কেননা আমরা কূপমণ্ডুক (কুয়োর ব্যাঙ) হয়ে থাকতে চাই না। আমরা পড়াশোনা এবং অন্যান্য কাজের ফাঁকে সুযোগ পেলেই দেশে দেশে ঘুরে বেড়াই। তার ওপর গিরিডিতে আমরা আসিনি কখনও। কাজেই তোমার আকর্ষণে, গিরিডির আকর্ষণে এবং উশ্রীর আকর্ষণে আমরা আসতামই।"

বাবলুদের সঙ্গে চিনুমামাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কানন একটু অবাক হয়ে বলল, "এঁর পরিচয় পেলাম না তো ? ইনি কি তোমাদের সঙ্গে এসেছেন ?"

বাবলু বলল, "ওঃ হোঃ। কানন, তোমার সঙ্গে তো এঁর পরিচয়ই করিয়ে দেওয়া হয়নি। উনি হচ্ছেন আমাদের চিনুমামা। আমাদের সকলের এবং তোমারও। খুব মজার লোক। চাঁইবাসায় থাকেন। আমাদের সঙ্গে জোর করে ওঁকে টেনে এনেছি তোমাদের এখানে। আশা করি তোমাদের কোনও অসুবিধে হবে না।"

কানন বলল, "ছিঃ ছিঃ। কী যে বলো ! অসুবিধে হবে কেন ? উনি আমাদের বাড়ি এসেছেন এ কী কম কথা ? আমার কত ভাগ্য।"

পঞ্চু এতক্ষণ একটু একা-একা বোধ করছিল, ওর সঙ্গে কেউ কথা বলছিল না বলে। এবার কানন ওকে জড়িয়ে ধরে পিঠে হাত বুলিয়ে দিতেই একেবারে ওর পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে কুঁই-কুঁই করতে লাগল পঞ্চু।

কানন একটি টাঙ্গাকে আগে থেকেই বলে রেখেছিল। তাই সেটা এগিয়ে আসতেই ওরা ঠাসাঠাসি করে তাইতেই বসে পড়ল। ভোরের গিরিডিতে সামান্য পথ পরিক্রমার পর ওরা বারগণ্ডায় কাননদের বাড়িতে এসে পৌঁছল।

বাড়ি দেখে তাক লেগে গেল সকলের ! বাড়ি তো নয়, যেন একটি রাজপ্রাসাদ। সামনের চৌকস জায়গায় ফুলের বাগান। আর বাড়ির পেছনে উঁচু পাঁচিল-ঘেরা জমিতে ফলের বাগান। তাদের মধ্যে ধবধবে সাদা বিশাল-গুঁড়ির কয়েকটি ইউক্যালিপটাস গাছও আছে।

কাননের বাবা ধূর্জটিবাবু বাড়িতেই ছিলেন। বাবলুরা যেতে খুব খুশি হলেন তিনি। বললেন, "এসো বাবা এসো, আজ তোমাদের বোনের জন্মদিন। ওর খুব ইচ্ছে তোমরা আসো। তাই তোমাদের আসার প্রতীক্ষায় অধীর হয়ে ছিল ও।"

বাবলু বলল, "আপনি কেমন আছেন ?"

"আমার থাকাথাকির কিছু নেই বাবা। হাই প্রেশারের রুগি। এই

আছি ভাল, এই মন্দ হয়ে গেল। প্রেশার উঠলে আমি আর কারও নয়।"

কানন চিনুমামার সঙ্গে ওর বাবার পরিচয় করিয়ে দিল। তারপর ওদের সকলকে দোতলার একটি ঘরে নিয়ে গিয়ে বলল, "এই ঘর তোমাদের। পছন্দ তো ?"

বাড়ির চাকর দয়ালদাও সঙ্গে ছিল। বলল, "না পছন্দ হলে অন্য ঘরও দেখাতে পারি।"

বাবলুরা সবাই বলল, "এমন সুন্দর ঘর পছন্দ হবে না মানে ? এই ঘরেই আমরা থাকব।"

কানন বলল, "বাবলুদা, তুমি প্রকৃতি ভালবাস। তাই তোমার জন্য আমি এই ঘরখানিই পছন্দ করেছি। এখান থেকে আমাদের বাগানের গাছপালা তুমি দেখতে পাবে। কত পাখি ডাকে এখানকার গাছে। কী চমৎকার ! এখানে কিছুদিন থাকলে আর যেতেই ইচ্ছে করবে না তোমার।"

বাবলু বলল, "তাই নাকি ? যদি খুব ভাল লেগে যায় তা হলে এবার থেকে যখন সময় পাব তখনই চলে আসব তোমাদের বাড়িতে।"

বাবলুরা ঘরে মালপত্তর রেখে বাথরুম সেরে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে নিল।

রসিক চিনুমামা জানলার ধারে দাঁড়িয়ে গুনগুন করে গান গাইতে লাগলেন। আর পঞ্চু করল কী তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল ছাদে। একটু পরেই পঞ্চু ছাদ থেকে নেমে এসে বাবলুর প্যান্ট ধরে শুরু করল টানাটানি। কী ব্যাপার ! হল কি পঞ্চুর ?

কানন বলল, "ও কি কিছু দেখেছে ?"

বাবলু বলল, "মনে হয়। নাহলে এমন তো ও করে না।"

সবাই তখন পঞ্চুকে সঙ্গে নিয়ে ছাদে উঠল।

পঞ্চু দূরের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করতে লাগল, "ভৌ-ভৌ-ভৌ-উ-উ-উ।" আর তারপরই কুঁই-কুঁই করে আনন্দে গড়াগড়ি খেতে লাগল।

বাবলুরা ওপরে উঠেই অবাক ! দেখল চারদিকে শুধু পাহাড় আর

পাহাড়। যেন ঢেউ খেলে গেছে। কী চমৎকার প্রাকৃতিক পরিবেশ এখানকার! অথচ স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে যখন ওরা শহরের ওপর দিয়ে এসেছিল তখন কিন্তু মনে হয়েছিল এটা পাহাড়ি এলাকাই নয়। সমতল একটা জায়গা। দেওঘরের মতো। কিন্তু এইসব বড়-বড় পাহাড়ের আড়ালে অমন মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে তা কে জানত?

বাবলু বলল, "বুঝেছি। আসলে এই নয়নমনোহর দৃশ্য দেখেই পঞ্চুবাবুর এত আনন্দ এবং সেইজন্য আমাদের সকলকে ডেকে আনল এখানে।"

কানন বলল, "তাই বুঝি! ঠিক আছে, তোমরা এখন বিশ্রাম নাও। জলটল খাও। তারপর আমি নিজে তোমাদের সঙ্গে নিয়ে এখানকার সব কিছু দেখিয়ে আনব।"

বাবলু বলল, "সত্যি, কত পাহাড় এখানে! কী সুন্দর! মনে হচ্ছে এখনই গিয়ে একটাতে উঠে পড়ি। আচ্ছা, ওই যে পাহাড়টা, ওখানে যাওয়া যায় না?"

"কেন যাবে না? ওটার পাশ দিয়েই তো তোমরা ট্রেনে করে এলে। ওই পাহাড়টার নাম খাণ্ডুলি। উস্রী নদীর ওপারে সাড়ে চার মাইল দূরে। আর ওই যে পাহাড় দেখছ, ওর নাম কৃশ্চান হিল। কত মিশ্রী পাথর আমি কুড়িয়ে আনতাম ওখান থেকে। আর ওইদিকে যে পিচ রাস্তাটা চলে গেছে ওটা গেছে পচম্বায়। খুব নামকরা জায়গা। গিরিডিরই একটা অংশ ওই পচম্বা। ওখান থেকে একটু দূরে একটা নদী আছে। তার নাম শ্লেট নদী। শ্লেট পাথরের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে নদীটা। আগে এখানকার বেশিরভাগ বাড়ির ছাদই শ্লেট পাথর দিয়ে তৈরি হত।"

বাচ্চু বলল, "আমাদের ওখানে নিয়ে যাবে না?"

"হ্যাঁ। নিশ্চয়ই নিয়ে যাব। এখানে দেখার জায়গা এত বেশি যে, ঘুরে বেড়িয়ে শেষ করতে পারবে না। হাজারিবাগের পথে মাইল পাঁচেক গেলে পড়ে জোড়া পাহাড়। মার্চ-এপ্রিলে ওখানকার পলাশ, মাদার আর শিমুল বন লালে লাল হয়ে যায়। আরও কিছুদূর গেলে পাবে

সাতঘুন্টি।"

"সাতঘুন্টি! মানে কোনও পাহাড়ের নাম নাকি?"

"হ্যাঁ। শুধু খাড়াই উঠতেই সাতটা পাকদণ্ডী। এর পর আরও কিছুদূরে আছে পরেশনাথ পাহাড়। তোপচাঁচি লেক। তারপর এদিকে পচম্বা ছাড়িয়ে গেলে বরাকর নদী। বরাকরের বালিয়াড়ি রং-বেরঙের পাথরে ভরা। পাথরের ফাটলে নানান রঙের শিরা। ওই পথেই কোডরমা। মানে যেখানে বিখ্যাত অভ্রের খনি। এই অভ্রের জন্যই আজকের গিরিডির সমৃদ্ধি। গিরিডির শ্রমিকরা পাতলা-পাতলা করে অভ্র চিরতে খুব পারদর্শী।"

"অভ্র আমাদের কী কাজে লাগে!"

"তা ঠিক বলতে পারি না। তবে সাধারণত বিদ্যুতের ইনস্যুলেটর হিসেবে এবং মোটরগাড়ির পরদার জন্য ব্যবহার করা হয়। এখানকার ঘরে-ঘরে এখন অভ্র চেরাইয়ের কারখানা। তাই পথেঘাটেও অভ্রের ছড়াছড়ি।"

বাবলু বলল, "কানন, আমার মন কিন্তু এখনই নেচে উঠছে। আমি আর থাকতে পারছি না। মনে হচ্ছে এখনই ওই প্রাকৃতিক পরিবেশে ছুটে যাই। ওই যে পাহাড়গুলো, ওইদিকে।"

এমন সময় নীচ থেকে দয়ালদা ডাকল, "দিদিমণি, ও দিদিমণি! বাবুদের সবাইকে পাঠিয়ে দাও। জলখাবার দিয়েছি।"

কানন বলল, "এসো, সবাই এসো। আসুন মামা। আগে জলযোগ তো সেরে নিন। তারপর বেড়ানো।"

ওরা নীচে মানে দোতলায় এসে দেখল ডিশ ভর্তি শিঙাড়া, কচুরি, রাজভোগ ও প্যাঁড়া থরে-থরে সাজানো। মোট ছ' জায়গায়। তার মানে ওরা পাঁচজন এবং চিনুমামার।

কানন বলল, "এ কী! পঞ্চুর প্লেট কই?"

দয়ালদা বলল, "পঞ্চু! পঞ্চু কে মা?"

"আরে পঞ্চুকে জানো না? ওই তো।"

দয়ালদা জিভ কেটে বলল, "এই রে! ওর কথা মনেই ছিল না আমার। এখনই ওরও খাবার নিয়ে আসছি।"

কানন বলল, "সকলকে যা-যা দিয়েছ ওকেও তাই দিও। কম দিও না যেন। ও আমার ছোট ভাই।"

বাবলু বলল, "তা না-হয় হল। কিন্তু তোমার খাবার কই?"

দয়ালদা বলল, "আছে। দিদিমণিরও আছে। আপনারা বসুন।"

"না। কাননও আমাদের সঙ্গে বসবে।"

কানন বলল, "উহুঁ। আমার এখন বসলে চলবে না। আমি তোমাদের জন্য চা তৈরি করব। কেননা দয়ালদা সব পারে, শুধু চা ভাল তৈরি করতে পারে না। তোমরা খাও। যেটা ভাল লাগবে চেয়ে নিও। অনেক খাবার আছে।"

অতএব বাবলুরা জলযোগে বসল। জলযোগ তো নয়, যেন পাকা দেখার খাওয়া।

একটু পরেই কানন কেটলি ভর্তি চা এনে সকলের কাপে ঢেলে দিতে লাগল।

বাবলুদের জলযোগ শেষ হলে কানন বলল, "আজ আমার জন্মদিন উপলক্ষে সন্ধের সময় প্রীতিভোজের আয়োজন হয়েছে। বহু লোকজন আসবে বাড়িতে। কাজেই বিকেলে কোথাও বেরনো যাবে না। এখন চলো, তোমাদের কোলিয়ারি দেখিয়ে আনি।"

বাবলু বলল, "এখানে কোলিয়ারি আছে নাকি?"

"হ্যাঁ। ওই যে পাহাড়গুলো দেখলে, ওর কোলেই।"

বাবলুরা তৈরিই ছিল। তাই আনন্দে নেচে উঠল। কানন শুধু পাশের ঘরে গিয়ে পোশাকটা পালটে এল। সাদা প্যান্ট আর নাইলনের লাল গেঞ্জিটা পরে হাসতে-হাসতে এসে বলল, "এসো।"

বাবলুরা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল কাননের দিকে। বড়লোকের কিশোরী মেয়ে। টকটকে ফর্সা গায়ের রং। তার ওপরে এই বেশ। যেন পাহাড়তলিতে পলাশবন এখনই লালে লাল।

ওরা সবাই যখন যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হল, চিনুমামা তখন শোওয়ার ব্যবস্থা করতে লাগলেন। বললেন, "আমার অত ঘোরার বাতিক নেই বাবা। তোরা যা। আমি একটু ঘুমোই। ঘুমে আমার দু'-চোখ জুড়ে আসছে।"

কানন বলল, "বেশ তো। আমি তা হলে এদের নিয়েই যাই। তবে মামা আপনি আমাদের সঙ্গে একটু এসে এখানকার কালীবাড়িটা দেখে যেতে পারেন।"

চিনুমামা বললেন, "কতদূর?"

"কাছেই। আসুন না!"

অতএব চিনুমামাও চললেন।

যাওয়ার সময় ধূর্জটিবাবু বললেন, "যাও, আমাদের গিরিডির রাস্তাঘাট ঘুরে বেড়িয়ে এসো। এখানে কোনও ভয় নেই। খুব ভাল জায়গা। স্বাস্থ্যকর। এখানকার হজমি জলে খিদে বাড়ে।" তারপর কাননকে বললেন, "তুই নিজে গিয়ে সব দেখিয়ে-শুনিয়ে দে। তবে বেশিদূরে নিয়ে যাস না যেন! আর কাল যদি উশ্রী যাস তো রহমতকে একবার পাঠিয়ে দিস আমার কাছে।"

কানন বলল, "ঠিক আছে।"

গিরিডির পথঘাট সত্যিই চমৎকার! অনেকে বলেন নোংরা জায়গা। কিন্তু বাবলুদের তা মনে হল না। খানিক হেঁটে এসেই ওরা কালীবাড়িতে পৌঁছল। ছোট্ট মন্দির। প্রধান সড়কের ওপর। বাঙালি পূজারী। বেশ ভাল জায়গা।

এখানে চারদিকেই ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বীদের ঘরবাড়ি বেশি। আসলে এক সময় ব্রাহ্মদের ঘাঁটি ছিল এই গিরিডি। বহু নামী-দামী লোকের বাস ছিল এখানে। সেসব আজ ইতিহাস হয়ে গেছে।

মন্দিরে কালীমূর্তি দর্শন হলে চিনুমামা বললেন, "তোরা তা হলে কোলিয়ারি দেখতে যা। আমি ঘরে গিয়ে দয়ালদার হাতে এক কাপ চা খেয়ে শুই। একটু না ঘুমোলে শরীর ঝরঝরে হবে না।"

কানন বলল, "আমরা তা হলে আসি মামা! আপনার এক ঘুম শেষ হলেই আমরা এসে পড়ব।"

এমন সময় একটি পরিচিত টাঙ্গা দেখতে পেয়ে কানন ডাকল তাকে, "রহমত! রহমত!"

রহমত টাঙ্গা নিয়ে এগিয়ে এসে বলল, "কী দিদিমণি!"

"তোমাকে বাবা একবার দেখা করতে বলেছেন। আজই। আর

আমার এই বন্ধুরা এসেছেন বেড়াতে। এঁদের নিয়ে চলো একবার বেনিয়াড়ি কয়লাখনি থেকে ঘুরে আসি।"

"বেনিয়াড়ি! চলো। তা বন্ধুদের উশ্রী ফল্‌স না দেখিয়ে বেনিয়াড়ি কেন?"

"উশ্রী যাব। তবে বন্ধুরা আজই এসেছেন তো। তাই ভাবছি কাল যাব। বাবা ওইজন্যই তোমাকে ডেকেছেন।"

বাবলুরা সবাই টাঙ্গায় উঠল।

টাঙ্গা ছুটল টগ বগ টগ বগ করে। প্রশস্ত রাজপথের ওপর দিয়ে বড়-বড় অট্টালিকার পাশ দিয়ে ডান দিকে সংকটা মন্দির ও বাঁ দিকে থানা ফেলে রেখে টাঙ্গা ফাঁকা জায়গায় এসে পৌঁছল। সে কী পাহাড়ের সৌন্দর্য সেখানে! চারদিকে শুধু পাহাড়, পাহাড় আর পাহাড়। ছোট-বড় অগুন্তি টিলা আর পাহাড়।

কানন বলল, "এইটাই বেনিয়াড়ি খনি এলাকা। এর নাম ভাদুয়া। এই কোলিয়ারিটা ইস্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ের। এখানে কয়লা কোক করা হয়। কয়লার সঙ্গে আরও অনেক জিনিস উৎপন্ন হয় এখানে। যেমন আলকাতরা, ন্যাপথলিন, সালফেট অব অ্যামোনিয়া, আরও কত কী।

এক জায়গায় টাঙ্গা থামিয়ে ওরা একটি টিলার ওপর চড়চড় করে উঠে গেল। তারপর সেখান থেকে নেমে উঠল আর-এক টিলায়। এইভাবে দু'-একটা টিলায় ওঠানামা করে ওরা নেমে এল খনি এলাকায়। এখানে চারদিকে রং-বেরঙের পাথর। আর তারই মাঝে-মাঝে কালো কয়লার গভীর খাদ। ওরা সেই খাদের ধারে-ধারে উঁচু-নিচু প্রান্তরে ঘোরাফেরা করতে লাগল। কত কুলি-কামিন খাদে নেমে কয়লা কাটছে। আবার এই উন্মুক্ত প্রান্তরে প্রকাশ্য দিবালোকে সাইকেল বোঝাই হয়ে কয়লা পাচারও হয়ে যাচ্ছে খনির বাইরে।

টাঙ্গাটাকে বহু দূরে রেখে ওরা যখন একেবারে খনির অপর প্রান্তে চলে গেছে তখন হঠাৎ এক নির্জনে কী দেখে যেন গর্‌র্ গর্‌র্ করে উঠল পঞ্চু।

যেই না করা অমনই একটা ঝোপের আড়াল থেকে কে যেন একটা পাথর ছুড়ে মারল পঞ্চুকে লক্ষ্য করে। পঞ্চু এক লাফে সেটার আঘাত

থেকে নিজেকে বাঁচাল। তারপর হাউহাউ করে সেদিকে ছুটে যেতেই দু'জন লোককে রিভলভার হাতে উঠে দাঁড়াতে দেখা গেল।

বাবলুরা চমকে উঠল। এরা তো সেই লোক। কাল রাতের তাড়া খাওয়া, মারধোর খাওয়া এবং পঞ্চুর দ্বারা ক্ষতবিক্ষত সেই তিনজনের দু'জন। ওদের দু'জনকেই সশস্ত্র দেখে বাবলু পঞ্চুকে ডাকল, "পঞ্চু! কাম ব্যাক।"

বিপদ বুঝে পঞ্চুও থেমে দাঁড়াল। না থামা ছাড়া উপায় নেই। এখনই গুলি করে দেবে ওরা।

লোক দু'জনের মাথায় ব্যান্ডেজ। নাকে, গালে লিকো প্লাসটার করা। তারা বিস্মিত এবং ক্রুদ্ধ চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল ওদের দিকে। তারপর ধীরে-ধীরে বেরিয়ে এল ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে। এখানে কী করছিল ওরা? ঝোপের আড়ালে ছায়ায় কচি-কচি ঘাসের ওপর শুয়ে বিশ্রাম করছিল? হয়তো তাই।

বাবলু তবুও ভয় না পাওয়ার ভঙ্গিতে বলল, "কী ব্যাপার! তোমাদের সঙ্গে তো আরও একজন ছিল। সে কোথায়?"

"ও মর চুকা। আভি তুম মরোগে।"

লোক দুটি রিভলভার উঁচিয়ে ধীরে-ধীরে ওদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। কী বিচ্ছিরি সাপের মতো চাউনি। দেখলে ঘেন্না হয়। ওরা এগিয়ে আসতে লাগল আর বাবলুরা এক-পা এক-পা করে পিছোতে লাগল। এ ছাড়া উপায়ই বা কী? পোশাক পালটানোর সময় বাবলু ওর পিস্তলটা কাননদের বাড়িতেই ফেলে রেখে এসেছে। ওটা যদি কাছে থাকত তা হলে খেলা দেখাত বাছাধনদের।

ওদের ভেতর থেকে একজন হিংস্র গলায় বলল, "চুপচাপ খাড়া রহো। হটো মাৎ।"

বাবলুরা থেমে পড়ল।

ওদের একজন করল কী, রিভলভারটা পকেটে রেখে ওদের খুব কাছের দিকে এগিয়ে এল। তারপর কাননের গলার মূল্যবান হারটা খুলে নিতেই ম্যাজিক।

পঞ্চু কারও কোনও নির্দেশ পাওয়ার আগেই 'আঁক' করে লাফিয়ে

উঠে রিভলভার ধরা লোকটির হাতটিকে কামড়ে ধরল। আর সেই সুযোগে বাবলুরা করল কী, সদলবলে ঝাঁপিয়ে পড়ল ছিনতাইকারীর ওপর। বিলু সর্বাগ্রে তার পকেট থেকে বার করে নিল রিভলভারটা। তারপর সেটা বাবলুর হাতে দিতেই প্রাণের দায়ে ছোটা শুরু করল লোকটি।

বাবলুও রিভলভার উঁচিয়ে তাড়া করল তাকে, "যাবি কোথায় বাছাধন ? দে শিগ্‌গির হারটা। দে বলছি।"

লোকটা কোনওরকমে হারটা ছুড়ে ফেলে দিয়েই আরও জোরে ছোটা শুরু করল। ততক্ষণে তার ওপর এলোপাতাড়ি পাথরের বৃষ্টি শুরু হয়েছে। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু, কানন কেউ আর বাদ নেই। সবাই হাতের কাছে যা পেল তাই ছুড়তে শুরু লাগল।

হঠাৎই ঘটে গেল অঘটন। লোকটি জোরে ছুটতে গিয়ে নুড়ি পাথরে পা হড়কে একেবারে হড়হড় করে গড়িয়ে পড়ল পরিত্যক্ত এক অতলস্পর্শী খাদে।

দূরের শ্রমিকরা সবাই হইহই করে উঠল সেই দৃশ্য দেখে। তারপর কাজ ফেলে দলে-দলে ছুটে এল তারা। ততক্ষণে সব শেষ। ওরা ওপর থেকে ঝুঁকে পড়ে দেখল রক্তাক্ত কলেবরে খাদের বহু নীচে পাথর ও জলের ধারে লোকটির লাশ পড়ে আছে। তাই দেখে শিউরে উঠল সকলে।

কয়েকজন লোক ওদের কাছেও এগিয়ে এল এবার। বলল, "এ আদমি কৌন হ্যায় ভাই ?"

বাবলু সব কথা খুলে বলল সকলকে।

আর-একজন লোক, মানে পঞ্চু যার হাত কামড়ে ধরেছিল সে তখনও সেই অবস্থাতেই দাঁড়িয়ে ছিল। না দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া উপায় তো নেই। কেননা বাবলু না বলা পর্যন্ত পঞ্চু ওর হাত ছাড়বে না।

বাবলু বলল, "পঞ্চু ওকে ছেড়ে দে এবার।"

পঞ্চু ছেড়ে দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই লোকটি ধুপ করে বসে পড়ল। ওর হাত থেকে রিভলভারটা খসে পড়ল সেখানেই।

শ্রমিকের দল সেটা কুড়িয়ে নিয়ে বলল, "আরে বাবা। এ তো

পহেলা নম্বরকা ডাকু হ্যায়। পুলিশ মে ভেজ দো ডাকু কো।"

দু'-একজন শ্রমিক চাপা গলায় নিজেদের মধ্যে কীসব বলাবলি করল। তাদের হাবভাব দেখে মনে হল এই লোকটিকে তারা আগে থেকেই চিনত।

বাবলু বলল, "না, না। পুলিশে দেওয়ার দরকার নেই। ওর জন্য আরও বড় শাস্তি তোলা আছে। আমাদের কুকুর খুব কম করেও মিনিট দশেক কামড়ে ধরেছিল ওর হাতটাকে। বিষ যা ঢুকেছে তাতে একশো চল্লিশটা ইনজেকশন নিলেও এ বিষ নামবে না। অতএব আর একে মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দিয়ে লাভ নেই।"

লোকটিকে ছেড়ে দিয়ে বাবলুরা যখন চলে আসছে তখন দেখল কয়লার চোরা পাচারকারী দলের দুটো লোক সাইকেলে কয়লা বোঝাই করে টেনে আনতে-আনতে বাবলুদের দিকে তাকিয়ে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বলল, "ভাগো হিঁয়াসে। ফিন কভি আয়েগা মার ডালে গা।"

"বিলু বলল, "কেন, তোমাদের কী করেছি আমরা ?"

লোক দুটি রক্তচক্ষুতে বলল, "ক্যা কিয়া থা ওহি দিন সমঝে গা, যব মার মারকে হাড্ডি তোড় দুঙ্গা।"

ভোম্বল বলল, "ও, বুঝেছি। ওরা তোমাদের দলের লোক বোধ হয় ? তাই খুব গায়ে লেগেছে ?"

লোকদুটো এবার অশ্রাব্য গালাগালি দিতে-দিতে চলে গেল সেখান থেকে।

বাবলুরাও আর দেরি না করে বাড়ি ফিরে এল। তবে ফেরবার সময় ওরা কোথাও কোনও বাধা না পেলেও বেশ বুঝতে পারল একজন ভয়ঙ্কর দর্শন লোক মোটরবাইক নিয়ে ওদের অনুসরণ করছে।

ঘরে ফিরে ধূর্জটিবাবুকে সব কথা বলতেই ধূর্জটিবাবু বললেন, "দেখো বাবা, তোমরা ছেলেমানুষ। কিন্তু এখানকার এই গ্যাঙটা বড় ডেঞ্জারাস। এরা চুরি ডাকাতি খুন রাহাজানি কী না করে ? প্রথমত, রাতের অন্ধকারে ট্রেনের কামরা থেকে মালপত্তর চুরি এবং দ্বিতীয়ত, এই কয়লার চোরা কাটরার কাজ। দুই-ই করে। এই ব্যবসায় ফুলে লাল হয়ে যাচ্ছে কত লোক। এরা সেই দলের। কাজেই স্টেশনে যে

গণধোলাই হয়েছে এবং তাতে যে ওদের একজন লোক মারা গেছে বা এই খাদে পড়ে আর একজনের ওই নৃশংস মৃত্যু—এর বদলা কিন্তু ওরা না নিয়ে ছাড়বে না। কাজেই আমার মনে হচ্ছে এই ঘটনার পর তোমাদের আর এক মুহূর্ত এখানে থাকা ঠিক না।

কানন দুঃখের সঙ্গে বলল, "কী বলছ তুমি বাবা? তার মানে ওরা চলে যাবে?"

"হ্যাঁ মা। ওদের ভালর জন্যই বলছি। আজ রাত্তিরটা থেকে কালই ভোরে চলে যাবে ওরা। তবে ট্রেনে নয়। আমি মোটরের ব্যবস্থা করছি। তাইতে চেপেই শেষরাতের অন্ধকারে ধানবাদে গিয়ে ট্রেন ধরবে ওরা। পরে এদের গ্যাঙটা ধরা পড়লে আবার আমি নিজে চিঠি লিখে বা নিজে গিয়ে নিয়ে আসব ওদের।"

কানন বলল, "কিন্তু...।"

"কোনও কিন্তু নয়। মোটরবাইকে চেপে পিছু নিয়ে ওরা যখন বাড়ি দেখে গেছে, তখন কিছু একটা মতলব ওদের আছেই।"

ঘটনাটা যেভাবে মোড় নিল এবং ধূর্জটিবাবু যা আশঙ্কা করছেন, পাণ্ডব গোয়েন্দারা তাকে অমূলক বলে মনে করল না। কাজেও ওদের জন্য উনিও যাতে ব্যতিব্যস্ত না হন সেটাও তো দেখা দরকার।

বাবলুরা দোতলায় উঠে দেখল চিনুমামা তখনও নাক ডাকিয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। বাবলুরা সবাই মিলে ডেকে তুলল চিনুমামাকে। তারপর ছাদে বসে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে লাগল। কানন নীচে গেলে ওরা স্থির করল, কাল ভোরে ওদের ধানবাদ চলে যেতে হলেও ধানবাদ থেকে আবার ফিরে আসবে ওরা। এবং এখানকার রাজঘরিয়া ধর্মশালায় উঠে রীতিমতো পেছনে লাগবে ওই দুষ্ট চক্রের।

॥ ৯ ॥

সেদিন সন্ধ্যার পর যখন দলে-দলে অতিথিরা এসে ভরিয়ে তুলল কাননদের বাড়ি, তখন রীতিমতো একটা উৎসব লেগে গেল। দুপুরের পর থেকেই ইলেকট্রিক মিস্ত্রিরা এসে লাল-নীল টুনির মালায় সাজিয়ে

দিল গোটা বাড়ি। সন্ধ্যায় আলোকময় হয়ে উঠল চারদিক।

অতিথি-অভ্যাগতয় ঘর ভরে উঠল।

খাবারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল যাদের ওপর, তারা গাড়ি ভর্তি খাবার পৌঁছে দিয়ে গেল। এই অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন খুব কম করেও শ'খানেক লোক। এঁদের অধিকাংশই বাঙালি।

কাননকে ওর বান্ধবীরা মনের মতন করে সাজিয়ে দিল। যেন বিয়ের কনে।

কত উপহার উপঢৌকন যে পেল কানন, তা বলবার নয়! পাণ্ডব গোয়েন্দারা ওর জন্য একটি সোনার লকেট এনেছিল। তাইতে লেখা ছিল 'পাণ্ডব গোয়েন্দা'। বিচ্ছু সেটি আদর করে পরিয়ে দিল কাননের গলায়।

এর পর এখানকার এক ধনী ব্যবসায়ী শেঠ সূরজমল আগরওয়ালা দিলেন একটি হিরের নেকলেস। সেটি এতই মূল্যবান যে, সকলের সমস্ত উপহারের চেয়ে দামী।

যাই হোক, সমস্ত অতিথি-অভ্যাগতরা যখন কাননকে নিয়ে উৎসবে মেতে উঠেছে তেমন সময় হঠাৎ আলোটা নিভে গেল। লোডশেডিং? না। তা যদি হত তা হলে বাইরের সর্বত্র আলো জ্বলত না। শুরু হল কোলাহল। এবং সেই অন্ধকারে সবাই যে যার নিজেকে সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আলো জ্বলে উঠল। কিন্তু আলো যখন জ্বলল তখন দেখা গেল সবাই যে যার নিজ নিজ জায়গাতেই আছে, শুধু যাকে ঘিরে এই উৎসব সেই কাননই নেই।

ধূর্জটিবাবু ডুকরে কেঁদে উঠলেন, "এমন হবে আমি জানতাম। এ আমার কী সর্বনাশ হল! আর কি আমার মাকে ফিরে পাব?"

কীভাবে যে কী হয়ে গেল তা টেরও পেল না কেউ। কোনও চিৎকার নেই, চেঁচামেচি নেই। শুধু নিঃশব্দে অপসারণ। তার মানে অতিথির ছদ্মবেশে নিশ্চয়ই কেউ এসেছিল এখানে। অথবা ধারেকাছেই কেউ ওত পেতে ছিল। মেন সুইচ অফ করে কাননকে নিয়ে গেল ওরা।

এমন সময় দয়ালদা ছুটতে-ছুটতে ঘরে ঢুকেই বলল, "পারলাম না বাবু, দিদিমণিকে রক্ষা করতে পারলাম না। আমার দিনিমণিকে নিয়ে মোটরবাইকে চেপে চলে গেল একটা লোক।"

মোটরবাইক? এ তো তা হলে সেই লোক। যে কিনা সকালে বেরিয়াড়ি থেকে ওদের অনুসরণ করছিল। ও মুখ তো চেনা। কাজেই তাকে খুঁজে বার করতে তো অসুবিধে হবে না।

বাবলুরা দেখল, দয়ালদার সারা গা রক্তে ভেসে যাচ্ছে। বাবলু জিজ্ঞেস করল, "কিন্তু আপনার এই অবস্থা কী করে হল দয়ালদা?"

"ওরা আমার মাথায় লোহার রডের বাড়ি মেরে পালাল।"

"ওরা ক'জন ছিল বলতে পারো?"

"একজন তো দিদিমণিকে নিয়ে গেল। আর দু'জন লুকিয়ে ছিল অন্ধকারে। আমাকে ঘা মেরেই পালাল।"

বাবলু বলল, "চিনুমামা, আপনি দয়ালদাকে নিয়ে ডাক্তারখানায় চলে যান। আমি এখনই আসছি।"

ধূর্জটিবাবু বললেন, "না, না। তুমি যেও না। কোথায় যাবে তুমি? আমার যা হওয়ার হয়েছে। তাই বলে তোমাকে ছাড়তে পারি না। কারণ ওদের আসল টার্গেট তুমি।"

বাবলু বলল, "আপনি আমার জন্য ভাববেন না। আমি চুপচাপ বসে থাকবার ছেলে নই।" তারপর বিলুকে বলল, "বিলু, তুই আমার সঙ্গে আয়। পঞ্চুও থাকবে আমাদের সঙ্গে। পঞ্চু! পঞ্চু!..."

কিন্তু কোথায় পঞ্চু? বারবার ডেকেও পঞ্চুর কোনও সাড়াশব্দই পাওয়া গেল না।

অতএব পিস্তলটা সঙ্গে নিয়ে বাধ্য হয়েই বিলু-সহ পথে নামল বাবলু। বেরিয়াড়িতে যাওয়ার সময় থানাটা কোনখানে তা এক নজরে দেখে নিয়েছিল। কাজেই সোজা বিলুকে নিয়ে এগিয়ে চলল থানার দিকে।

কিন্তু থানার কাছাকাছি যেই না এসেছে ওরা, অমনই এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। চারদিক ধোঁয়ায় ধোঁয়াচ্ছন্ন হয়ে গেল। বাবলু, বিলু কোনও কিছু বুঝে ওঠার আগেই দেখল কয়েকটি বজ্রবাহু ওদের শক্ত করে টিপে

ধরে নিমেষের মধ্যে হাত-মুখ বেঁধে তুলে নিল একটি মোটরে।

ওরা দু'জনে বাধা দেওয়ার অনেক চেষ্টা করল। কিন্তু যখন বুঝল কোনও উপায়ই নেই তখন নীরবে আত্মসমর্পণ করল ওরা। ওদের দু'জনকে সিটের নীচে শুইয়ে প্রায় পাঁচ-সাতজন লোক গাড়িতে উঠে পা দিয়ে শক্ত করে টিপে রইল ওদের। মোটর রাতের অন্ধকারে ঝড়ের বেগে ছুটে চলল।

অনেকক্ষণ চলার পর এক জায়গায় এসে থামল গাড়িটা। বাবলুরা অনুমানে বুঝল একটা গভীর জঙ্গলের মধ্যে চলে এসেছে ওরা। কাছে বা দূরে কোথাও কোনও ঝরনাও আছে। তারই ক্ষীণ ছরছর শব্দ কানে আসছে ওদের। লোকগুলো সেই জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ওদের টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলল।

বাবলু, বিলু দু'জনেই চতুর। ওরা বুঝল এইরকম অবস্থায় অযথা ধস্তাধস্তি না করে নীরবে আত্মসমর্পণ করাই ভাল। তাই চুপচাপ ওদের অনুগামী হল ওরা।

বেশ কিছুক্ষণ হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়ার পর জঙ্গলের মধ্যে একটি কাঠের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি ছোট্ট চালাঘরে ওদের আটকে রাখল ওরা। তারপর একজনকে পাহারায় রেখে চলে গেল।

বাবলু ও বিলু বন্দী অবস্থায় অত্যন্ত অসহায় বোধ করল নিজেদের। এটা যেন মারাত্মক এক কয়েদখানা। জঙ্গলের এই ঝোপড়ি ঘরে সাপখোপও থাকতে পারে। তা ছাড়া প্রচণ্ড মশার কামড়ে দু'-এক মিনিটেই অস্থির হয়ে উঠল ওরা। এই ঘর দেখে মনে হল কাঠুরেরা জঙ্গলে কাঠ কাটতে এসে দুপুরবেলা এখানে বিশ্রাম করে।

বাবলু বলল, "হল ভাল। এ কোন খপ্পরে পড়লাম রে বিলু!"

বিলু বলল, "আর ভাল লাগে না। দু'দিন কোথায় ঘুরব, বেড়াব, তার জায়গায় এ কী গেরো বল দেখি?"

বাবলু বলল, "আমার চিন্তা হচ্ছে কাননের জন্য।"

"রাখ তোর কানন। এখন নিজেরা কী করে বাঁচব তাই দেখ।"

"ও-কথা বলিস না রে বিলু! একবার ভেবে দেখ দিকিনি কাননের বিপদ স্রেফ আমাদের জন্য নয় কি? আর সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে,

কাননকে নিয়ে গিয়ে ওরা কোথায় রাখল ? এদের কি আরও অনেক ঘাঁটি আছে ? হয়তো হবে। এখন একটা মতলব বার কর।"

"কী মতলব ?"

"কীভাবে এখান থেকে মুক্তি পাওয়া যায় ?"

বিলু বলল, "আমার তো মাথায় কিছু আসছে না।"

বাবলু বলল, "এক কাজ কর, আমি গড়িয়ে-গড়িয়ে তোর কাছে যাই। তুই চেষ্টা কর কোনওরকমে আমার বাঁধনটা খুলতে।"

"কী করে খুলব ? হাত তো পিছমোড়া করে বাঁধা।"

"তা হলে আমি ঘুরে শুই। তুই গড়িয়ে-গড়িয়ে আমার দিকে আয়। আমি ঠিক খুলে দেব।"

বিলু তাই করল। সেই অন্ধকারে অনুমানে ভর করে গড়িয়ে-গড়িয়ে বাবলুর কাছে এল। বাবলু ঠিক কায়দা করে খুলে দিল বাঁধনটা। বাঁধনমুক্ত হতে বিলু নিজেই এবার পায়ের বাঁধন খুলে মুক্ত করল বাবলুকে।

মুক্ত হয়ে বাবলু বলল, "দেখ বিলু, এরা আমাদের এই জঙ্গলে সাময়িকভাবে আটকে রাখলেও এটা কিন্তু এদের আসল ঘাঁটি নয়। এদের আসল ঘাঁটি যেখানে, কাননকে ঠিক সেখানেই নিয়ে গেছে এরা।"

"কিন্তু সেটা কোথায় এবং কীভাবে আমরা যাব ?"

"তা জানি না। তবে আগে এই বন্দীশালা থেকে আমাদের মুক্তি পেতে হবে। তারপর দেখছি কী করে কী করা যায়।"

ওরা সেই ঝোপড়ি ঘরের আগলটার কাছে এসে অনেক টানাটানি করল সেটাকে খোলবার জন্য। কিন্তু না। বৃথা চেষ্টা। কিছুতেই কিছু করা গেল না।

বাবলু আর বিলু তখন অভিনয়ের ভঙ্গিতে কান্নার সুরে বিকট চিৎকার করতে লাগল। এতেই কাজ হল। যে-লোকটি পাহারায় ছিল সে ছুটে এল, "এই চেল্লাও মাৎ।"

বাবলু আর বিলু উপুড় হয়ে শুয়ে থাকার ভঙ্গিতে বলল, "চেল্লাচ্ছি কি সাধে ? আমার হাতে একটা দু' ভরি সোনার পদক ছিল, সেটা দেখতে

পাচ্ছি না। একটু আগেও ছিল। এই অন্ধকারে কোথায় পড়ে গেল সেটা ?"

"তাই নাকি ?"

বিলু বলল, "হ্যাঁ। আমার হাতে সোনার ঘড়ি ছিল। সেটাও খুলে গেছে।"

বাবলু বলল, "শুধু তাই নয়। এত জোরে তোমরা বেঁধেছ আমাদের যে, হাতের সোনার আংটিগুলো পর্যন্ত আঙুলে গেঁথে গেছে। জ্বালা-জ্বালা করছে সব।"

লোকটি বলল, "আর ঘণ্টাখানেক বাদেই তো তোদের দু'জনকে ঝরনার ধারে রেখে আসব আমরা। তখন জ্যান্ত বাঘের পেটে যাবি তোরা। তা ঘড়ি আংটি পদক নিয়ে করবি কী ? ওগুলো বরং আমাকেই দে।" বলে লোকটা টর্চ নিয়ে যেই না আগল খুলে ভেতরে ঢুকল অমনই বাবলু আর বিলু বাঘের বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। বাবলু পিস্তলের নল দিয়ে লোকটার মাথায় দু' ঘা দিতেই 'মর গয়ী রে, বাবা রে' বলে বসে পড়ল সেখানে। সেই সুযোগে ওরা দু'জনেই বাইরে বেরিয়ে জানলাটা শক্ত করে এমন এঁটে দিল যে, হাজার চেষ্টা করেও যাতে ও বাইরে বেরোতে না পারে। ওর দলের লোকেরা এসে যখন মুক্তি দেবে তখনই মুক্তি পাবে ও।

বাবলুরা ওইখান থেকে বেরিয়ে এসেই জঙ্গলের শুঁড়িপথ ধরে চওড়া রাস্তায় এসে পড়ল।

বিলু বলল, "এই যাঃ। খুব ভুল হয়ে গেল রে বাবলু।"

"কী হল ?"

"লোকটার হাতে একটা টর্চ ছিল। সেটা নিয়ে পালিয়ে এলেই হত। যাবি আর-একবার ?"

"মাথা খারাপ ? বিপদের ঝুঁকি কখনও নিজের থেকে নিবি না।"

যাই হোক, ওরা কোন দিক দিয়ে যে এসেছিল কিছু ঠিক করতে না পেরে সোজা রাস্তা যেদিকে গেছে সেইদিক ধরেই ছুটতে লাগল। খানিক ছোটার পরই একটা হড়হড় শব্দের প্রবল বেগ কানে এল ওদের। শব্দটা এত বেশি হতে লাগল যে, কান পাতা দায় হল।

ওরা একসময় ছোটা বন্ধ করে বড়-বড় পাথরের খাঁজ বেয়ে একটু নীচের দিকে নামল। এখানটা পুরোপুরি পাহাড়ি এলাকা। শুধু পাহাড় আর জঙ্গল। এক সময় এক বিস্তীর্ণ উপলাকীর্ণ প্রান্তরে এসে পড়ল ওরা। দেখল এক খরস্রোতা নদী সেই প্রান্তরের ওপর দিয়ে প্রবল বেগে লাফাতে-লাফাতে ছুটে এসে সশব্দে নীচের দিকে গড়িয়ে পড়ছে।

বাবলু বলল, "সম্ভবত এইটাই উশ্রী প্রপাত।"

বিলু বলল, "ঠিক বলেছিস। কিন্তু তা যদি হয় তা হলে তো আমরা গিরিডি থেকে অনেক দূরে চলে এসেছি। এখন এই বনে-জঙ্গলে এইভাবে ঘুরে কি বাঘের পেটে যাব শেষকালে?"

হঠাৎ এক জায়গায় একটু আলো দেখে থমকে দাঁড়াল ওরা। এই ঘন বন জঙ্গল টিলা ও পাহাড়ের রাজত্বে আলো কোথা থেকে আসে?

বাবলু বলল, "চল তো বিলু, একটু এগিয়ে গিয়ে দেখি। নিশ্চয়ই কোনও শয়তানের ঘাঁটি ওটা।"

এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ এত অপরূপ যে, তার তুলনা নেই। তার ওপর এই জ্যোৎস্না রাতে আরও মনোরম। শাল ও মহুয়া ফুলের মিষ্টি গন্ধে বাতাস এখানে ভরে আছে। ওরা ছিল নদীগর্ভের উপরাংশে। এইখান দিয়ে প্রবল বেগে ঝরনাটা জলপ্রপাতের মতো নীচে নামছে। অজস্র জলকণাগুলি মনে হচ্ছে যেন ধোঁয়ার কুণ্ডলী। ঝরনার এখানে অনেক ধারা। তবে প্রধান তিনটি। বাঁ দিকেরটি সবচেয়ে ছোট। তারপর মাঝারি। তারপরে সবার বড়। ওরা একটি বৃহৎ বটগাছের ডাল ধরে নীচে নামতেই দেখল একটি প্রকাণ্ড কষ্টিপাথরের পাশে বড় একটি কুণ্ডের মতো জায়গায় জল জমেছে। তার ঠিক পাশেই আছে একটি বড় গুহা।

ওরা গুহার কাছে এসে যেই না এক ধাপ নেমেছে অমনই যা দেখল তাতে ভয়ে বুক শুকিয়ে গেল ওদের। দেখল ছায়া-ছায়া কালো-কালো কারা যেন আশেপাশে ঘোরাঘুরি করছে।

বাবলু চাপা গলায় বলল, "বিলু, কিছু বুঝতে পারছিস?"

"তা আর পারছি না? শয়তানরা নিশ্চয়ই খোঁজাখুঁজি করছে আমাদের।"

"আরে না, না। ভাল করে চেয়ে দেখ।"

বিলু সবিস্ময়ে দেখল কতকগুলো ভালুক জঙ্গলের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে নদীতে জল খাচ্ছে। কেউ-বা পাথরে গড়াগড়ি দিচ্ছে। আর কেউ-বা...। আরে! ওটা কী?

ওরা হঠাৎই দেখতে পেল একটা মোটরবাইক দুর্ঘটনা ঘটিয়ে পড়ে আছে এক জায়গায়। এবং দু'-একটা ভালুক তাদের নখ দিয়ে চিরে-চিরে কার যেন রক্ত শুষে খাচ্ছে। সম্ভবত মোটরবাইকের আরোহীর।

বিলু বলল, "সর্বনাশ! নিশ্চয়ই এটা সেই বাইক। যেটা কাননকে নিয়ে পালিয়ে এসেছে। কেননা দিনমানে এই দুর্ঘটনা ঘটলে কারও না কারও নজরে পড়ত। কিন্তু রাতের অন্ধকারে এই শ্বাপদসঙ্কুল প্রান্তরে কে কাকে রক্ষা করে? এ সেই!"

বাবলু বলল, "তা হলে কানন কোথায়? পঞ্চু কই?"

ওরা এক-পাও না এগিয়ে চুপচাপ ঝরনার দিক ঘেঁষে পাথরে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্য দেখতে লাগল। এ ছাড়া উপায় কী? আর এগনো যাবে না, পেছনোও না।

অনেকক্ষণ ধৈর্য ধরে বসে থাকার পর ভালুকগুলো এক-এক করে চলে যেতেই ওরা দেখতে পেল পাথরের ফাঁকে-ফাঁকে খাঁজে-খাঁজে পা দিয়ে লাফাতে-লাফাতে একটা কুকুর ছুটতে-ছুটতে এসে সেই মৃত লোকটাকে শোঁকাশুঁকি করতে লাগল।

বাবলু বলল, "এ তো পঞ্চু! পঞ্চু এখানে কী করে এল রে? তা হলে তোর অনুমানই ঠিক?" বাবলু ডাকল, "পঞ্চু!"

পঞ্চু কান খাড়া করে একবার বাবলুর ডাক শুনল, তারপর এদিক-ওদিক চঙমঙ করে তাকিয়ে ওদের দেখতে না পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "ভৌ-উ-উ-উ।"

বাবলু বলল, "আমরা এখানে-এ-এ-এ।"

এবার দেখতে পেল পঞ্চু। তারপর লাফাতে-লাফাতে এসে ওদের প্যান্ট কামড়ে টানাটানি লাগাল। ওরা পঞ্চুর সঙ্গে একটু এগিয়েই দেখল মোটরবাইকটা যেখানে পড়ে ছিল তার একটু ওপরে এক জায়গায় ঢালের গায়ে বড় একটি পাথরের খাঁজে রক্তাক্ত কলেবরে উপুড় হয়ে পড়ে আছে

কানন। সম্পূর্ণ জ্ঞানহীন অবস্থায় পড়ে আছে সে। বাবলুর ভয় হল, মরে যায়নি তো? ওরা দু'জনে ছুটে গিয়ে তাকে সেখান থেকে উদ্ধার করে বড় একটি পাথরের ওপর চিৎ করে শোওয়াল। এই তো গা বেশ গরম। নিঃশ্বাসও পড়ছে। অতএব দুশ্চিন্তার কিছু নেই। শুধু প্রচণ্ড আঘাতে সংজ্ঞাহীন। ভাগ্যে পাথরের খাঁজে আটকে ছিল। নাহলে ভালুকেই দিত শেষ করে।

কাননের কপালের ওপর মাথার কাছে একটা পাশ বেশ গভীরভাবে কেটে গেছে। সেখান দিয়ে রক্ত ঝরছে অনবরত। উপুড় হয়ে পড়ার জন্য নাকেও আঘাত লেগেছে। তাই নাক দিয়েও রক্ত ঝরছে খুব। গলায় ওদের দেওয়া সেই লকেট, আগরওয়ালার হিরের নেকলেস সবই ঠিক আছে। তার মানে ছিনতাই হওয়ার আগেই দুর্ঘটনাটা ঘটেছে। বাবলু এবার বেশ ভাল করে কাননের গায়ে হাত দিয়ে বুঝল গা এত গরম যে, জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে।

এখন কী করা যায় ওকে নিয়ে? এই অবস্থায় ওকে ফেলে রেখে তো কোথাও যাওয়া যায় না। অথচ ওর এখনই সুচিকিৎসার প্রয়োজন।

বাবলু বলল, "দেখ বিলু, আপাতত কাননকে নিয়ে আমরা ওই ঝরনার নীচের গুহায় গিয়ে আশ্রয় নিই। নাহলে এই রাতদুপুরে বাঘের পেটে বেঘোরে প্রাণটা দিতে হবে। তারপর কাল সকালে যে-কেউ গিয়ে বরং কোথাও থেকে একটা টাঙ্গা অথবা ট্যাক্সির ব্যবস্থা করব।"

বিলু বলল, "কিন্তু বাবলু, ওই গুহাই কি নিরাপদ? ঝরনার নীচে গুহা মানে যত রাজ্যের বিষাক্ত সাপ আর কাঁকড়াবিছের আড়ত।"

"তা হলে ওই যেখানে আলো জ্বলছে সেখানে যাবি?"

"যদি ওটা শয়তানের ঘাঁটি হয়?"

"ঠিক বলেছিস। দরকার নেই ওখানে গিয়ে। তার চেয়ে আমার মতে ওই গুহাই ভাল। যা আছে কপালে। চল তো।"

কিন্তু চল বললেই তো চলা যায় না। অতবড় একটা মেয়েকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় নিয়ে যাবে কী করে? তবু যেতেই হবে। বিলু বহু কষ্টে কাননকে বাবলুর পিঠের ওপর শুইয়ে দিল। বাবলু ওকে পিঠে নিয়ে দু'হাতে শক্ত করে ধরে এগিয়ে চলল গুহার দিকে।

সবে কয়েক পা গেছে এমন সময় হঠাৎ ডোরাকাটা গেঞ্জি এবং ফুলপ্যান্ট পরা কালো ভূতের মতো চেহারার চারজন লোক ধুপধাপ করে লাফিয়ে পড়ল ওদের সামনে। ওরা চারজনই সশস্ত্র। প্রত্যেকেরই হাতে রিভলভার।

ওরা বলল, "ও তুম সব হিঁয়া তক চলা আয়া?"

বাবলু বলল, "এলাম কি সাধে? মেয়েটাকে মেরে ফেলার সত্যিই কি কোনও দরকার ছিল?"

"ও মর চুকা!"

"মরবে না? অত উঁচু থেকে পড়লে তোমরাই কি বাঁচতে?"

"লেকিন তুম দোনোনে হিঁয়া তক ক্যায়সে চলা আয়া?"

"কেন, আমরা যেভাবে আসি? কৌশলে বাঁধন খুলে তোমাদের পাহারাদারকে লোভ দেখিয়ে ভেতরে এনে তাকে সমুচিত শিক্ষা দিয়ে চলে এসেছি। এটা তো আমাদের কাছে জলভাত।"

রিভলভারধারী লোকগুলো এবার অনেক কাছে এগিয়ে এল ওদের। তারপর একজন কর্কশ গলায় বলল, "উসকো রাখ দো মিট্টিমে।"

বাবলু বলল, "যা বাব্বাঃ, এখানে মাটি কোথায়! পাথর তো।"

"ওঁহী পর রাখো।"

বাবলু পাথরের ওপর কাননকে শুইয়ে দিতেই দু'জন লোক রিভলভার পকেটে গুঁজে কাছে এসে ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগল কাননকে। একজন বলল, "আরে, এ তো জিন্দা হ্যায়।" বলে ওর লকেট ও নেকলেস ছিনতাইয়ের কাজে মন দিল।

বাবলু, বিলু আর পঞ্চু বাকি দুই রিভলভারধারীর ভয়ে কিছু করতে পারল না। একটু পিছিয়ে এসে বলল, "ও বেঁচে আছে? তবে ভাই তোমরা যা নেওয়ার নিয়ে দয়া করে ওকে একটু হাসপাতাল বা ডাক্তারখানায় পাঠাবার ব্যবস্থা করে দাও।"

লোকগুলো হেসে বলল, "হাঁ হাঁ জরুর করে গা। হামারা কাম হো জানে বাদ ও লেড়কি কো ফিক দেগা বাবড়ি মে (ঝরনা)। উসকে বাদ তুম দোনোকো ভি গিরায়গা ইস পাহাড় সে। ঔর মার ডালে গা ও কুত্তেকো।"

ওদের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই সেই পাহাড়, ঝরনা ও বনভূমি কাঁপিয়ে দু'-দুবার শব্দ হল 'গুড়ুম, গুড়ুম'। রিভলভারধারী লোক দুটো তীব্র আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ল সেখানে।

বাকি দু'জন লোক হতভম্ব হয়ে কাননকে ছেড়ে যেই না পকেটে হাত দিতে যাবে অমনই বিলু করল কী জোড়া পায়ে লাফিয়ে উঠে একজনের হাঁটুর পেছনে মারল এক লাথি। লোকটি পা মুচড়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল নীচে। আর-একজন চাপা আর্তনাদ করে সেখানে বসেই ছটফট করতে লাগল। তার আর রক্ষা পাওয়ার কোনও উপায় নেই। কেননা সে কিছু বুঝে ওঠার আগেই পঞ্চু কঠিনভাবে তার টুঁটি কামড়ে ধরেছে।

ঘটনাটা খুব দ্রুত ঘটে গেল। আসলে ওদের সঙ্গে কথাবার্তার সময় বাবলু একটু পিছু হটে ওর পিস্তলটাকে কব্জা করে। তারপর কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়েই পেছনদিক থেকে দড়াদ্দুম চালিয়ে দেয়। লোক দুটি এই অভাবিত আক্রমণের জন্য মোটেই তৈরি ছিল না। কাজেই গুলিবিদ্ধ হয়ে লুটিয়ে পড়ার সঙ্গে-সঙ্গেই বাবলু ঝাঁপিয়ে পড়ে ওদের রিভলভার দুটো ছিনিয়ে নিল।

পঞ্চু যার গলা কামড়েছে সে তখন পকেট হাতড়ে রিভলভার বার করার চেয়ে দু' হাতে পঞ্চুকে আঁকড়ে ধরে তার গ্রাস থেকে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করতে ব্যস্ত। লোকটার চোখ দুটো অসম্ভব রকমের ঠেলে বেরিয়ে আসছে। অর্থাৎ টুঁটি কামড়ে থাকায় শ্বাসরোধ হয়ে আসছে ওর। আর যে-লোকটা বিলুর লাথি খেয়ে পড়ে গেছে সে এমনই আহত যে, যতবার মাথা তুলে দাঁড়াতে যায় ততবারই পড়ে যায়। একসময় বহুকষ্টে যদিও-বা সে পকেট হাতড়ে বার করল রিভলভারটা, কিন্তু সেখানে সে মারবে কাকে? চারদিকেই পাথরের দেওয়াল। বাবলুরা আরও উচ্চস্থানে। সেদিকে তার দৃষ্টি গেল না। আসলে ওই উচ্চস্থান থেকে নীচে পড়লে সচরাচর কেউ বাঁচে না। যদিও বাঁচে তার আর করবারও কিছু থাকে না। কাজেই হাতের রিভলভার হাতেই রইল লোকটির। হাত এমনভাবে কাঁপতে লাগল যে, কিছুই করতে পারল না সে।

বাবলু ওপর থেকে নীচে নেমে লোকটির কাছে গিয়ে বলল, "কী

ভাই, রিভলভার তাগ করতে পারছ না?"

লোকটি অতিকষ্টে বলল, "নেহি।"

"আচ্ছা দাঁড়াও। আমি ঠিক করে ধরিয়ে দিচ্ছি। তা কাকে মারতে হবে বলো?"

লোকটি কী যেন বলতে গেল।

বাবলু বলল, "শোনো, তোমার ওই বন্ধুটির মরতে খুব কষ্ট হচ্ছে। কেননা আমাদের কুকুর ওর টুঁটি এমনভাবে কামড়ে ধরেছে যে, ওর আর বাঁচবার কোনও আশাই নেই। তা তুমি ভাই ওকে মারবার জন্য একটিমাত্র গুলি খরচ করো। প্লিজ। এই নাও, ঠিক করে ধরো। রেডি? ওয়ান-টু-থ্রি, ডিস্যুম।"

লোকটির হয়ে বাবলুই ট্রিগারটা টিপে দিল।

বাবলু ওয়ান-টু করবার সময়ই বিলু ছাড়িয়ে নিয়েছিল পঞ্চুকে। গুলি লোকটির পিঠে লেগে বক্ষ ভেদ করল। গুলিবিদ্ধ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই লোকটির দেহ একবার শূন্যে ডিগবাজি খেয়ে আছড়ে পড়ল ঝরনার খাদে। সব শেষ।

বাবলু বলল, "বিলু, তুই এদিকটা দেখ। আমি ততক্ষণ কাননের একটা ব্যবস্থা করি। এই বলে কাননকে একবার পাঁজাকোলা করে তোলবার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। বড্ড ভারী। অগত্যা আবার পিঠে করেই বহন করে নিয়ে এল ঝরনার কাছে। ঝরনার জলের ঠিক পাশেই একটি পাথরের ওপর শুইয়ে দিল ওকে। ঝরনার জলকণায় ওদের সর্বাঙ্গ ভিজে সপসপ করতে লাগল। তবুও বাবলু অঞ্জলি করে জল নিয়ে কাননের মুখে, মাথায়, কপালে দিতে লাগল। কত জ্বর তা কে জানে? জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। মাথায়, কপালে জল দিলে জ্বর একটু কমবে নিশ্চয়ই।

বাবলু এখন মরিয়া। কেননা ওর হাতে নিজের পিস্তল ছাড়াও চার-চারটে রিভলভার।

এমন সময় হঠাৎ কতকগুলো লোকের দ্রুত ছুটে আসার শব্দ ওদের কানে এল। বিলু সিটি দিয়ে বাবলুকে সতর্ক করতেই চোখের পলকে বড়-বড় পাথরের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল ওরা। বাবলুর হাতে শোভা

পেতে লাগল পিস্তলটা। কাননকে ফেলে রেখেই লুকোতে হল দু'জনকে। প্রকাশ্য স্থানে কাননের অচৈতন্য দেহটা তেমনই শায়িত রইল।

ওরা দেখল জনা পাঁচেক সশস্ত্র লোক ছুটতে-ছুটতে সেখানে এসে হাজির হল। তারপর ঝুঁকে পড়ে একজন মৃত এবং তিনজন অর্ধমৃতর দিকে তাকাল। আগন্তুকদের একজন বলল, "আরে দোস্ত! তুম সবকো অ্যায়সা হাল কৌন বনায়া?"

আহতদের ভেতর থেকে একজন অতিকষ্টে বলল, "ভাগো হিয়াসে। জিনা চাহো তো ভাগো। ওই খতরনক লেড়কা আউর কুত্তানে অ্যায়সা হাল কর দিয়া হামারা।"

আগন্তুকরা বলল, "ও কাঁহা হ্যায়? পহলে বতাও। হাম মার ডালে গা উসকো।"

"আরে বাবা ভাগো না! উসকো কুছ করনে নেহী শিখোগে তুম। ও কুত্তা বহৎ ডেঞ্জারাস।"

এই না শুনে তো একজন হাঃ হাঃ করে এমন হাসি হাসতে লাগল যে, বিলু আর থাকতে না পেরে পটাং করে একটা পাথরের টুকরো ছুড়ে মারল লোকটাকে। সঙ্গে-সঙ্গে ম্যাজিক। লোকটা করল কী ভ্রমরের মতো বোঁবোঁ শব্দ করতে লাগল। করবেই তো। কেননা বিলু পাথরটা ছুড়েছিল ওর মাথা লক্ষ্য করে। তার জায়গায় সেটা লাগবি তো লাগ একেবারে হাঁ মুখে। কয়েকটা দাঁত ভেঙে নিয়ে সেটা মুখের ভেতর আটকে গেছে।

অন্যেরা তখন শিয়ালের মতো 'ক্যা হুয়া ক্যা হুয়া' করে তার দিকে ছুটে আসতেই পঞ্চু বিকট চিৎকার করে ঝাঁপিয়ে পড়ল তাদের একজনের ঘাড়ে। বাবলু আর বিলুও তখন মারমুখী। লোকগুলো ঘুরে দাঁড়াবার আগেই বাবলু পিস্তল নয়, ওদেরই রিভলভার দিয়ে পটাপট শুইয়ে দিয়েছে সবক'টাকে।

বাবলুর গুলি অবশ্য ওদের পা আর কোমরেই লেগেছিল। তাই প্রাণে না মরে বসে পড়ে ছটফট করতে লাগল ওরা। গুলি করেই বাবলুরা আবার লুকলো পাথরের আড়ালে। কেননা ওরা তখনও সশস্ত্র।

ওদেরই ভেতর থেকে একজন পঞ্চুকে লক্ষ্য করে গুলি করল। পঞ্চু বুঝতে পেরেই লাফিয়ে পড়ল পাশের খাদে। লোকটি যখন আবার ওকে গুলি করবার চেষ্টা করল, বাবলু তখন বাধ্য হল আরও একটা গুলি খরচ করতে। লোকটার মাথা চুরমার হয়ে গেল।

বাবলু আড়াল থেকেই বলল, "আমি তোমাদের প্রত্যেককে অনুরোধ করছি যে যার হাতের যন্তরগুলো আমাদের দিকে ছুড়ে দাও। নাহলে কিন্তু আবার গুলি করতে বাধ্য হব আমি। তোমরা আমাকে দেখতে পাচ্ছ না, কিন্তু আমি তোমাদের প্রত্যেককে দেখতে পাচ্ছি।"

লোকগুলো একটুও দেরি না করে লক্ষ্মীছেলের মতো এক-এক করে রিভলভারগুলো ছুড়ে দিতে লাগল ওদের দিকে। বাবলু আর বিলু সেগুলো নিয়ে এক জায়গায় জড়ো করল।

বাবলু বলল, "বিলু, তুই এক কাজ কর। একটা শক্ত লতা এনে রিভলভারগুলো ঝুলিয়ে বেঁধে নে। আমি ততক্ষণ কাননকে দেখি।"

বাবলু আবার কাননের কাছে গেল। সে তখনও সেই একই অবস্থায় শুয়ে আছে। বাবলু আবার গিয়ে ওর চোখেমুখে জলের ঝাপটা দিতেই একসময় একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলল কানন। তারপর ধীরে-ধীরে চোখ মেলল। বলল, "আমি কোথায়?"

"এই তো এখানে। আমি আছি, বিলু আছে। তোমার কোনও ভয় নেই কানন।"

"কে, বাবলুদা? এখানে এত জল কেন?"

"আমরা উশ্রী নদীর ঝরনার কাছে আছি।"

"কিন্তু তোমরা এখানে কী করে এলে?"

"সেসব পরে বলব। এখন কেমন বোধ করছ তুমি?"

"মাথায় খুব কষ্ট হচ্ছে। আর—"

"আর কী?"

"সারা গায়ে দারুণ ব্যথা। পঞ্চু কোথায়? ও ঠিক আছে তো?"

"হ্যাঁ। আমরা সবাই ঠিক আছি। কত ডাকাত মেরেছি, কতজনকে ঘায়েল করেছি।"

কানন বলল, "উঃ! সে কী ভয়ানক ব্যাপার! লোকটা যখন আমাকে

টেনে-হিঁচড়ে বাইকে তুলল, পঞ্চু তখন কোথা থেকে যেন ছুটে এসে লাফিয়ে পড়ল লোকটার ঘাড়ে।"

"কিন্তু এই দুর্ঘটনাটা ঘটল কী করে?"

"পঞ্চু লোকটার ঘাড় কামড়ে ধরে ছিল। ওই অবস্থাতেও লোকটা এতদূর এনে যখন আর যন্ত্রণায় ঠিক রাখতে পারেনি নিজেকে, তখনই দুর্ঘটনা ঘটায়।"

বাবলু সস্নেহে বলল, "কী ভাগ্যিস, প্রাণে বেঁচে আছ তুমি। যাক, এখন কি একটু উঠে বসতে পারবে?"

"পারব।" বলে বহুকষ্টে একবার উঠে বসতে গেল কানন। তারপর আধবসা অবস্থাতেই আবার লুটিয়ে পড়ল।

বাবলু বলল, "কী হল কানন?"

কানন আবার সংজ্ঞাহীন হল। বাবলু ওকে সময়মতো ধরে ফেলল তাই, নাহলে আবার আঘাত পেত।

বাবলু বলল, "বিলু! যত কষ্টেই হোক, কাননকে এখনই চিকিৎসার জন্য বাড়ি নিয়ে যেতে হবে। এক কাজ করি আয়, ওকে পিঠে নিয়েই একটু কষ্ট করে আমরা জঙ্গল পেরিয়ে কোনও গ্রামের দিকে যাই চল। তারপর সেখান থেকে একটা গোরুর গাড়ি অথবা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে বাড়ি নিয়ে যাব ওকে।"

বিলু বলল, "কিন্তু তার আগেই তো আমরা বাঘ-ভালুকের পেটে যাব। তা ছাড়া এই পাহাড়ি চড়াই পথে কাউকে বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নাকি? তার চেয়ে তুই বরং ওকে দেখ। আমি পঞ্চুকে নিয়ে ঘুরে দেখি জঙ্গলের বাইরে কোথাও কিছু পাই কিনা? তোর কাছে তো এত রিভলভার আছে। নির্ভয়ে থাকবি তুই।"

বাবলু বলল, "না, না, না। তুই একা পঞ্চুকে নিয়ে যাবি কী? গেলে সবাই যাব। জঙ্গলে কোথাও কিছু না পাই মেন রোডে গিয়ে পড়তে পারলে তো দূরপাল্লার বাস-ট্রাক সব কিছুই পেয়ে যাব।

"কিন্তু মেন রোড কোথায় জানব কী করে?"

"জানবার দরকার নেই। ঝরনার পাশ দিয়ে এই যে চওড়া রাস্তাটা ওপরে উঠে গেছে এটাই যে প্রধান পথ তাতে সন্দেহ নেই। অতএব এই

পথে গেলেই ধানবাদ-গিরিডির মেন রোড পেয়ে যাব আমরা।"

বিলু বলল, "তবে তাই চল। আমরা দু'জনে বরং পালটাপালটি করে বয়ে নিয়ে যাব ওকে। কিন্তু ওই লোকগুলোর কী হবে?"

"কী আবার হবে? বাঘ-ভালুকের খাদ্য হবে সব। আর যদি বেঁচে যায় তো কাল পুলিশ এসে অ্যারেস্ট করবে।"

বাবলু বলল, "বিলু, তোর হয়তো কষ্ট হবে। কিন্তু তবু বলছি একটু কষ্ট করে তুই ওকে নে। আমি রিভলভার উঁচিয়ে এগোতে থাকি। বিপদ বুঝলেই...।"

বিলু অতিকষ্টে পিঠে নিল কাননকে। অতবড় মেয়ে, ভারী কি কম? যেতে-যেতে পা টলতে লাগল ওর। বলল, "আর পারছি না বাবলু।"

বাবলু বলল, "না পারিস আমাকে দে। নিয়ে ওকে যেতেই হবে। অবস্থা খুব খারাপ। কানন যদি আমাদের নিজেদেরই বোন হত তা হলে কি পারতুম তাকে ফেলে রেখে এখান থেকে যেতে? অতএব যেভাবেই হোক নিয়ে যেতে হবে।"

নদীগর্ভ থেকে ওঠার পর পথটা অসম্ভব চড়াই। দু'পাশে পাহাড়-জঙ্গল। মধ্যে পথ। বাবলু, বিলুর কাছ থেকে কাননকে নিয়ে আরোহণ শুরু করল। ওঃ, কী কষ্টকর! বুকের রক্ত যেন মুখে উঠে আসছে।

এমন সময় হঠাৎ দুটো জোরালো আলো ওদের গায়ের ওপর এসে পড়ল। একটা জিপ। জিপটা ব্রেক কষতেই চিনুমামার গলা শোনা গেল, "ওই! ওই তো ওরা।"

ভোম্বল চেঁচিয়ে বলল, "বাবলু! আমরা এসে গেছি।"

বাবলু আর বিলু সবিস্ময়ে দেখল ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু এবং চিনুমামা একদল পুলিশ নিয়ে ওদের খোঁজে এসেছেন এখানে। জিপের পেছনে পুলিশের একটি ভ্যানও আছে।

বাচ্চু, বিচ্ছু এবং ভোম্বল ছুটে এসে বাবলুর পিঠ থেকে নামিয়ে নিল কাননকে। বলল, "কাননের কী হয়েছে বাবলুদা?"

"ও খুব আঘাত পেয়েছে। কিন্তু তোরা কী করে জানলি আমরা এখানে আছি?"

চিনুমামা বললেন, "তোদের ফিরতে দেরি দেখে থানায় যোগাযোগ করলাম। থানাতেও তখন সাজ-সাজ রব। থানার সামনে থেকেই তো ওদের দু'জনকে বোমা ফাটিয়ে তুলে নিয়ে যায় ওরা। তারপর পুলিশ আমাদের মুখে সব কথা শুনেই প্রথমে চলল বেনিয়াড়ি খনি এলাকায়। কিন্তু ওখানে কারও কোনও সন্ধান না পেয়ে শুরু হল খোঁজখবর। দু'-একজন দোকানদার বলল, একজন ভয়ঙ্কর চেহারার লোক মোটরবাইকে করে একটি মেয়েকে নিয়ে উশ্রীর দিকে মেন রোড ধরে গেছে। একটা কুকুরও খুব আঁচড়-কামড় করছে বাইকের চালককে। আর-একজন বলল, একটি মোটরও খুব দ্রুত গেছে ওই পথে। তাতে বেশ কয়েকজন লোক ছিল। দেখে মনে হল খুব বাজে লোক তারা। সেই সূত্র ধরেই আমরা এসেছি এখানে। অবশ্য পুলিশ ফোন করে আশপাশের সমস্ত থানায়, ধানবাদে, হাজারিবাগে সর্বত্র জানিয়ে দিয়েছে ওই বাইক এবং মোটরগাড়িকে আটকে করবার জন্য। তোদের যে এখানেই পেয়ে যাব তা অবশ্য ভাবতেও পারিনি।"

বাবলু পুলিশদের বলল, "আপনারা এখনই এই জিপে করে আমাদের বাড়ি পাঠিয়ে দিন। কেননা এখনই ডাক্তার ডেকে চিকিৎসা না করালে কাননের পক্ষে সেটা ক্ষতিকর হবে। আর ওই ভ্যান নিয়ে আপনারা ঝরনার কাছে চলে যখন। জীবিত-মৃত অনেক দুষ্কৃতকারীকে আপনারা দেখতে পাবেন। এইবার সরকারী নিয়মে তাদের যার প্রতি যেমন ব্যবহার করা উচিত, তা করবেন। আর এই নিন, এগুলো আমরা আর বয়ে বেড়াতে পারছি না।"

"এ কী! এত রিভলভার তোমরা পেলে কোথায়? এতে পুলিশের খোয়া যাওয়া অনেক মালও রয়েছে দেখছি।"

"এগুলো কৌশলে আমরা ওদের কাছ থেকে আদায় করে নিয়েছি।"

পুলিশের লোকেরা সেগুলো নিয়েই হইহই করে ছুটল ঝরনার দিকে। ভ্যানটাও গেল পিছু-পিছু। শুধু জিপটা গেল না। জিপটা ওদের সকলকে নিয়ে ফিরে এল বারগণ্ডায় কাননদের বাড়িতে।

ওরা যখন ফিরে এল তখন সবে ভোর হয়েছে। ধূর্জটিবাবু মেয়েকে ফিরে পেয়ে এবং বাবলুর মুখে সব শুনে দু' হাতে জড়িয়ে ধরলেন বাবলুকে। একটু পরেই খবর পেয়ে ডাক্তার এলেন। তারপর ওষুধ ইনজেকশান দিতে সকালের মধ্যে জ্ঞান ফিরে এল কাননের।

কানন ফুলের মতো হাসি ছড়িয়ে বলল, "সত্যি বাবলুদা! তুমি না থাকলে এ-যাত্রা আমি বাঁচতাম না।"

বাবলু বলল, "ভুল বললে কানন, পঞ্চু না থাকলে কিছুই হত না।"

পঞ্চু তখন চিনুমামার কোলে মাথা রেখে চোখ পিটপিট করে সবাইকে দেখছে।

চিনুমামা ওর মাথায়, গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। চিনুমামার সঙ্গে পঞ্চুর এখন খুব ভাব। কাজেই চিনুমামার আর কোনও কুকুরাতঙ্ক নেই।